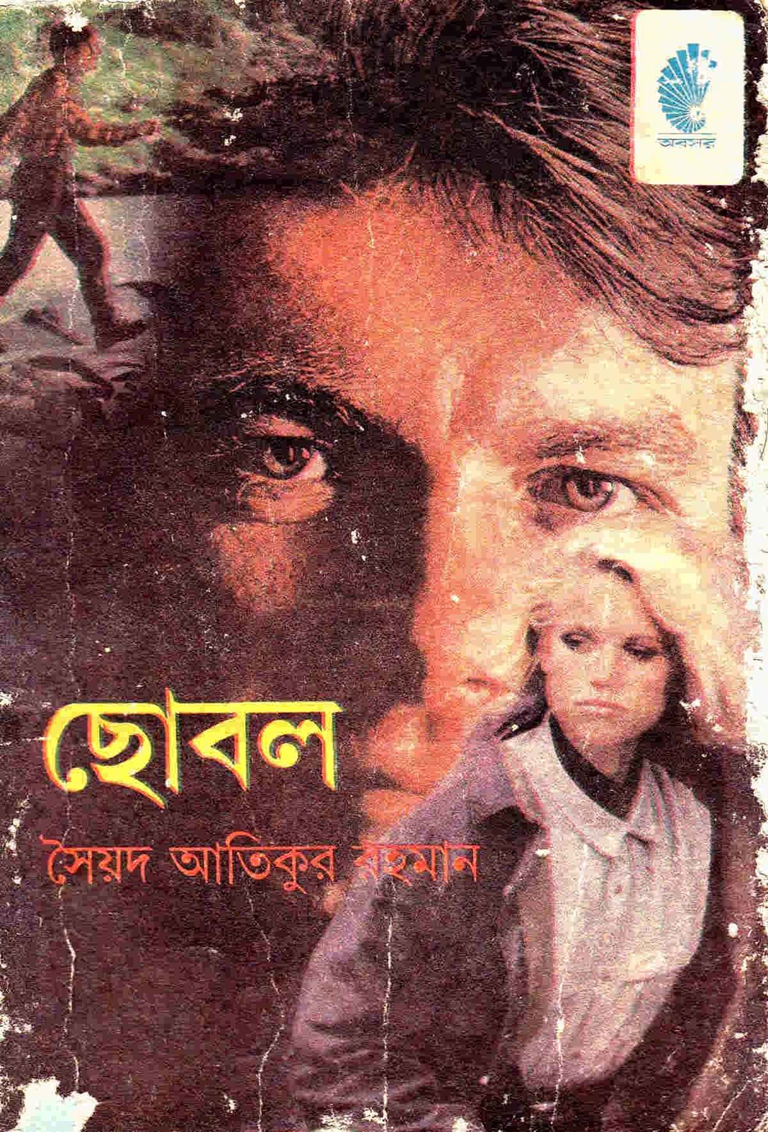

অবসর
ছোবল
সৈয়দ আতিকুর রহমান

এক

ইস্ট সিটি। আমেরিকা।

ব্যস্ত সড়ক ধরে দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে চলছে বব টেলর। হাতে টাকা ভর্তি ব্যাগ, চোখে ভয়ার্ত দৃষ্টি। বক্সারদের মতো পেশী বহুল চওড়া কাঁধ আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাত পা দেখে ওর বয়স আন্দাজ করতে পারেনা কেউ। অনেকে অনেক কিছুই ধারণা করে, অথচ সবে মাত্র আটাশের কোঠায় পা দিয়েছে ও।

সকলেই জানে, ছ'ফুট লম্বা এই কালো নিগ্রোটা শরীরে যেমন অসুরের শক্তি রাখে তেমনি তার চলা ফেরাও ইঁদুরের মতো দ্রুত।

এই পুরোনো ব্যাগটায় কি পরিমাণ টাকা থাকতে পারে, শহরের কারো কাছেই অজানা নয়। তাই চলা ফেরার প্রতিটি মুহূর্তই সে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে আর ঘামে, এই বুঝি গুলি করে ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে গেলো কেউ।

প্রতি শুক্রবার ঠিক একই সময়ে একটানা চার ঘণ্টা পথ হেঁটে বিভিন্ন বার, কাফে, জুয়ার আড্ডা ও স্মাগলারদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে হয় তাকে। কোনো বিপদে আপদে না পড়ে এ পর্যন্ত পাঁচশো বিশটি শুক্রবার ধরে একই কাজ করে আসছে সে। তবু মন থেকে এ ভয়টা তাড়াতে পারেনি। তাই কাজ শেষ হবার পর মনে মনে ভাবে, এ সপ্তাহে যখন কিছু ঘটলো না, আগামী সপ্তাহে হয়তো ঘটতে পারে।

জো ওয়াকার। ববের বস্। আট লক্ষ অধিবাসীর এ শহরের অপরাধ জগতের একচ্ছত্র অধিপতি। তার টাকা যে ভুলেও কেউ ছোঁবে না, গত দশ বছরেও ববের সে বিশ্বাসটা জন্মেনি। তাছাড়া জিমির মতো একজন সেরা গানম্যান সাথে থাকা সত্ত্বেও সবসময় সে মনে করে, এই বুঝি কেউ আচমকা গুলি করে ছিনিয়ে নিলো ব্যাগটা।

জিমি মেহ্তা। জো ওয়াকারের টপ গানম্যান। সব সময়ই ববকে বলে, 'যদি কখনও বিপদ দেখো, শুধু হুমড়ি খেয়ে ব্যাগটার ওপর পড়ে যেয়ো, বাকিটা আমি দেখবো।'

কথাগুলো শুনতে ভালো লাগলেও কখনও আশ্বস্ত হতে পারে না বব। বরং কোন কিছু ঘটার আশঙ্কায় পেটের ভেতর একটা সুড়সুড়ি অনুভব করে।

মাত্র আঠারো বছর বয়সে এই কাজে যোগ দেয় বব। তখন থেকে গত দশটা বছর যাবৎ জো ওয়াকারের কালেক্টর হিসেবে কাজ করছে ওরা। কাজটায় ভয় থাকলেও নিজেকে খুব গর্বিত মনে করে সে। জো ওয়াকারের মতো প্রতাপশালী লোকের কালেক্টর হবার সৌভাগ্য ক'জনের আছে। তাছাড়া টাকা পয়সার ব্যাপারে বস্ তাকে বিশ্বাস করে এটাও কম কথা নয়। অবশ্য আরো ছুটো কারণ আছে বিশ্বাস করার, যা সে নিজেও জানে: কালেকশনের সিসটেমটা অত্যন্ত ফুলপ্রুফ এবং জিমি মেহ্তার মতো একজন সেরা গানম্যান আছে তার সাথে।

যাদের কাছ থেকে ওরা টাকা আদায় করে তারা আলাদা আলাদা ছুটো সীল করা খাম দেয়। একটাতে থাকে টাকা আর অপরটাতে টাকার পরিমাণ উল্লেখ করা একটা স্বাক্ষরিত চিরকুট। টাকা ভর্তি

খামটা নেয় বব আর চিরকুটেরটা জিমি। ফলে কে কি পরিমাণ টাকা দিলো তা ছু'জনের কেউই জানতে পারে না। শুধু জানতে পারে ওয়াকারের অফিসে গিয়ে। ওখানেই চিরকুট আর খামের টাকা মিলিয়ে গোনা হয়। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, যতোই দিন যাচ্ছে, টাকার পরিমাণ ততোই বাড়ছে। গত শুক্রবারে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে পঁয়ষট্টি হাজার ডলার।

আর মাত্র একটা কালেকশন বাকি। অ্যালানের টাকাটা নেয়া হয়ে গেলেই এ শুক্রবারের মতো কাজ শেষ। দ্রুত অ্যালানের অফিসের দিকে পা বাড়ালো ওরা।

চোরাই মালের আড়তদার অ্যালান। শোনা যায় সুচ থেকে শুরু করে জেট ইঞ্জিনের পার্টস পর্যন্ত পাওয়া যায় ওর কাছে। ব্যবসাটা বৈধ নয়। সুতরাং সপ্তাহান্তে একটা বখরা দিতে হয় ওয়াকারকে। এজন্য বাইরে যতো ভালো সম্পর্কই থাকুক, ভেতরে ভেতরে ওয়াকারকে সে মোটেই সহ্য করতে পারে না। কিন্তু জলে বাস করে কুমীরের সাথে ঝগড়া করা যায় না। তাই নীরবে হজম করে যাচ্ছে সে।

ছু'টো সীল করা খাম রেডি করে অপেক্ষা করছিলো অ্যালান। ঢুকতেই ছু'জনের হাতে খাম ছু'টো দিয়ে হাসি মুখে বললো, 'আগামী শুক্রবার টাকা নেবার জন্য একটা ট্রাক নিয়ে এসো। মিঃ জো-কে মনে করিয়ে দিয়ো, ওই দিন উনত্রিশে ফেব্রুয়ারী: ডি-ডে। শহরের সকলেই কোটিপতি হবার স্বপ্ন দেখবে সেদিন। টাকার বন্যায় ভেসে যাবে শহর। তোমাদের বসের এই একটা সুযোগ। শুধু জুয়ার আড্ডা থেকেই যা আদায় হবে তাতে আগামী ছ'মাসের জন্য বেকার হয়ে যাবে তোমরা।'

কোনো মন্তব্য করলো না বব। শুধু অ্যালানের মুখের দিকে একবার আড় চোখে তাকিয়ে বেরিয়ে গেলো নিঃশব্দে।

অ্যালানের বাঁকা কথায় গা জ্বলে ওঠে জিমির। কড়া একটা কিছু বলতে গিয়েও সামলে নিলো। শুধু মুখে একটা অবজ্ঞার শব্দ করে ববের পিছু পিছু সেও বেরিয়ে এলো রাস্তায়।

কিছু দুর হেঁটে জিমির গাড়ির কাছে এলো ওরা। পেছনের সীটে বসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো বব। করুণ ভাবে হাতের দিকে তাকালো। ওর কব্জিতে জড়ানো হ্যাণ্ডকাফ চামড়ায় ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। টাকার ব্যাগ ও কব্জির সাথে বাঁধা এই হ্যাণ্ডকাফ আরো আতঙ্কিত করে রাখে ওকে। এদিকে তাকালেই একটা শোনা ঘটনার কথা মনে পড়ে যায় ওর। শিকাগোতে একবার এক হাইজ্যাকার ভুজোলি দিয়ে একজনের কব্জি কেটে টাকার ব্যাগ নিয়ে পালিয়েছিলো। কব্জি ছাড়া হাত, ভাবতেই শিউরে উঠলো ও।

ড্রাইভিং সীটে বসে ইগনিশন কী খুঁজছে জিমি। আড় চোখে তার দিকে একবার তাকালো বব। ওর ধারণা, জিমির মনের মধ্যে কিছু একটা আছে। গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ সে অত্যন্ত গম্ভীর। জিমির এমন ভাবলেশহীন চেহারা আগে আর কখনো দেখেনি। এই প্রাণ খোলা স্বল্পবাক মানুষটাকে ভালো ভাবে চেনে ও। সেগুন কাঠের মতো মুখাবয়ব, দৃঢ়চেতা, আর মারামারিতে ওস্তাদ। জিমির সাথে পরিচয় বহুদিনের।

ও আর জিমি বারে বসে বীয়ার খাচ্ছে। এমন সময় জিমির চেয়ে ডবল মাপের এক মাস্তান এসে ঢুকলো। এদিক ওদিক তাকিয়ে ওর দিকে চোখ পড়তেই মেজাজ বিগড়ে গেলো মাস্তানের। সজোরে ফ্লোরে পা ঠুকে বাঘের মতো হুংকার ছাড়লো, 'নিগ্রোরা যে বারে

ড্রিংক করে আমি সেখানে ড্রিংক করতে পারি না।'

এখনও চোখের সামনে ভাসছে দৃশ্যটা। গ্লাসে চুমুক দিতে যাচ্ছিলো জিমি। ধীরে ধীরে গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে শান্ত ভাবে শুধু একটা কথাই বললো, 'তাহলে অন্য কোথাও যাও।'

জিমি কখনও জোরে কথা বলে না। ঘোরতর বিপদেও তার মাথা ভীষণ ঠাণ্ডা থাকে।

জিমির দিকে তাচ্ছিল্যের সাথে একবার তাকিয়ে হাত তুলে একটা অদ্ভুত ভঙ্গী করলো মাস্তানটা। যেন মুখের সামনে থেকে মাছি তাড়াচ্ছে। তারপর সার্টের আস্তিন গুটিয়ে বীরদর্পে এগিয়ে এলো। ববের তখন প্যান্ট খারাপ করার মতো অবস্থা। দরদর করে ঘামছে। করুণ ভাবে তাকালো জিমির দিকে। চোখে সাহায্যের আবেদন। আর সময় নষ্ট করলো না জিমি। ঝট করে ওদের দু'জনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালো। মাস্তানটা আগেই ক্ষেপেছিলো জিমির ওপর। তারপর আবার বাধা হয়ে দাঁড়ানোয় জিমির দিকেই তেড়ে এলো।

দ্রুত এক সেকেণ্ড চিন্তা করলো জিমি। একবারেই কাবু করতে হবে এই পাহাড়কে। নইলে শরীরের হাড় আস্ত থাকবে না একটাও। বিদ্যুৎ খেলে গেলো ওর শরীরে। স্যাঁৎ করে একপাশে সরে গিয়েই ভারী হাতুড়ির মতো পাঞ্চ করলো মাস্তানের চোয়াল বরাবর। থমকে গিয়ে আত্মরক্ষার ভঙ্গীতে দু'হাত ওপরে উঠে গেলো মাস্তানের। তারপর ভারী শরীরটা পুরো একটা পাক খেয়ে ধপ করে পড়ে গেলো ফ্লোরে। জীবনে এমন চমৎকার মার আর কখনও দেখেনি বব। ফস করে আটকে রাখা দম ছাড়লো এতক্ষণে। কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেলো ওর।

একটা কথা সবসময় মনে মনে স্বীকার করে বব। অপরের বেলায় জিমি যতো কঠোরই হোক না কেন, ওর বেলায় সে দিল-দরিয়া। তাই জিমিকে নিয়ে প্রায়ই ও ভাবে। কৌতূহলের অন্ত নেই তাকে নিয়ে। কিন্তু গত দশটা বছর একত্রে কাজ করেও জিমি সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানতে পারেনি ও। দলের অন্যদের মতো শুধু এটুকুই জানে, বিগত বিশটা বছর যাবৎ জো ওয়াকারের একজন সেরা গান-ম্যান হিসেবে কাজ করে আসছে সে। তিন তিন বার বসের জীবন রক্ষা করেছে। বস্ তাকে খুব বিশ্বাস করেন। এছাড়া তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে যেটুকু জানে তা হলো, সাইত্রিশের কাছাকাছি এই স্বল্পবাক মানুষটার জগতে আপন বলতে কেউ নেই।

যখনই ও কোনো কিছুতে খুব হতাশ হয়ে পড়েছে, যেয়ে ঘটিত কোনো অবাঞ্ছিত সমস্যায় জড়িয়ে গেছে কিম্বা ওর ছোট ভাই দায়িত্ব-হীন কোনো কাজ করে বিপদ ডেকে এনেছে তখনই জিমি ওর অকৃ-ত্রিম বন্ধুর মতো পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এবং অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় প্রতিটি সমস্যার গিঁট খুলে দিয়েছে। ওর নিজের পক্ষে তা কখনো সম্ভব হতো না।

মনে আছে, জিমি একবার বলেছিলো ওকে, 'শোনো বব, এই পেশা থেকে তুমি টাকা করতে পারবে অনেক। প্রতি সপ্তাহের উপার্জন থেকে যদি দশ পার্সেন্টও জমাও তবে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই দেখবে, অনেক টাকার মালিক হয়ে গেছো তুমি। বয়স বাড়লে মিঃ ওয়াকার যখন দল থেকে বের করে দেবে তোমাকে তখন বেঁচে থাকার জন্য কারো কাছে হাত পাততে হবে না।'

উপদেশটা খুব পছন্দ হয়েছিলো ওর। পরদিনই কিনে আনলো স্টিলের একটা বাক্স। জমাতে লাগলো রোজগারের দশ ভাগ।

বাক্সটা রাখা আছে ওর খাটের নিচে। অনেক টাকা জমিয়েছিলো ও। কিন্তু এক সময় বাধ্য হয়ে বেশ কিছু টাকা খরচ করতে হয়। ওর ছোট ভাই এমন একটা পুলিশি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লো যে পাঁচশো ডলার না দিলে তাকে জেলে যেতে হতো। তাছাড়া ওর প্রেমিকার একটা জরুরী অ্যাবরশনের জন্যও বেশ কিছু টাকা বেরিয়ে যায়। এত খরচ করার পরও জমিয়ে ফেলেছে প্রায় তিন হাজার ডলার।

গাড়িতে ওঠার পর দু'জনেই চুপচাপ। এ'ভাবেই ওয়াকারের অফিসে এসে পৌঁছলো। খুব বড়সড় অফিস রুম। সে' তুলনায় আসবাব-পত্র নেই বললেই চলে। পুরু কার্পেটের ওপর দেয়াল ঘেঁষে বড় একটা ডেস্ক। সামনে ক'খানা চেয়ার। এক কোণে একটা ফাইলিং কেবিনেট। ওয়াকার বরাবরই একটু বেশি হিসেবি। সেকারণেই আপটাউনে দশ কামরার ও মিয়ামীতে ষোলো কামরার দু'টো বাড়ি, একটা রোলস রয়েস এবং একটা ইয়টের মালিক সে।

একসাথে ওয়াকারের রুমে ঢুকলো ওরা। ওয়াকার তার ডেস্কে বসা। দেহরক্ষী পিটার উড দেয়ালের একপাশে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো। হাতে পয়েন্ট টুয়েন্টি টু রাইফেল। ছিপছিপে লম্বা, সাপের মতো চোখ, গান ফাইটে প্রায় জিমির সমকক্ষ। অপর দেহরক্ষী হেনরী গিবসন তার প্রকাণ্ড কদাকার শরীর নিয়ে ওয়াকারের সামনে বসা। চোখের নিচে চিবুক পর্যন্ত গভীর ক্ষতচিহ্ন তার চেহারাটাকে আরো নিষ্ঠুর ও বীভৎস করে তুলেছে। একটা শলা দিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে দাঁত খুঁটছে।

ওয়াকারের ডেস্কে টাকা ভর্তি ব্যাগটা রেখে দাঁড়ালো বব।

চেয়ারে হেলান দিয়ে আছে ওয়াকার। ব্যাগটার দিকে একবার

আড় চোখে তাকালো শুধু। মাঝারি লম্বা, মেদবহুল নাদুস নুদুস শরীর ওয়াকারের। বয়স পঞ্চান্নর কাছাকাছি। থুতনির নিচে এমন ভাবে মাংস ঝুলে আছে যে গলা নেই বললেই চলে। ঘন ভুরু, বিবর্ণ চোখ আর থ্যাবড়া নাকের নিচে আগাছার মতো গোঁফ তার চেহারা-টাকে অত্যন্ত কঠোর করে তুলেছে। ফোলা ফোলা গাল আর চোখের নিচে থলথলে মাংস দেখলে মনে হয় বাতে ভুগছে সে। আসলে তা নয়। এই বয়স আর গুরুভার শরীর সত্ত্বেও প্রচণ্ড শক্তি রাখে ওয়াকার। একবার দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য তার এক এজেন্টকে মাত্র ছমিনিট নিজের হাতে শাস্তি দিয়েছিলো ওয়াকার। তাতেই তিন মাস বিছানায় ছিলো সে।

'কোনো বিপদ আপদ হয়নি তো?' জিমির দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো ওয়াকার।

এপাশ ওপাশ মাথা নাড়লো জিমি

'ও. কে.। এনড্রুকে ডাকো।'

এনড্রু হপকিন্স, জো ওয়াকারের অ্যাকাউট্যান্ট। ডাকার আগেই হাজির হয়ে গেলো।

বয়স পঁয়ষট্টি। হালকা পাতলা গড়ন। খিটখিটে স্বভাব আর অতিরিক্ত সন্দেহপ্রবণ। চোখে মুখে সবসময় বিশ্রী একটা ভাব। দেখলেই মনে হয় দিন রাত কারো বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আটছে। কিন্তু পাখির মতো হালকা পাতলা এই মানুষটার একটা কম্পিউটার ব্রেইন আছে। বছর পনেরো আগে একটা জালিয়াতির কাজে তার মেধার প্রতি দৃষ্টি পড়ে ওয়াকারের। এখন তার আর্থিক সাম্রাজ্য দেখা শোনা করছে এনড্রু। এটা ওয়াকারের একটা বিশেষ গুণ। অন্যান্য কাজের সাথে তার মনোনয়নও অত্যন্ত চমৎকার। যাকে যে কাজে নিয়োগ

করেছে দেখলে মনে হয় একাজের জন্যই বোধহয় সে জন্মেছিলো। ট্যাক্স ফাঁকি, ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগ বা কিভাবে ওয়াকারের আর্থিক সাম্রাজ্য আরো বাড়ানো যায় এসব কাজে এনড্রুর মতো ব্রেইন দলের আর কারো নেই।

ববের ঘর্মাক্ত কব্জি থেকে হ্যাণ্ডকাফ খুলে দিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসলো এনড্রু। তারপর ব্যাগ খুলে খামের টাকাগুলো গুনে জিমির চিরকুটের সাথে মিলিয়ে ঘোষণা করলো, 'সত্তর হাজার ডলার।' টাকাগুলো আবার ব্যাগে পুরে পুরোনো মডেলের একটা আয়রন সেফে রেখে তালা বন্ধ করলো এনড্রু।

'তোমরা যেতে পারো,' জিমি আর ববকে উদ্দেশ্য করে বললো ওয়াকার। 'আগামী শুক্রবারের আগে আর প্রয়োজন নেই তোমাদের। ওই দিনটা কি, জানোতো?' তার বিবর্ণ চোখের দৃষ্টি আটকে রইলো জিমির ওপর।

'উনত্রিশে ফেব্রুয়ারী।'

হেসে মাথা ঝাঁকালো ওয়াকার।

'হ্যাঁ, উৎসবের দিন : লিপিয়ার ডে। দেখে নিয়ো, কম করে হলেও দেড়লাখ ডলার কালেকশন হবে।'

'অ্যালানও তাই বলেছে।'

ওয়াকার একটা চুরুট ধরিয়ে বললো, 'সুতরাং সেদিন হেনরী আর পিটার যাবে তোমাদের সাথে।' ববের ওপর দৃষ্টি ঘুরে এলো তার। 'টেক ইট ইজি, বয়। অতো ঘামছো কেন। কড়া নিরাপত্তা দেয়া হবে তোমাকে।'

জোর করে একটু হাসলো বব। বললো, 'সেজন্য ভাবিনা বস্। জিমি সাথে থাকলে কোনো কিছুই পরোয়া করি না আমি।'

ওয়াকারের অফিস থেকে বেরিয়ে পায়ে হেঁটে কাছেই একটা বারে এলো ওরা। কাজ শেষে আনুষ্ঠানিক ভাবে বীয়ার খাওয়া একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে ওদের।

আবছা আলোয় ভরা কাউন্টারের সামনে উঁচু টুলে বসে বীয়ারের অর্ডার দিলো জিমি। কিছুক্ষণ চুপচাপ খেলো দুজনেই। তারপর বব আরো একটা বীয়ারের অর্ডার দিয়ে জিমির ভাবলেশহীন মুখের দিকে তাকালো।

'মিঃ জিমি…' একটু থেমে ইতস্তত করে বললো, 'বেশ কিছুদিন যাবৎ খুব চিন্তিত দেখছি আপনাকে। কি হয়েছে বলবেন ?'

'না…কিছুই হয়নি আমার, কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো জিমি। 'বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। বয়সের কারণেও হতে পারে।' পকেট থেকে সিগারেট বের করে ববের দিকে বাড়িয়ে দিলো। নিজেও ধরালো। ধোঁয়া ছেড়ে বললো, 'ওয়াকারের এখানে কাজ করে জীবনটা একেবারে মাটি হয়ে গেলো, কি বলো বব ?'

একটু নড়েচড়ে বসলো বব; বললো, 'জীবনের মায়া কার না আছে ? কাজটাতে আমি ভীষণ ভয় পাই। টাকার জন্যই করছি। এছাড়া আর কিইবা করার আছে আমার।'

করুণভাবে ওর দিকে তাকালো জিমি। 'ঠিকই বলেছো বব, এছাড়া আর কিইবা করতে পারো তুমি।' একটু থেমে আবার বললো, 'তোমার সেভিংস এর খবর কি, চলছে তো ?'

মৃদু হাসলো বব। 'হ্যাঁ, এ পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার ডলার জমেছে। পুরোটাই একটা স্টীলের বাক্সে ভরে খাটের নিচে রেখেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ টাকা আমার কি কাজে লাগবে কে জানে।'

সশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো জিমি। বোকা নিগ্রোটা এখনও

ছোবল

বোকাই থেকে গেলো।

'ব্যাংকে রাখনি কেন ?'

'না, ওসব আমি পছন্দ করিনা। ব্যাংক তো হোয়াইট ম্যানদের জন্য। আমার টাকা খাটের নিচেই ভালো আছে।'

কিছু বললো না জিমি। শুধু একটু কাঁধ ঝাঁকিয়ে টুল থেকে নেমে দাঁড়ালো।

'চলো, যাওয়া যাক। আগামী শুক্রবার আবার দেখা হবে।'

বিল মিটিয়ে জিমি বেরিয়ে যেতেই ববও এলো পিছু পিছু। দ্রুত হেঁটে জিমির পাশে এসে বললো, 'কোনো ঝামেলা হবে নাতো সেদিন ?'

নিগ্রোটার বড় বড় চোখে সত্যিই ভয় দেখতে পেলো জিমি।

'আমি কি করে বলবো, তবে পিটাররা থাকবে সেদিন আমাদের সাথে। তোমাকে এনিয়ে কিছু ভাবতে হবে না।'

জিমি দ্রুত তার গাড়ির দিকে চলে গেলো। বব কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিজের অ্যাপার্টমেন্টের দিকে পা বাড়ালো।

দুই রুমের অ্যাপার্টমেন্ট। তালা খুলে বড় লিভিং রুমে ঢুকলো জিমি। গত আট বছর ধরে ও আছে এখানে। রঙ ওঠা কার্পেটের ওপর একটা ইজি চেয়ার, এক সেট সোফা, একটা লেখার টেবিল, চারটা চেয়ার। এক কোণে স্ট্যান্ডের ওপর টিভি সেট। লিভিং রুম পেরিয়ে ছোট বেড রুম। একটা ডবল বেড, সাইড টেবিল ও একটা ফ্রিজিট ছাড়া আর কিছুই নেই সেখানে। এছাড়া কিচেন ও শাওয়ার আছে অ্যাপার্টমেন্টটায়।

জ্যাকেট খুলে টাই আলগা করে পয়েন্ট থারটি এইট অটোমেটিকটা টেবিলের ওপর রাখলো জিমি। জানালার পাশে গিয়ে

২—

বসলো একটা চেয়ার টেনে। নানান ধরনের কোলাহল ভেসে আসছে রাস্তা থেকে। ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট ধরিয়ে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো বাইরের দিকে।

ঠিকই ধারণা করেছে বব, ওর অনুমান মিথ্যে নয়। সত্যিই গত আঠারো মাস যাবৎ চিন্তার একটা ঝড় বইছে তার মনের মধ্যে। আগেও যে ছিলো না তা নয়। কিন্তু আজ থেকে প্রায় দেড় বছর আগে তার পঁয়ত্রিশতম জন্ম বার্ষিকী থেকে এটা তাকে ভীষণ ভাবে চিন্তিত করছে।

জীবনের অর্ধেক পেরিয়ে এসেছে। এ পর্যন্ত বড় একটা অসুখ করেনি। কোনো অ্যাকসিডেন্ট হয়নি। গুলি খায়নি কখনো। নির্বিঘ্নে কেটে গেলো জীবনের অর্ধেক সময়।

বাবার কথা মনে পড়লো। খুব অল্প বয়সেই বাবাকে হারিয়েছে ও। কতো আর বয়স তখন। খুব বড়জোড় পাঁচ কি ছয়। কুয়াশা ভেদ করে আসা ক্ষীণ আলোর মতো মনে পড়ে কিছু কিছু। টাম্পার একটা ফ্রুট ক্যানারিতে কাজ করতো ওর বাবা। মাঝে মধ্যে ওকে নিয়ে যেতো ওখানে। বাবার বন্ধু জন ওয়াল্টার প্রায়ই বেড়াতে নিয়ে যেতো, এটা ওটা কিনে দিতো। হঠাৎ একদিন কাজে গিয়ে আর ফিরলো না বাবা। পরে মায়ের কাছে শুনেছে, দু'জন ইণ্ডিয়ান লোক নাকি গুলি করে মেরেছিলো ওর বাবাকে। মৃত্যুর কারণটা মা হয়তো জানতো। কিন্তু বহুদিন জিজ্ঞেস করেও প্রকৃত ঘটনাটা জানতে পারেনি ও। কেন যে মা এ ব্যাপারটা গোপন রেখেছিলো, তা আজীবন ওর কাছে যেমন একটা প্রশ্ন হয়ে থাকলো তেমনি বাবার মৃত্যুটাও একটা রহস্য থেকে গেলো।

স্নেহময়ী মায়ের কথাও মনে পড়লো। কতো স্নেহ করতো ওকে,

কতো ভালোবাসতো। অথচ মায়ের জন্য কিছুই করতে পারলো না ও। লিখতে জানতো না, পড়তে জানতো না, দু'বেলা খাবার জোটা-নোর জন্য হোটেলে, বারে অমানুষিক পরিশ্রম করে অল্প বয়সেই তিলে তিলে শেষ হয়ে গেলো।

মনে আছে, মৃত্যুর ঠিক আগে ওর কপর্দকহীনা মা একটা মাত্র সম্পত্তিই ওকে দিয়ে গিয়েছিলো : রুপোর চেইনে ঝুলানো ছোট্ট একটা সেন্ট ক্রিস্টোফার মেডেল। তাদের পরিবারে শতাব্দী কাল ধরে রক্ষণাবেক্ষণ হয়ে আসছিলো মেডেলটা।

মৃত্যু শয্যায় মা বলেছিলো, 'জিমি, তোমাকে দেবার মতো কিছুই নেই আমার। শুধু এই জিনিষটা রাখো, সবসময় গলায় পরে থেকো। যতোদিন এটা তোমার সাথে থাকবে ততোদিন কোনো অমঙ্গল হতে পারবে না তোমার, অশুভ কোনো কিছু স্পর্শ করতে পারবে না তোমাকে।'

মায়ের দেয়া সেই মেডেলটা এখনো ওর গলায় ঝুলছে। সার্টের ভেতর হাত ঢুকিয়ে মেডেলটা ছুঁয়ে দেখলো জিমি।

বাবার মৃত্যুর পর বিন্দুমাত্র দুঃখ কষ্টও বুঝতে দেয়নি মা ওকে। কিন্তু মায়ের মৃত্যুতে শেষ অবলম্বনটুকুও হারিয়ে গেলো। নিঃসীম শূন্যতায় আর একাকিত্বে ভরে গেলো সবকিছু। জীবন বাঁচানোর তাগিদে মাত্র পনেরো বছর বয়সেই ইস্ট সিটিতে এসে একটা বারে কাজে লেগে গেলো।

শুরু হলো নতুন জীবন। এখানেই পরিচয় হলো ফেরারী আসামী ডিক্সনের সাথে। ডিক্সন তখন ছোট একটা দলের গ্যাংগ লিডার। ওর মধ্যে কি যেন দেখতে পেলো ডিক্সন। দলে আসার আমন্ত্রণ জানালো। বারের চাকরি ছেড়ে দিয়ে দলে ভিড়ে গেলো ও।

কিছুদিন কাটলো এভাবে। তারপর একদিন ছিনতাই করার সময় ধরা পড়ে গেলো পুলিশের হাতে। বিচারে দু'বছর জেল। আর শুরু হলো জীবনের নতুন অধ্যায়।

দু'বছর জেলে থেকে ক্রাইমের বিভিন্ন টেকনিক সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে বেরিয়ে এলো ও। দক্ষতার সাথে অপরাধ জগতে বিচরণ করলো কিছুদিন। কিন্তু বড় ধরণের কিছু করতে পারলো না। ওর ইচ্ছা ছিলো বড় একটা কিছু করে চিরদিনের জন্য অপরাধ জগত থেকে বিদায় নেবে। যাতে বাকি জীবন আর কিছুই করতে না হয়।

এরমধ্যে ভাগ্যচক্রে আবার দেখা হয়ে গেলো ডিক্সনের সাথে। ডিক্সন তখন জো ওয়াকারের হয়ে কাজ করছে। সে-ই একদিন ওকে পরিচয় করিয়ে দিলো ওয়াকারের সাথে। চাকরি হলো। তারপর আজ প্রায় বিশ বছর। দেহরক্ষী হিসেবে যোগ দিয়েছিলো। কিন্তু দেহরক্ষীর কাজে খুব বেশিদিন থাকতে হয়নি ওকে। জো ওয়াকারের মতে অল্প বয়সী কেউ ব্যক্তিগত নিরাপত্তায় যতো দ্রুত অ্যাকশন নিতে পারবে পঁচিশ বছরের বেশি বয়সী কারো পক্ষে তা সম্ভব নয়। এজন্য অল্প বয়সী শক্ত স্নায়ুর যুবকদেরই বেশি পছন্দ করে সে। ফলে ওকে দেহরক্ষীর পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হলো ববের সাথে। বব তখন সবেমাত্র যোগ দিয়েছে।

অতীত স্মৃতি জোর করে দূরে সরিয়ে দিয়ে সামনের দিকে তাকালো জিমি। ছত্রিশ পেরিয়ে গেছে। এখনও যদি কিছু না করে তবে করবে কবে?

আজীবনের স্বপ্ন একটা বোটের মালিক হবে, সাগরে ভাসবে, কিন্তু স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থেকে গেলো। ছোট বেলায় কতো অবসর

মুহূর্ত হারবারে কাটিয়েছে ও। বিত্তবানদের ইয়ট আর জেলেদের নৌকো দেখে মুগ্ধ হয়েছে। ঘন্টার পর ঘন্টা তাকিয়ে থেকেছে ওগুলোর দিকে। এখনও সাগর ওকে চুম্বকের মতো টানে। মনে আছে, স্কুলে পড়ার সময় একটা বার বোটে চড়ার জন্য কতো কষ্টই না করেছে ও। ডেক মাজা ঘষা, পিতল পলিশ করা সব কঠিন কাজের বিনিময়ে ক্রুরা একবার বোটে চড়ার সুযোগ দিতো। কি যে ভালো লাগতো!

এখনও কিসের যেন একটা অদৃশ্য শক্তি ওকে ঠেলে নিয়ে যায় সাগরের দিকে। চমৎকার একটা থারটি ফুটার বোট। কখনও মাছ ধরবে, কখনও ঘুরে বেড়াবে। সঙ্গে থাকবে ববের মতো একজন ক্রু ঃ নয়তো ববই।

কিছুদিন আগে মনে মনে একটা হিসেব করেছিলো ও। বোটের দাম, মাছ ধরার সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি মিলিয়ে প্রায় ষাট হাজার ডলার লেগে যাবে। কিন্তু টাকা? এতো টাকা কোথায় পাবে ও। টাকার প্রসঙ্গ এলেই স্বপ্নটা বিবর্ণ হয়ে গেছে। কতোদিন প্রতিজ্ঞা করেছে আর ভাববে না, মাথার এ পোকা দূর করতে না পারলে অচিরেই পাগল হয়ে যাবে ও। কিন্তু পারেনি। বোটের কথা মনে হলেই ওর সেই তীব্র বাসনা সাগরের উত্তাল তরঙ্গের মতো বুকে এসে আছড়ে পড়েছে।

এই স্বপ্ন সার্থক করতে হলে বেশ কিছু টাকার দিকে হাত বাড়াতে হবে ওকে। মাস দুয়েক আগে হঠাৎ একটা ভাবনার উদয় হয় মনে। কিন্তু না। কেঁপে উঠেছিলো সমস্ত শরীর। এরপর যতোবার ভাবার চেষ্টা করেছে ততোবারই ভয়ের একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেছে ওর শিরা উপশিরার ভেতর দিয়ে।

পুনরায় যখন আগাগোড়া ভাবার চেষ্টা করলো ব্যাপারটা তখনই মনে হলো এই পৃথিবীতে ও বড় একা। কাকে বিশ্বাস করবে ও? ওর খাঁটি বন্ধু নিগ্রোটা? কিন্তু মোটা মাথায় ঢুকবে না কিছু। গার্ল ফ্রেণ্ড ডীনার কথা মনে হলো। কিন্তু ওকেও এসব বলে কোনো লাভ নেই। নিজেকেই ভাবতে হবে সব কিছু। কালেকশনের টাকাটা চাই জিমির।

হ্যাঁ, এখনই সেই অপূর্ব সুযোগ। উনত্রিশে ফেব্রুয়ারী। শুক্রবার। চোখের সামনে ভেসে উঠলো দেড় লাখ ডলারের কড়কড়ে নোট। একটা বড় দাঁও। নিজে নিজেই বললো ও, 'যদি একটা বোটের মালিক হবার সাধ থাকে তোমার তবে আগামী শুক্রবারেই হবে সেই ডি-ডে।' দেড় লাখ ডলার! চমৎকার একটা তিরিশ ফুটী বোট কিনেও অনেক টাকা বেঁচে যাবে। মাছ ধরার ইচ্ছাটা বাদ দিলেও ক্ষতি নেই। হাতে যা থাকবে তাতে বাকি জীবন কিছু না করলেও চলবে ওর।

চেয়ারটায় একটু নড়েচড়ে বসলো জিমি। আরো একটা সিগারেট ধরালো। তারপর চোখ বন্ধ করে নিজেই নিজেকে বললো, 'এগিয়ে যাও জিমি মেহ্‌তা, শুক্রবার রাতেই তুমি জো ওয়াকারের টাকাগুলো হাত করে নাও। এ নিয়ে তুমি অনেক ভেবেছো, অনেক পরিকল্পনা করেছো, আর নয়। এখন শুধু এনড্রুর সেফের চাবির একটা ছাপ জোগাড় করো। জেলে থাকতেই তুমি শিখেছো কি ভাবে চাবির ছাপ জোগাড় করতে হয়, কি ভাবে ছাপ থেকে ডুপ্লিকেট চাবি বানাতে হয়। সুতরাং আর চিন্তা নয়, আর কোনো পরিকল্পনা নয়, এবার গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে যাও এনড্রুর সেফের দিকে।'

লোহার তৈরী ওল্ড ফ্যাশনের সেফটা সবসময়ই এনড্রুর ছোট

অফিস রুমে থাকে। সেফটা ওয়াকার তার দাদার কাছ থেকে পেয়েছে উত্তরাধিকার সূত্রে। দাদার স্মৃতি হিসেবে এখনও তার অফিসে শোভা পাচ্ছে ওটা।

এই সেফটা নিয়ে অনেক দিন অভিযোগ করেছে এনড্রু। বলেছে, 'আপনার একটা মডার্ণ সেফ কেনা দরকার, মিঃ জো। ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে একটা বাচ্চা ছেলেও এটা খুলে ফেলতে পারবে।'

ওয়াকার বলেছিলো, 'সেফটা আমার দাদার স্মৃতি। তার কাছে যেটা ভালো ছিলো আমার কাছেও সেটা নিশ্চয়ই ভালো। তোমাকে আরো একটা কথা বলি, এই সেফটা হচ্ছে আমার ক্ষমতার প্রতীক। অনেকেই জানে, শুক্রবার তুমি এর ভেতর যা রাখো তা শনিবার ভোর পর্যন্ত থাকে। কিন্তু আমার কোনো কিছুতে হাত দেবার স্পর্ধা এ পর্যন্ত কারো হয়েছে কি? আমার ক্ষমতার মতোই এ সেফটা সুরক্ষিত। তুমি আরো একটা কথা মনে রেখো এনড্রু, আমার ক্ষমতাও খুব সুরক্ষিত।'

'আমি তা সবই জানি মিঃ জো, কিন্তু লোভে পড়ে কেউ যদি এদিকে হাত বাড়ায় তাকে দোষ দেয়া যাবে না। সাধারণ একটা চাবি দিয়ে যে কেউ খুলে ফেলতে পারবে এটা।' জবাব দিয়েছিলো এনড্রু।

জিমির মনে আছে, ওয়াকার এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো এনড্রুর দিকে। তার চোখের মনি দুটোকে মনে হচ্ছিলো যেন ছোট জলাশয়ে ভাসমান দু'টুকরো বরফ। একটু ক্রুর হেসে বলেছিলো, 'কেউ এই সেফ খোলার চেষ্টা করলে আমি তার পিছু নেবো। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত আমি তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবো। আমার কোনো কিছুতে হাত দেবার অর্থ হলো নিজের কবর নিজে

ঘোড়া। কিন্তু সেরকম সাহসী কারো জন্ম হয়নি আজও।'

সাবেক লাইট ওয়েট বক্সার মার্টিন বিশেষ কেউ না। শুধু তার মাস্তানী স্বভাবের জন্য শহরে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করে রেখেছে সে। অকারণে পথচারীদের মারধোর করা, লাথি মেরে হকারদের দোকান পাট উল্টে দেয়া বা ফাঁকা গুলি করে ত্রাস সৃষ্টি করা তার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

সবই জানে জিমি। তবুও মার্টিনের উপস্থিতিতে সেফ খুলে টাকা বের করা ওর কাছে কোনো সমস্যাই নয়। এখন শুধু ধীরে সুস্থে এগিয়ে যাওয়া।

এনড্রুর রুমের সামনে দিয়ে যাওয়া আসার সময় অনেক দিন দেখেছে ও, সেফে টাকা পয়সা না থাকলে ভারী চবিটা তালার সাথেই লাগানো থাকে। শুধু শুক্রবার হয় এর ব্যতিক্রম। সেদিন এনড্রু ওটা সাথে নিয়ে যায়।

দুবার এনড্রুর রুমের তালা খুলে চাবির খোঁজ করলো ও। তৃতীয় রাতে সফের সাথে দেখতে পেলো চাবিটা। প্রস্তুত হয়েই গিয়েছিলো, মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে পুডিং এর মধ্যে চাবির ছাপটা নিয়ে নিলো।

এনড্রুর অফিস রুমে ঢোকার অনুমতি নেই কারো। তার সাথে কারো কথা বলার দরকার হলে দরজার এপাশ থেকেই বলতে হয়। এটা এনড্রুর সতর্কতা। ও চায় না, কেউ চাবিটা দেখে মনের মধ্যে ওটার একটা ছাপ এঁকে রাখুক।

চাবিটা তৈরি করতে তিনটা রাত অনেক পরিশ্রম করতে হলো ওকে। চতুর্থ রাতে ফের ঢুকলো এনড্রুর রুমে। পরীক্ষা করলো ডুপ্লিকেট চাবিটা। একটু ত্রুটি ছিলো। ফাইল দিয়ে কয়েকবার

ঘষা দিতেই তালায় ঠিক মতো বসে গেলো ওটা।

সবকিছু ঠিকঠাক। এখন শুধু একটাই কাজ, অপেক্ষা। চুরির খবর শোনার পর ওয়াকারের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হবে তা অজানা নয় ওর। সুতরাং কোনো খুঁত থাকলে চলবে না।

জিমি জানে, মাফিয়ার কিছু কিছু কাজ কর্মের সাথে ওয়াকার জড়িত। এ ছাড়াও ওদের মধ্যে একটা ভালো সম্পর্ক আছে। কিন্তু মাফিয়ার প্রতাপ আর সংগঠনের তুলনায় ওয়াকার কিছুই নয়। প্রতি সপ্তাহে ওয়াকারকে তার আয়ের একটা বখরা কমিশন হিসেবে দিতে হয় মাফিয়াকে। শহরটা যদিও ওয়াকারের নিয়ন্ত্রণে তবুও ও জানে, শুক্রবার এই চুরি হবার পরপরই ওয়াকার ব্যাপারটা জানাবে মাফিয়াকে। স্বার্থের টানেই মাফিয়ার প্রত্যেকটা লোক তৎপর হয়ে উঠবে সাথে সাথে। ফলে দেশের একটা শহরও আর নিরাপদ থাকবে না ওর জন্য। তাই এমন কৌশলে করতে হবে যাতে কেউ কিছু ধারনাও করতে না পারে।

আবার ভাবলো জিমি। ওর বাঁচা মরা নির্ভর করছে এর ওপর। সুতরাং চালে কোনো ভুল করলে চলবে না। টাকাটা বের করে আপাতত ওয়াকারের অফিসের রাস্তার উল্টো পাশে গ্রে হাউণ্ড বাস ষ্টেশনের লেফ্ট-লাগেজ লকারে রেখে দেবে। চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকে ওটা। তিন চার সপ্তাহ পর গরম ভাবটা যখন একটু কেটে যাবে এবং ওয়াকারও যখন টাকার আশা ছেড়ে দেবে তখন অল্প অল্প করে লকার থেকে তুলে সেফ ডিপোজিট ব্যাংকে রেখে দেবে। চুরির পর টাকাটা লকারে রাখা মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার।

শহরের পুলিশ বাহিনী ওয়াকারের হাতের পুতুল। ও জানে, চুরির পরপরই ওয়াকার পুলিশ ডাকবে। তারা এনড্রুর রুমে এসে

ফিঙ্গার প্রিন্ট খুঁজবে, অন্যান্য আলামত খুঁজবে, ঘটনার সময় কে কোথায় ছিলো তারও একটা স্টেটমেন্ট নিতে পারে। কিন্তু এজন্য মোটেও চিন্তিত নয় ও। ফিঙ্গার প্রিন্ট যাতে না পায় সেজন্য ওর হাতে থাকবে গ্লাভস্, আর যদি স্টেটমেন্ট দিতে হয় তাতে থাকবে একটা অখণ্ডনীয় অ্যালিবাই ঃ চুরির সময়টা ও ছিলো ডীনার বিছানায় এবং ওর গাড়ি পার্ক করা ছিলো ডীনার অ্যাপার্টমেন্টের সামনে। এ ব্যাপারে ডীনাকে ও বিশ্বাস করতে পারে। ডীনা অবশ্যই এ সময়টা কাভার করবে।

সেফটা শুধু চাবি দিয়েই খোলা যায় তাই ওয়াকারের সন্দেহটা প্রথমেই পড়বে এনড্রুর ওপর। পুলিশও তাকে নানাভাবে জেরা করবে, কেননা চাবিটা শুধু ওর কাছেই থাকে। তাছাড়া একটা ক্রিমিনাল রেকর্ডও আছে ওর। কোনো সন্তোষজনক জবাব ও দিতে পারবে বলে মনে হয় না। কেবল এনড্রু পার পেয়ে গেলেই ওয়াকারের দৃষ্টি পড়বে দলের অন্যদের ওপর। চাবির কারণেই সে এটাকে একটা ইনসাইড জব হিসেবে ধরে নেবে এবং দলের ছশো লোক যারা রোজ অফিসে যাওয়া আসা করছে তাদের মধ্যেই কেউ কাজটা করেছে বলে দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে তার।

জানালার পাশে বসে বার বার জিমি তার প্ল্যানটা আগা গোড়া ভাবলো। কোথাও কোনো ত্রুটি দেখতে পেলো না। শুধু যতোবার ভাবলো ততোবারই কানে ভেসে এলো সেই গুরুগম্ভীর আওয়াজ, 'জগতে সেরকম সাহসী কারো জন্ম হয়নি।'

কিন্তু কে বলেছে জন্মেনি ? নিশ্চয়ই জন্মেছে। নিশ্চয়ই। আপন মনে বলতে বলতে সার্টের ভেতর হাত ঢুকিয়ে সেন্ট ক্রিস্টোফার মেডেলটা ছুঁয়ে দেখলো জিমি। মেডেলের শীতল স্পর্শে স্বস্তি অনুভব করলো ও।

দুই

নেপলস্ এর গরীব পরিবারে জন্ম ডীনার। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে অন্য বাচ্চাদের সাথে ও ভিক্ষা করতে নামে রাস্তায়। ওর খোঁড়া বাপ হোটেলের বারান্দায় বসে ঘড়ি কলম মেরামতের কাজ করতো। মায়েরও নির্দিষ্ট কোনো পেশা ছিলো না। বেশির ভাগ সময়ই বিভিন্ন হোটেলে ধোয়া মোছার কাজ করতো।

ডীনার সতেরো বছর বয়সের সময় ব্রুকলীন থেকে চিঠি লিখলো ওর দাদা। তার দরজী দোকানের কাজে লাগাতে চায় ডীনাকে। ওর বাপ মা হাফ ছেড়ে বাঁচলো এতে। নেপলস্ এর নাবিকদের হোটেলে ও বড় বেশি যাতায়াত করতো এবং তাদের প্রতি বড় বেশি উৎসাহী ছিলো। এ নিয়ে ওর বাপ মায়ের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিলো না। ডীনা একটা অবৈধ সন্তানের মা হয়ে পড়বে এই ভয়ে সবসময় শঙ্কিত থাকতো তারা।

ওকে ব্রুকলীনে পাঠিয়ে দিলো ওর বাবা। কিন্তু ডীনার মন বসলো না সেখানে। তিনটা বছর অতৃপ্তির সাথে কাজ করার পর একদিন ক্যাশ বাক্স থেকে আশি ডলার চুরি করে ইস্ট সিটিতে পালিয়ে এসে হাফ ছেড়ে বাঁচলো। এখানে এসে তিন মাসের মধ্যে পরপর কয়েকটা চাকরি ছেড়ে অবশেষে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে সেলস গার্লের একটা মনের মতো চাকরি পেলো ও। বেতন যদিও বেশি না তবুও চাকরিটা পছন্দ হলো ওর।

বছর তিনেক আগে এখানেই একদিন শার্ট কিনতে এসে ডীনার সাথে পরিচয় হয় জিমির। প্রথম দিনই ডীনার আকর্ষণীয় ফিগার দেখে মনের ভেতর প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলো ও। দেখতে ততো সুশ্রী না হলেও ডীনার ফোলা-ফাঁপা বুক, ক্ষীণ কটি আর গুরু নিতম্ব দেখে যে কোনো বয়সী পুরুষের বুকেই কামনার আগুন জ্বলে উঠবে। এমনকি স্টোরের বুড়ো মালিকও সুযোগ পেলে ওর স্কার্টের ভেতর হাত ঢোকাবার চেষ্টা করে। শেষে মনের মতো চাকরিটা হারাতে হয়, এই ভয়ে সবকিছু সহ্য করে যাচ্ছে ডীনা।

এরপর এটা ওটা কেনার অজুহাতে কয়েকদিন ঘন ঘন স্টোরে যাতায়াত করলো জিমি। একদিন কথা প্রসঙ্গে ডিনারের আমন্ত্রণ জানালো ডীনাকে। নতুন শহরে ডীনারও একজন পুরুষ সঙ্গীর প্রয়োজন ছিলো। লাজুক হেসে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলো ও।

জিমির সাথে পরিচয়ের মাত্র ছ'মাসের মধ্যেই ডীনা তার ছোট কামরা ছেড়ে দিয়ে জিমির খরচে ছ'কামরার একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিলো। আসবাবপত্রের খরচও জিমি দিলো।

সপ্তাহে তিনদিন দেখা হয় ওদের। কখনও এক সাথে ডিনার খায়, সিনেমা দেখে এবং কখনও ডীনা তার ঘরে ইটালীয়ান খাবার রান্না করে। বয়সের প্রচুর ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও ডীনার ভাষায় জিমি বিছানায় খুব ভালো। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে একটা কথা সবসময় স্বীকার করে ও যে কোনো অল্প বয়সী যুবকের চেয়ে জিমি বিছানায় অনেক বেশি দক্ষ এবং ওর মতো এতো আনন্দ আগে আর কেউ দিতে পারেনি ওকে।

ডীনার একটা জিনিষ জিমির খুব ভালো লাগে। তা হলো, ডীনা কখনও বিয়ের জন্য ঘ্যানর ঘ্যানর করে না।

জিমিরও কোনোদিন বিয়ে করার ইচ্ছা নেই। একজন স্থায়ী মেয়ে মানুষ কখনও কাম্য না ওর। আজীবনের স্বপ্ন একটা বোট আর দিগন্ত বিস্তৃত সাগর। তারপর মেজাজ ভালো থাকলে সেক্স।

ওয়াকারের বেশির ভাগ লোকই ওর এবং ডীনার সম্পর্কটার কথা জানে। মাঝে মধ্যে এটা যে ওকে বিব্রত করে না, তা নয়। কিন্তু ও জানে, ডীনার জন্য কিছুটা সহানুভূতি থাকলেও প্রেমের কোনো সম্পর্ক নেই ওর সাথে। শুধু তাই নয়, কাউকেই ও ভালোবাসেনি ছন্নছাড়া জীবনে।

জানালার পাশে বসে আরো একটা সিগারেট ধরিয়ে নিচের দিকে তাকালো জিমি। একটা বাচ্চা ছেলে চিৎকার করে কাকে যেন ডাকছে, সাইরেন বাজিয়ে দ্রুত একটা অ্যাম্বুলেন্স চলে গেলো, একটা জীপ ভীষণ শব্দ করে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো ও ব্যস্ত রাস্তার দিকে। এসব কোলাহলের বিচিত্র শব্দ একাকার হয়ে রৌদ্রোজ্জ্বল সাগরের গর্জনের কথা মনে করিয়ে দিলো ওকে। সাথে সাথে চোখের সামনে ভেসে উঠলো একটা খারটি ফুটার বোটের ব্রিজ, হাতে হুইল, কানে বাজছে শক্তিশালী মোটরের স্বচ্ছ ভারী আওয়াজ। চোখ ফিরিয়ে এনে লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো জিমি। আপন মনে বিড় বিড় করলো, হবে—সবই হবে। ধৈর্য। ধৈর্য ধরো জিমি।

পরবর্তী ছুটো ঘণ্টা আবার ভেবে দেখলো প্ল্যানটা। কোথাও কোনো খুঁত নেই। রদবদল করার মতো কিছু না পেয়ে এটাকেই চূড়ান্ত করে উঠে দাঁড়ালো।

আরো দেড় ঘণ্টা পর ডীনাকে নিয়ে বেরিনের রেস্তোঁরায় পৌঁছলো কোনের একটা টেবিল বেছে নিয়ে ছ'জনের জন্যই ইটালীয়ান ডিনারের

অর্ডার দিলো জিমি। বেয়ারা খাবার দিয়ে গেলো একটু পর। ডীনা সবসময়ই ক্ষুধার্ত থাকে। গোগ্রাসে খেতে লাগলো ও। জিমির মাথায় তখন আগামী শুক্রবারের ঝড়। অল্প কিছু খেয়ে প্লেট সরিয়ে দিয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো ডীনার দিকে।

'কি ভাবছো, জিমি?' হঠাৎ জানতে চাইলো ডীনা। এই মাত্র ও বড় এক পেয়ালা স্প্যাগাটি শেষ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে পরবর্তী কোর্সের জন্য অপেক্ষা করছে। পেছনে হেলান দিয়ে বসায় ওর বিশাল বুক যেন আঁট সাঁট স্কার্ট ছিড়ে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে।

চিন্তায় বাধা পেয়ে একটু হাসলো জিমি।

'ভাবছি না, দেখছি।' বলেই উঠে গিয়ে ডীনার পাশের চেয়ারটায় বসলো। ওর কাঁধে একটা হাত রেখে বললো, 'তোমাকে নতুন করে পেতে ইচ্ছা হচ্ছে আজ।'

শিরদাঁড়ার নিচে একটু সুড়সুড়ি অনুভব করলো ডীনা।

'আমারও কেমন যেন লাগছে। চলো ঘরে ফিরে যাই। সিনেমা থাক আজ।'

মনে মনে তাই কামনা করছিলো জিমি। ডীনার কাঁধে ওর হাতের আঙুল আরো একটু চেপে বসলো।

'তোমার তুলনা হয় না ডীনা। তিনটা বছর ধরে দেখছি, ঠিক মুহূর্তে তুমি কি ভাবে যে মনের কথাটা......'

এমন সময় টেবিলের ওপর আড়াআড়ি একটা ছায়া পড়তেই থমকে মুখ তুলে তাকালো জিমি।

পিটার এসে দাঁড়িয়েছে টেবিলের পাশে।

'জিমি।' ডীনার ওপর একটু থেমে আবার জিমির ওপর এসে স্থির হলো ওর দৃষ্টি। 'জানতাম এখানে পাবো। বস্ এক্ষুণি যেতে

বলেছেন তোমাকে।'

পিটারের সাথে জিমির সম্পর্ক ভালো নয়। পিটার সবসময়ই নিজেকে জিমির চেয়ে একজন ভালো গান ফাইটার বলে দাবি করে। অথচ ওয়াকার সহ সবাই জানে, জিমির সামনে ও এখনো শিশু। তাছাড়া পিটারের আরো একটা ধারনা, জিমি না থাকলে সে-ই হতো বসের ডান হাত। এর জন্যও হিংসা আছে পিটারের। তাই জিমির সামান্য ত্রুটির খবরও সাথে সাথে চলে যায় ওয়াকারের কাছে। তবে এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না ও।

ডীনার দিকে তাকালো জিমি। ভয়ার্ত চোখে পিটারের দিকে তাকিয়ে আছে ডীনা। ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ওকে।

এমন সময় একজন বেয়ারা এসে সেকেণ্ড কোর্স দিয়ে গেলো।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো জিমি।

'ও. কে, কোথায়?'

'তার বাড়িতে এবং এক্ষুণি। আমি তোমার পুতুলকে তার ঘরে পৌঁছে দেবো।' কপট হাসি দেখা গেল পিটারের মুখে। জিমির একটা সুন্দর সময় নষ্ট হলো বলে মনে মনে দারুণ খুশি হয়েছে সে।

'বেরোও।' শান্ত অথচ বিপজ্জনক ভাবে বললো জিমি।

জিমির গলা শুনে থতমত খেয়ে গেলো পিটার। একটু সামলে নিয়ে বললো, 'ওয়েল, তোমার এই জংলী ব্যবহারের কথা বসের কানে তুলবো আমি। নিজেই যদি নিজের গলা কাটতে চাও......,

গদগদ করে বেরিয়ে গেলো পিটার।

বড় বড় চোখ করে জিমির দিকে তাকালো ডীনা।

'এসব কি জিমি?'

ওয়াকারের বাড়িতে এভাবে জিমিকে আগে আর কখনও ডাকা

হয়নি। কি ঘটতে যাচ্ছে কে জানে। বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিলো ওর মুখে।

'দুঃখিত ভীনা,' খুব নরম গলায় বললো জিমি। 'আমাকে যেতেই হবে। তুমি সেকেণ্ড কোর্সটা শেষ করে বাড়ি চলে যেয়ো।'

'না, জিমি……'

জিমি উঠে টেবিলের পাশে এক পাক ঘুরলো।

'তর্ক করো না, যা বলছি তাই করো।' জিমির গলায় কঠিন আদেশের সুর।

কিছু একটা ঘটেছে বা ঘটতে যাচ্ছে ভেবে খুব কষ্ট পেলো ভীনা। ম্লান হেসে বললো, 'ঠিক আছে জিমি, তোমার জন্য অপেক্ষা করবো।'

বিল মিটিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলো জিমি।

প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে গাড়ি নিয়ে ওয়াকারের বাড়ি পৌঁছতে প্রায় দশ মিনিট লেগে গেলো ওর। হলঘরের দরজা পেরিয়ে বড়সড় একটা রুমে ঢুকলো। বুক সেলফে থরে থরে বই আর দামী ফার্ণিচারে রুমটা ঠাসা। একটা জিনিষ খুব আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলো ও, বেশির ভাগ ফার্ণিচারই জাঁকজমকপূর্ণ কারুকাজ করা ও পুরোনো ? এগুলোও ওয়াকারের পিতামহের স্মৃতি বহন করছে কিনা কে জানে।

একটা ইজি চেয়ারে আরাম করে বসে আছে জো ওয়াকার। হাতে জ্বলন্ত চুরুট। ডান পাশে কুনুইয়ের কাছে টেবিলে রাখা হুইস্কি, গ্লাস ও এক বোতল পানি। একটু দূরে বসে আছে হেনরী, অন্যমনস্ক। দাঁত খুঁটছে।

'এসো জিমি, বসো, বসো,' ওয়াকার বললো, 'কি খাবে ?'

ওয়াকারের ঠিক সামনের চেয়ারটায় এসে বসলো জিমি। ওর

বসার ভঙ্গীতে একগুঁয়েমি প্রকাশ পাচ্ছে।

'ধন্যবাদ, হুইস্কি হলেই ভালো হয়।'

'হেনরী, তুমি ওকে একটা হুইস্কি দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে থেকে একটু ঘুরে এসো।'

অনেক সময় নিয়ে গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে পানি মেশালো হেনরী। কটমট করে জিমির দিকে তাকিয়ে গ্লাসটা এগিয়ে দিলো। জিমিকে হুইস্কি ঢেলে দিতে হয়েছে বলে অপমানে ফুলে ঢোল হয়ে গেছে ও। পিটার এ কথা জানতে পারলে লজ্জায় মরে যাবে।

'চুরুট ?' জানতে চাইলো ওয়াকার।

'নো, থ্যাংকস, মিঃ জো।'

একটু হাসলো ওয়াকার।

'তোমার সুন্দর একটা সময় নষ্ট করে দিলাম, না ?'

'অবশ্যই।' ওয়াকারের দিকে তাকালো জিমি। 'ডিনার শেষ না করেই চলে আসতে হলো আমাকে।'

'কিন্তু তোমাকে তো আধপেট খেয়ে আসতে বলিনি আমি।' মনে মনে পিটারের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির জন্য বিরক্ত হলো ওয়াকার।

কোনো কথা বললো না জিমি। শুধু ঘর্মাক্ত হাতে হুইস্কির গ্লাস ধরে বসে রইলো।

পা লম্বা করে টান টান হয়ে বসলো ওয়াকার। চুরুটে লম্বা একটা টান মেরে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে স্টীম ইঞ্জিনের মতো ধোঁয়া ছাড়তে লাগলো। খুবই উৎফুল্ল দেখাচ্ছে তাকে। কিন্তু জিমি মোটেও স্বাভাবিক হতে পারছে না এতে। আগে বহুবার ওয়াকারকে এই মুডে দেখেছে ও, পর মুহূর্তে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতেও দেখেছে।

'কি সুন্দর বাড়ি করেছি আমি, অ্যাঁ ?' রুমের চারদিকে তাকিয়ে

গর্বের সাথে বললো ওয়াকার। 'কিন্তু আমার স্ত্রীর কাণ্ড দেখো। দুনিয়ার যতো ফালতু বই পুস্তক দিয়ে ভরে রেখেছে রুমটা। ওর ধারণা, এতে রুমের শ্রী বেড়েছে। তুমি কি বই টই পড়ো, জিমি?'

'না।' অন্যমনস্ক ভাবে বললো জিমি। ওর মনে তখন অন্য চিন্তা। রুম দেখাবার জন্য এখানে ডাকা হয়নি ওকে তা ও ভালো করেই জানে। আর এও জানে যে, এসব বাজে কথা বলে আসল উদ্দেশ্যটা ব্যক্ত করার একটা পরিবেশ সৃষ্টি করছে ওয়াকার।

'আমিও না। ওসবে আমার ধৈর্য থাকে না।'

আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ চুরুট টানলো। জিমি বুঝতে পারছে, কিভাবে আসল কথাটা শুরু করবে, মনে মনে তাই গুছিয়ে নিচ্ছে ওয়াকার।

'কদিন থেকে তোমার ব্যাপারে একটা কথা ভাবছি আমি।' একটু সোজা হয়ে বসে সরাসরি জিমির চোখের দিকে তাকালো ওয়াকার।

ছ্যাঁৎ করে উঠলো জিমির বুকের ভেতর। কি ভাবছে ওয়াকার কে জানে।

মুখের সামনে থেকে ধোঁয়া তাড়িয়ে পুনরায় শুরু করলো ওয়াকার। 'বিশটা বছর তুমি আমার পাশে পাশে থেকে কাজ করেছো, তাই না?'

'হ্যাঁ, মিঃ জো। প্রায় বিশ বছর।'

'এখন কতো পাচ্ছো তুমি?'

'সপ্তাহে দুশো।'

'ঠিক, এনড্রুও তাই বলেছিলো···দুশো। কিন্তু তোমার কাজের তুলনায় অনেক কম। তোমাকে তো আরো আগে থেকেই বেশি চাওয়া উচিৎ ছিলো।'

'প্রয়োজন মনে করিনি,' শান্ত গলায় বললো জিমি। 'আমি মনে করি একজন লোকের যতোটুকু প্রয়োজন তার ঠিক ততোটুকুই পাওয়া উচিত।'

আড়চোখে একবার জিমির দিকে তাকালো ওয়াকার। মুচকি হেসে বললো, 'অন্যরা কিন্তু এসব ভাবে না, জিমি। ওদের শুধু চাই আর চাই।' গ্লাসে চুমুক দেবার জন্য একটু থামলো ওয়াকার। তারপর বললো, 'ইউ আর মাই বেস্ট ম্যান, জিমি। তোমার মধ্যে এমন একটা জিনিস আছে যা প্রথম দিন থেকেই টেনেছে আমাকে। এখনও তোমার সেই শুটিং এর কথা মনে আছে আমার। তিন তিন বার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে আমাকে বাঁচিয়েছো তাই না জিমি?'

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকালো ও।

'তিনবার।' ওয়াকারের কথা যেন বহুদূর থেকে ভেসে এলো। 'সত্যিই মনে রাখার মতো শুটিং ছিলো সেটা।' একটু বিরতি নিয়ে আবার পুরোনো কথার জের ধরলো ওয়াকার, 'দু'তিন বছর আগে এসেও যদি তোমার বেতন বাড়াতে বলতে নিশ্চয়ই আমি বিবেচনা করতাম।' ও ওর চুরুটের লাল অংশটা জিমির দিকে টার্গেট করে বললো, 'কেন আসোনি, জিমি?'

'আমি তো আগেই বলেছি, মিঃ জো। প্রয়োজন মনে করিনি। আগেও যেভাবে কাজ করেছি এখনও সেভাবেই করে যাবো। আগামী শুক্রবারের জন্য আপনি মোটেও ভাববেন না, মিঃ জো। আমি আমার দায়িত্ব ঠিক ভাবেই পালন করবো।'

'কিন্তু বব একটা ভীতুর ডিম। ওকে দিয়ে এ কাজ আর বেশি দিন করানো যাবে না। তাছাড়া কাজটাও বোধহয় ও পছন্দ করছে না।'

জিমি বুঝতে পারলো এতোক্ষণে ওয়াকার ওর মনের কথা বলতে যাচ্ছে।

'ও খুব অভাবী মিঃ জো। ওর টাকার প্রয়োজন আছে।'

'তা ঠিক, কিন্তু এবার আমি একটা চেঞ্জ আনতে চাই। দিন অনেক বদলে গেছে, মানুষের মানসিকতাও বদলেছে। তাই একটা চেঞ্জ আনলে মন্দ হবে না, কি বলো?'

দ্রুত চিন্তা করলো জিমি। আগামী শুক্রবারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে চাইছে ওয়াকার। কিছুক্ষণ ভেবে বললো, 'গত দশটা বছর আমরা দু'জন এ কাজটা করে আসছি। আমার মনে হয় আগামী কালেকশন পর্যন্ত ও থাকুক পরে অন্য চিন্তা করা যাবে। তবে ওর বদলে অন্য কাউকে দিলেও আমার কোনো আপত্তি নেই।'

'আমি সম্পূর্ণ ব্যবস্থাটা ঢেলে সাজাতে চাইছি।' এবার ওয়াকারকে একটু সিরিয়াস মনে হলো।

চট করে ওর নিজের কথা ভাবলো জিমি। ওকেও কি সরাবার মতলব আছে, তাহলে?

'বব কি গাড়ি চালাতে জানে?' জানতে চাইলো ওয়াকার।

'শিওর, একটা গ্যারেজেই তো জীবন শুরু করেছিলো ও।'

'তা জানি। ভাবছি, ওকে আমার শোফার নিয়োগ করবো কিনা। আমার নিজে গাড়ি ড্রাইভ করা মিসেস মোটেও পছন্দ করে না। একজন ইউনিফর্ম পড়া ড্রাইভারের বায়না ওর বহুদিনের। ববের কথা আমার স্ত্রীই বলেছিলো আমাকে। ওকে নাকি ইউনিফর্মে খুব মানাবে।'

'ওকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।'

'না। তুমিই জিজ্ঞেস করে দেখো। ওকে কতো দেয়া হচ্ছে এখন,

জানো?'

'একশো।'

'ঠিক আছে, ওকে বলো এটা বাড়িয়ে দেড়শো করা হবে।'

'অবশ্যই বলবো, মিঃ জো।'

এরপর দু'জনেই চুপচাপ বসে রইলো।

ওয়াকার একমনে চুরুট টানছে আর জিমি ওর অদৃষ্টের কথা শোনার জন্য দম বন্ধ করে বসে আছে। বব তো শোফার হয়ে গেলো, কিন্তু ও?

অনেকক্ষণ পর মুখ খুললো ওয়াকার। 'জিমি, তুমি এ শহরে একজন বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি। ভালো একটা সুনাম আছে তোমার। এজন্য তোমাকে যেমন শ্রদ্ধা করে সবাই আবার একজন ভালো গান-ফাইটার হিসেবে যমের মতো ভয়ও করে। তাই ভাবছি জুয়ার ব্যবসার ভারটা তোমার ওপর ছেড়ে দিলে কেমন হয়।'

জিমির চেহারাটা কঠিন হয়ে গেলো হঠাৎ। শেষ পর্যন্ত ওয়াকার যে এমন একটা কথা বলতে পারে তা ও স্বপ্নেও ভাবেনি। চট করে স্মীথের কথা মনে পড়লো। এই বয়স্ক লোকটা গত পাঁচটা বছর ধরে জুয়ার ব্যবসাটা দেখা-শোনা করে আসছে। কিন্তু সাপ্তাহিক আয় টার্গেট মতো না হওয়াতে এন্ড্রু প্রতিদিন তার সাথে কি দুর্ব্যবহার করে আসছে তা কারো অজানা নয়। এই টার্গেট এন্ড্রুই ঠিক করে দিয়েছিলো এবং এটা যে কোনো দিনও টার্গেটে পৌঁছবে না, তাও সবাই জানে।

'স্মীথের কি হবে?' জানতে চাইলো জিমি।

'একটা অকর্মার ধাড়ী। কিচ্ছু হবে না ওকে দিয়ে। তোমার ওপর আস্থা আছে আমার। একটু চেষ্টা করলেই পারবে। এজন্য

সপ্তাহে চারশো করে পাবে এবং সেই সাথে ওয়ান পার্সেন্ট কমিশন।'

দ্রুত চিন্তা করলো জিমি। এটা এমনই একটা প্রস্তাব যে ওয়াকারের চোখের দিকে তাকিয়ে তা অস্বীকার করার সাহস করলো না ও। তাছাড়া প্রস্তাব প্রত্যাখান আর বিদায় নেবার মধ্যে কোনো পার্থক্যও দেখতে পেলো না। কিন্তু বিদায়ের সময় যে এখনও আসেনি।'

মুখ তুলে তাকালো জিমি। 'কবে থেকে শুরু করবো তাহলে ?'

সামনের দিকে একটু ঝুঁকে জিমির হাঁটু চাপড়ে দিলো ওয়াকার। দেঁতো হাসি হেসে বললো, 'ঠিক এ ধরণের লোকের সাথে কথা বলে খুব আনন্দ পাই আমি। জানি, আমার প্রস্তাব কখনও প্রত্যাখান করতে পারো না তুমি। আগামী মাসের প্রথম দিন থেকেই লেগে যাও। স্মীথের ব্যবস্থা পরে করছি। এনড্রুর সাথে বিস্তারিত আলোচনা করো। ও আরো ভালো জ্ঞান দিতে পারবে তোমাকে।'

উঠে দাঁড়িয়ে ঘড়ি দেখলো ওয়াকার। 'স্ত্রীকে নিয়ে একটা পার্টিতে যেতে হবে আমাকে। আশা করি নতুন কাজটা পছন্দ হবে তোমার।'

জিমিও উঠে দাঁড়িয়েছে ততোক্ষণে। ওয়াকার ওর ভারী একটা হাত রাখলো জিমির কাঁধে। দরজার দিকে যেতে যেতে বললো, 'ববকে এলে দেখো, যদি রাজী হয় তবে যেন এনড্রুর সাথে দেখা করে। এনড্রু ওর ইউনিফর্মের ব্যবস্থা করে দেবে। তাহলে তোমার কথাই থাকলো, আগামী শুক্রবারের কালেকশনটা তোমরা দু'জনেই করো, তারপর যে যার কাজে লেগে যেয়ো, কেমন ?'

'ঠিক আছে।' বেরিয়ে গেলো জিমি।

ঘড়ি দেখলো গাড়ির কাছে এসে। ন'টা দশ। ডীনাকে এখনও রেস্তোরাঁয় পাওয়া যেতে পারে। খাওয়ার প্রতি ওর যে আগ্রহ তাতে বোধহয় এখন পর্যন্ত সেকেণ্ড কোর্স শেষ হয়নি। কোথায় যাবে ? একমুহূর্ত ভাবলো জিমি। তারপর স্মীথের কাছেই রওয়ানা হলো।

জুতা মোজা খুলে বীয়ার হাতে টিভি দেখছিলো স্মীথ। জিমি ভেতরে ঢুকতেই টিভি অফ করে ঘুরে বসলো।

'একটু আগে মিঃ ওয়াকারের সাথে কথা হয়েছে আমার,' স্মীথের সামনের চেয়ারটায় বসে বললো জিমি। 'তোমাকে বিদায় করার ব্যবস্থা হয়েছে। এবং কাজটা বোধহয় আমাকেই দেখতে হবে।'

স্মীথ বোকার মতো তাকিয়ে রইলো জিমির দিকে। যেন জিমির ভাষা বুঝতে পারছে না ও।

'কি বললে ?'

রিপিট করলো জিমি।

'সত্যি বলছো ?'

'তোমার সন্দেহ আছে ?'

খুব লম্বা করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো স্মীথ। স্বস্তির হাসি ফুটে উঠলো ওর মাংসল চেহারায়। হঠাৎ মনে হলো ওর বয়স যেনদশ বছর কমে গেছে।

'দারুণ খবর, জিমি। বহুদিন থেকে এই সুখবরটার অপেক্ষা করছি। আমি এখন মুক্ত মানুষ।'

'এরপর চলবে কি করে, এই বয়সে কে তোমাকে কাজ দেবে ?'

'কি যে বলো। হো হো করে হেসে উঠলো স্মীথ। 'ক্যালিফোর্নিয়ায় আমার শ্যালকের একটা ফলের বাগানে কিছু টাকা

খাটানো আছে। সেখানে গিয়ে পার্টনার হবো, রোদে কল ছিঁড়বো, শুকোবো। জীবনের বাকি সময়টা কাটিয়ে দেবে হেসে খেলে।

'তাই!' অন্যমনস্ক ভাবে বললো জিমি। হঠাৎ ওর মনটা চলে গেলো সাগরে। সেও বাকি জীবনটা সাগরে কাটিয়ে দেবে।

'সপ্তাহে কতো করে পাচ্ছিলে তুমি, স্মীথ?'

'আটশো এবং ওয়ান পার্সেন্ট কমিশন। তবে এই ওয়ান পার্সেন্ট মানে কিছুই না। অনেকগুলো বছর এখানে কাজ করেছি আমি। কিন্তু কোনোদিনও এনড্রু বাস্টার্ডটার টার্গেটে পৌঁছতে পারিনি। তাই কমিশনের মুখ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি কোনোদিন।'

সপ্তাহে আটশো! শুনে থ হয়ে গেলো জিমি। গরম একটা ক্রোধের স্রোত বয়ে গেলো শরীরের মধ্য দিয়ে। সপ্তাহে আটশো, অথচ ওকে দেয়া হবে চারশো! আর ওয়ানপার্সেন্ট কমিশন যা স্মীথের ভাষায় কিছুই না। একটা ঘৃণা এসে গেলো ওয়াকারের ওপর। একটু আগেই না ও বলেছে, 'ইউ আর মাই বেস্ট ম্যান, জিমি।' তবে কি সবই ফাঁকা বুলি? দাঁতে দাঁত চেপে স্মীথের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এলো ও।

ঝড়ের বেগে গাড়ি হাঁকালো ডীনার অ্যাপার্টমেন্টের দিকে।

পরদিন এগারোটার অল্প কিছু পর স্মীথের অফিসের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বেরোলো। খুব কাছেই অফিস ব্লকের একটা উঁচু ভবনের ওপর তলায় স্মীথের এক রুমের অফিস ঘর। রাস্তা পেরোবার মুখে দেখা হলো ববের সাথে।

'আরে বব, এখানে কি করছো?'

জিমিকে দেখে ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হাসলো বব।

'শনিবার কি আর করবো, এমনিই ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

'কফি খাবে?' জিজ্ঞেস করলো জিমি।

জিমির মুখের কঠিন ভাবটা লক্ষ্য করলো বব। বললো, 'চলো।'

কাছেই একটা কাফেতে এসে বসলো ওরা।

কফির অর্ডার দিয়ে ববের দিকে তাকালো জিমি। বললো, 'গত কাল তোমার ব্যাপারে বসের সাথে আলাপ হলো। তোমাকে ওর শোফার নিয়োগ করতে চান তিনি। ভেবে দেখো, করবে কিনা।'

খুশিতে ইলেকট্রিক বালবের আলোর মতো জ্বলে উঠলো বব, 'সত্যি?'

'হ্যাঁ। বস্ তোমাকে জিজ্ঞেস করতে বলেছেন।'

'অবশ্যই করবো।' দু'হাতের খয়েরী তালু একত্র করে জোরে শব্দ করলো বব। 'তাহলে আর কালেকশনে যেতে হবে না আমাকে, তাই না?'

জিমি ওর কথার জবাব না দিয়ে বললো, 'তোমাকে ইউনিফর্ম পরে কাজ করতে হবে।'

'শিওর, মিঃ জিমি।' একটু চুপ থেকে পুনরায় বললো, 'কবে শুরু করবো তা বলেননি?'

'আগামী শনিবার থেকে।'

মুহূর্তে ববের উজ্জ্বল মুখটা অন্ধকার হয়ে গেলো। 'তার মানে আগামী শুক্রবারের কালেকশনে যেতে হবে আমাকে?'

'হ্যাঁ।'

মুখে ঘাম দেখা দিলো ববের।

আমার বদলে যে আসছে ও কি করতে পারে না কাজটা? নতুন লোকটা কে জিমি?'

'জানিনা। শুধু জানি আগামী কালেকশনটা আমাদেরই করতে

হবে।'

রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছলো বব। নিরাশ হয়ে বললো, ঠিক আছে।'

কফির দাম মিটিয়ে উঠে দাঁড়ালো জিমি। বললো, 'এন্ড্রুর কাছে যাও, ও সবকিছু ঠিক করে দেবে। এজন্য সপ্তাহে দেড়শো করে পাবে তুমি।'

বড় বড় চোখ করে তাকালো বব।

'দেড়শো?'

'তাই বলেছেন বস্।' ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকালো জিমি। 'বব?'

'ইয়েস মিঃ জিমি।'

'তোমার সেভিংস কি এখনও খাটের নিচে রাখছো?'

'তাছাড়া আর কোথায় রাখবো?'

'হাদারাম, তোমাকে না ব্যাংকে রাখতে বলেছিলাম?'

মাথা নাড়লো বব। 'না, মিঃ জিমি, আমি তা পারবো না। ব্যাংক তো হোয়াইট ম্যানদের জন্য।

একটু হেসে শ্রাগ করলো জিমি। 'আচ্ছা চলি।'

কাফে থেকে বেরিয়ে দশ মিনিট পর স্মীথের অফিসে পৌঁছলো ও।

দু'হাতের বুড়ো আঙ্গুল বেল্টের মধ্যে ঢুকিয়ে বসেছিলো স্মীথ। জিমিকে দেখেই হেসে সিধে হয়ে বসলো।

'কেন এসেছো জানি। বুড়ো ডামটা টেলিফোন করেছিলো আমার কাছে। ওর মুখে পেচ্ছাব করি কিন্তু, ম্যান, উইক এণ্ডে কোনো কাজ করিনা আমি। সোমবার থেকে শুরু করবো, অ্যা? তুমি সকালের দিকেই চলে এসো, দু'জনে একসঙ্গে বের হবো।'

'তুমি যেভাবে বলো।' জিমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজার দিকে এগোচ্ছে। এ সময় ঘাড়ে হাত বুলাতে বুলাতে স্মীথ বললো, 'জিমি, একটু দাঁড়াও...'

'বলো।' ঘুরে তাকালো জিমি।

একটু উসখুস করে বললো স্মীথ, 'আমি সপ্তাহে কতো পাই তা তোমাকে জানাতে নিষেধ করেছে এন্ড্রু। সুতরাং কাল রাতে যা বলেছি...'

জিমির হাতের মুঠো শক্ত হয়ে ঢিল হয়ে গেলো আবার।

'অবশ্যই। আমি ভুলে গেছি স্মীথ। ভয়ের কিছু নেই তোমার। তাহলে সোমবার দেখা হচ্ছে, কেমন?' বলেই দ্রুত বেরিয়ে গেলো জিমি। একসাথে তিনটা করে সিঁড়ি লাফিয়ে নামলো ও।

স্মীথের অফিস থেকে গ্রে হাউণ্ড বাস স্টেশন মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ। পায়ে হেঁটে স্টেশনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো জিমি। অফিস দেখা যায় এখান থেকে। উইক এণ্ডে ওয়াকারের মিয়ামী যাবার কথা। ও বোধহয় নেই। কিন্তু কুত্তার বাচ্চা এন্ড্রুটা নিশ্চয়ই ওর রুমে বসে নানান ফন্দি আঁটছে।

বাস স্টেশনের ভেতর দিয়ে লেফট—লাগেজ লকারের দিকে এগোলো জিমি। প্রবেশ পথে একটা কাঠের বোর্ডে লেখা বিজ্ঞপ্তিটা পড়ে নিয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে চারপাশটা দেখে নিলো। ভিড়ের মধ্যে একটা পরিচিত মুখও নজরে পড়লো না। তবুও আরো কিছুক্ষণ দেখে নিয়ে দ্রুত অ্যাটেনডেন্টের কাউন্টারের সামনে এসে চাবির জন্য দাঁড়ালো। একটু কুজো হয়ে ফোকড় দিয়ে উঁকি দিলো ভেতরে। প্রকাণ্ড একটা কালো মুখ বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'আমার একটা চাবি প্রয়োজন। কতো দিতে হবে?'
'কতো দিনের জন্য, বস্?'
'তিন সপ্তাহ। বেশিও হতে পারে।'
অ্যাটেনডেন্ট জিমির হাতে চাবি দিয়ে বললো, 'সপ্তাহে দেড় ডলার ; অর্থাৎ সাড়ে চার ডলার লাগবে।'
ভাড়া মিটিয়ে চাবির নম্বর মিলিয়ে লকারটা দেখলো জিমি। ভেতরে ঢোকার দরজার ঠিক পাশেই। লকারটা দেখে নিয়ে খুব খুশী মনে অ্যাপার্টমেন্টে চলে এলো ও।

তিন

হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়াতে ঘড়ির দিকে তাকালো জিমি। ছ'টা দশ। পাশে চিৎ হয়ে ঘুমোচ্ছে ডীনা। মাথাটা একটু কাত হয়ে আছে। নিঃশ্বাসের তালে তালে ওর ভরাট বুক ওঠা নামা করছে।

হাত বাড়িয়ে বেড সাইড টেবিল থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরালো। খুব লম্বা একটা টান মেরে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে ভাবলো, আজ সেই ডি-ডে: শুক্রবার, ঊনত্রিশে ফেব্রুয়ারী। সকাল দশটা থেকে বিকেল তিনটা পর্যন্ত সে আর বব যা কালেকশন করবে তার পরিমাণ প্রায় দেড় লাখ ডলার। নিঃসন্দেহে একটা বড় দাঁও। যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, যদি ওর অদৃষ্ট প্রতারণা না করে, তবে আগামী আঠারো ঘন্টার মধ্যে এ টাকার মালিক হবে ও নিজে। গভীর আগ্রহে লোমশ বুকে আঙুল দিয়ে সেন্ট ক্রিস্টোফার মেডেলটা

ছুঁয়ে দেখলো ও। মায়ের করুণ মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো সাথে সাথে। মনে পড়লো সেই অন্তিম কথা। 'যতোদিন পর্যন্ত এটা তোমার সাথে থাকবে…।'

সোমবার স্মীথের সাথে ঘুরে ঘুরে নতুন কাজটা বুঝে নিয়েছে। জুয়ার মেশিন বসানোর জন্য নতুন জায়গা খুঁজেছে এবং স্মীথকে অবাক করে দিয়ে প্রথম দিনেই পাঁচটা মেশিন বসিয়েছে। ওয়াকারের আইডিয়া সত্যি চমৎকার। ঠিক লোককেই বেছে নিয়েছে ও। তাই মাত্র চার দিনে আঠারোটা মেশিন সেট করে এনড্রুকেও অবাক করে দিয়েছে ও।

আজ সেই শুক্রবার। আর একটা মাত্র কালেকশন বাকি। তারপর স্মীথের স্থান পুরোপুরি দখল করে নেবে ও। গত চার দিনের অভিজ্ঞতায় কাজটা ততো খারাপ বলে মনে হলো না ওর কাছে। শুধু লোকজনের মুখোমুখি হবার যে সাহস দরকার সেটুকু থাকলেই চলে। স্মীথের মধ্যে এ জিনিসটার অভাব ছিলো।

সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে সিগারেটের ছাই ঝাড়লো জিমি। স্নায়ুর কোনো বিকার এবং উত্তেজনা না দেখে নিশ্চিন্ত হলো ও। মনে মনে সাবধান করে দিলো নিজেকে। নতুন কর্মক্ষেত্রে সাফল্য দেখানো যাবে না কিছুতেই। তবেই যদি আগামী দু'বছরের মধ্যে এখান থেকে বেরোনো যায়। প্রথম বছর ও ভালো করবে, হয়তো ওয়ান পার্সেন্ট কমিশন পেয়েও যেতে পারে। কিন্তু পরের বছর থেকে ইচ্ছা করেই কাজে ঢিল দেবে। অনেকগুলো বছর ওয়াকার এবং এনড্রুর সাথে থেকে থেকে ওদেরকে হাড়ে হাড়ে চিনেছে ও। কাজে একটু ঢিলেমি দেখলে ওকেও বের করে দেবে স্মীথের মতো। আর ও তাই চায়।

ইতিমধ্যে জেগে উঠেছে ডীনা। একটা হাই তুলে ঘুম জড়িত কণ্ঠে বললো, 'কফি?'

সিগারেটের টুকরোটা অ্যাসট্রেতে গুজে ওকে কাছে টানলো জিমি। চাদরটা ফেলে দিয়ে ডীনার বুকে মুখ ঘষলো, ফিস ফিস করে বললো, 'ঝর ঝরে সকাল, প্রসন্ন মন, চমৎকার সময়।'

সরে যেতে চাইলো ডীনা। কিন্তু জিমি জোর করে আঁকড়ে ধরলো ওকে। বুকে মুখ ঘষতে লাগলো। খোঁচা খোঁচা দাঁড়ির ঘষায় অল্পক্ষণেই সক্রিয় হয়ে উঠলো ডীনা। ব্যস্ত হয়ে পড়লো ওরা দুজন।

কিছুক্ষণ পর বাথরুমে চলে গেলো ডীনা। শাওয়ার থেকে ঝির ঝির পানির শব্দ ভেসে আসছে। শুয়ে শুয়ে একটু আগের মধুর আমেজটা উপভোগ করছে জিমি। সত্যি, ডীনার তুলনা হয় না। জীবনে অনেক মেয়ের সাথে শুয়েছে ও। কিন্তু ভুলে গেছে সব। ডীনার জন্য ভাবনা হয়, করুণা হয়। একদিন হঠাৎ যখন ও সাগরে হারিয়ে যাবে, ডীনার কাছ থেকে অনেক দূর চলে যাবে, সেদিনও ডীনার কথা মনে থাকবে ওর। কিন্তু ডীনা? ওকি মনে রাখবে ওকে?

হঠাৎ খুট করে বাথরুমের দরজা খোলার শব্দ হলো। চিন্তায় বাধা পেলো জিমি। প্যান্টি আর ব্রা পরে বেরিয়ে এসেছে ডীনা। জিমির দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে কুজিটের দিকে চলে গেলো ও।

জিমি উঠে দাঁড়ি কেটে অনেকক্ষণ শাওয়ারে ভিজলো। বেরিয়ে এসে দেখলো, এরই মধ্যে ব্রেকফাষ্ট রেডি করে ফেলেছে ডীনা।

'সন্ধ্যার কথা মনে আছে তো?' খেতে খেতে বললো জিমি।' 'বেরিনের রেস্তোরাঁয় ডিনার খাবো।'

মুখ ভর্তি খাবার থাকায় কথা বলতে পারছে না ডীনা। শুধু ওপরে

নিচে মাথা ঝাঁকালো।

ডীনার কাছে কিভাবে কথাটা পাড়বে তা নিয়ে খুব ইতস্তত করছে জিমি। রাতের ব্যাপারটা সম্পর্কে অন্ততঃ কিছুটা আইডিয়া দেয়া দরকার ওকে। কিন্তু কি ভাবে শুরু করবে ভেবে পাচ্ছে না। কিছুক্ষণ চিন্তা করলো। তারপর বললো, 'রাতে একটা জরুরী কাজ আছে আমার।'

মাথা তুলে তাকালো ডীনা। ঠোঁটের কোনায় লেগে থাকা এক ফোঁটা সিরাপ টপ করে পড়লো ওর কোলের ওপর।

'কি কাজ?'

'কাজটা বসের কিছু নয়। তবে সে চায়না আমি এটা করি।' এ পর্যন্ত বলে ডীনার মুখের দিকে তাকালো জিমি। ডীনা শুনছে, কিন্তু রাতে জিমি পাশে থাকবে না ভেবে হতাশ হয়ে পড়লো ডীনার চেহারা।

'খুব ছোট্ট একটা কাজ,' আগের কথার জের ধরে শান্ত গলায় বললো জিমি। 'অ্যালিবাই কাকে বলে জানো?'

'কাটা চামচ ও ছুরি টেবিলে রেখে মাথা ঝাঁকালো ডীনা।

'গুড, শোনো তবে। আজ রাতে একটা অ্যালিবাই প্রয়োজন আমার। এর ভিত্তিটা হবে, ডিনারের পর সিনেমা দেখে তোমার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরবো আমরা। ঠিক মাঝ রাতের দিকে একবার বেরোবো আমি। কাজটা শেষ করে আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসবো আবার। এ ব্যাপারে কেউ তোমাকে কোনো প্রশ্ন করলে তুমি শুধু বলবে, ডিনারের পর এক মিনিটের জন্যও তোমার কাছ ছাড়া হইনি আমি, ক্লিয়ার?'

'শুনলাম। কিন্তু কাজটা সম্পর্কে কিছু জানতে পারি কি?'

'প্রয়োজন নেই। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে শুধু বলবে, সারারাত আমরা এক বিছানায় কাটিয়েছি এবং এক মুহূর্তের জন্যও তোমার ঘর ছেড়ে বেরোইনি আমি। মনে থাকবে তো?'

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে জিমির চোখের দিকে তাকালো ডীনা।

'কে জিজ্ঞেস করবে?'

'কারো না করার সম্ভাবনাই বেশি।' জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করলো জিমি। 'আবার ইন্সপেক্টর ক্লে জিজ্ঞেস করতে পারে, হয়তো ওয়াকার নিজেও জিজ্ঞেস করতে পারে।'

এপাশ ওপাশ মাথা নাড়লো ডীনা।

'আমি কোনো বিপদে জড়াতে চাই না, জিমি। প্লিজ আমাকে কিছু করতে বলো না।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো জিমি। নিচে অসংখ্য গাড়ির ভিড়। স্রোতের মতো আসছে যাচ্ছে। ডীনাকে নিয়ে ভাবছে ও। ওর এ ধরনের প্রতিক্রিয়া হবে তা জানতো জিমি। কিন্তু একটা ব্যাপারে ওর আস্থা আছে। মুখে যতোই না না করুক, ঠিক মতো বোঝাতে পারলে ওকে রাজী করানো কঠিন হবে না।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিচের যান বাহনের স্রোতের দিকে তাকিয়ে থেকে টেবিলে ফিরে এলো আবার।

'আমার জন্য কখনও কিছু করতে বলিনি তোমাকে। অথচ ডীনা, তোমার জন্য কি না করেছি আমি। তোমার অ্যাপার্টমেন্ট, ফার্নিচার, যা কিছু আছে সবই তো করেছি তোমার জন্য। কিন্তু কোনোদিনও কিছু চেয়েছি কি? কক্ষনো না। আজ এইটুকু চাইছি তোমার কাছে। বিষয়টা আমার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আশা করি ঋণ শোধ করার এ সুযোগটা হারাবে না তুমি।'

একদৃষ্টিতে জিমির চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো ডীনা। বুকের কোথায় যেন মোচড় দিয়ে উঠলো একটু। হঠাৎ করুণা হলো ওর জন্য। সত্যিই জিমি অনেক করেছে। অথচ বিনিময়ে কোনোদিনও কিছু চায়নি ও। আজ কিভাবে ওকে উপেক্ষা করবে সে। তাছাড়া সে নিজে তো কোনো কিছুতে অংশ নিতে যাচ্ছে না। তবে এতো ভয় কিসের। মনে মনে সাহস ফিরিয়ে আনলো ডীনা। 'কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবো সারারাত তুমি আমার সাথে ছিলে, এই তো?'

'হ্যাঁ। ডিনারের পর সিনেমা দেখে আমরা একসাথে তোমার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে আসি এবং সকাল আটটা পর্যন্ত আমি ওখানেই ছিলাম।'

'ঠিক আছে জিমি। এতে যদি কোনো উপকার হয় তোমার, চেষ্টা করবো। কিন্তু কাজটা মোটেও পছন্দ নয় আমার।'

'ফাইন।' আবেগ দমন করার জন্য ডীনার একটা হাত তুলে নিয়ে মৃদু চাপ দিলো জিমি। যাতে ওর ওপর আস্থা রাখতে পারে ডীনা। একটু বিরতি নিয়ে বললো, 'ভুলে যেয়ো না ডীনা, ব্যাপারটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য ক্লে তোমাকে জেরা করতে পারে। ওর ব্যবহার সম্পর্কে তোমার অজানা নেই কিছুই। সুতরাং সবসময়ই তোমাকে তোতা পাখির মতো মুখস্থ বুলি আওড়াতে হবে। বলা যায় না হয়তো ওয়াকারও তোমাকে ডাকতে পারে। ও কেমন তা তো জানোই। অতএব সেখানেও তোমাকে একই রেকর্ড বাজাতে হবে। রাইট?'

'তাই হবে জিমি। এতে যদি তোমার ঋণ কিছুটা শোধ হয়।'

'চলি তাহলে, রাতে দেখা হবে। দুশ্চিন্তা করো না। ভয়ের কিছু নেই এতে। খুবই সাধারণ একটা কথা। স্রেফ একটা মিথ্যে কথা।'

ডীনার ঘর ছেড়ে সরাসরি নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এলো জিমি। পথে বার বার শুধু ডীনার কথাই ভাবলো। ডীনা কখনও প্রতারণা করতে পারে না তার সাথে। ওকে বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু চুরির ব্যাপারটা যদি খারাপ দিকে মোড় নেয় তবে ক্লে অথবা ওয়াকারের জেরার মুখে মিথ্যে কথাটা বলার সাহস পাবে কিনা ও সেটাই বড় প্রশ্ন। ও ওর সেন্ট ক্রিস্টোফার মেডেলটা ছুঁয়ে দেখলো। মনে মনে বললো, অবশ্যই পারবে। ডীনা সাহসী মেয়ে। শত চেষ্টা করেও ওর মুখ থেকে সত্য কথাটা বের করতে পারবে না কেউ।

অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে দশটার কিছু আগে ওয়াকারের অফিসে পৌঁছল জিমি। পিটার এবং হেনরী আগেই পৌঁছেছে। বব পায়চারি করছে করিডোরে। ওদের মোটেই সহ্য করতে পারে না ও।

এলিভেটর থেকে নেমে সামনেই ববকে দেখে চিৎকার করে উঠলো জিমি। 'বব। দ্য বিগ ডে। তোমার ইউনিফর্মের খবর কি ?'

জিমিকে দেখেই কান পর্যন্ত হাসি বিস্তৃত হলো ববের। ওর মতে জগতে যদি একটা ভালো মানুষও থেকে থাকে তবে সেটা জিমি।

'এনড্রুই ওটা ঠিক করে দেবেন,' জিমির পাশে হাঁটতে হাঁটতে বললো বব। ঘামে মুখ চক চক করছে।

মাথা দুলিয়ে নিঃশব্দে ওয়াকারের রুমে প্রবেশ করলো জিমি। ববও এলো পিছু পিছু।

পিটার ও হেনরী স্বাগত জানালো ওদের। একটু পর ছুটো বড় ব্যাগ নিয়ে রুমে ঢুকলো এনড্রু। ছুটো ব্যাগই হ্যাণ্ডকাফ দিয়ে একটার সঙ্গে আরেকটা বাঁধা। আরেকটা স্পেয়ার হ্যাণ্ডকাফ দিয়ে ববের কব্জি ও ব্যাগের সাথে আটকে দিলো সে।

'আমাকে হাজার টাকা দিলেও আমি এ কাজে রাজী হতাম না,'

আড়চোখে ববের ঘর্মাক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বললো পিটার। 'কে কোথায় কুড়োল নিয়ে ওৎ পেতে আছে, কে জানে।'

'কেটে ফেলুক,' খেঁকিয়ে উঠলো জিমি। পিটারের খোঁচা মারা কথায় গা জ্বলে গেলো ওর।

এমন সময় ওয়াকার রুমে ঢুকতেই চুপ হয়ে গেলো সবাই।

'সব ঠিক ?' এনড্রুর দিকে তাকালো ওয়াকার।

'হ্যাঁ, ওরা বেরোবার জন্য প্রস্তুত।'

'ওয়েল…,'জিমির দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো ওয়াকার। 'লাস্ট রাউণ্ড, অ্যাঁ ? কাল থেকে তুমি চলে যাচ্ছো তোমার নতুন কাজে আর বব হতে যাচ্ছে আমার শোফার। ওকে-, গেট মুভিং। দ্য বিগ টেক !' ডেস্কে গিয়ে বসলো সে।

ওরা চারজন দরজার দিকে এগোতেই পেছন থেকে ডাকলো ওয়াকার।

'জিমি ?'

থেমে ঘুরে তাকালো জিমি।

'তুমি কি এখনও মেডেলটা পরো ?'

'হ্যাঁ, মিঃ জো।'

ছোট্ট করে মাথা দোলালো ওয়াকার। হেসে বললো, 'খেয়াল রেখো, এ ট্রিপে কাজে লাগতে পারে তোমার মেডেলটা।'

চমকে উঠে ঝট করে ওয়াকারের চোখের দিকে তাকালো জিমি। 'হতে পারে।'

পাঁচ ঘণ্টা পর। কালেকশন শেষে ওয়াকারের অফিসে ফিরে আসছে ওরা। সাথে টাকা ভর্তি ছুটো ব্যাগ। অফিসের সামনে এসেও ভয়ে কুঁকড়ে আছে বব। প্রতি সেকেণ্ডেই একটা গুলির শব্দ

শোনার আশঙ্কা করছে ও।

'শেষ।' ববের কাঁধে একটা হাত রেখে স্বভাবসিদ্ধ শান্ত গলায় বললো জিমি। 'আর উদ্বেগ নয়, আর দুশ্চিন্তা নয়। এবার শুধু সুন্দর একটা ইউনিফর্ম আর একটা রোলস রয়েস।'

কিন্তু এখনও নিরাপদ বোধ করতে পারছে না বব। টাকা সহ সাইড ওয়াক ধরে আরো একটু পথ হাঁটতে হবে, তারপর ওয়াকারের অফিস। ওর ধারণা, এই সামান্য পথেও যে কোনো অঘটন ঘটে যেতে পারে।

সকালটা বেশ ভালোই ছিলো। কিন্তু বারোটার পর থেকে হঠাৎ করে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ববের সাথে জিমি, পিটার ও হেনরী নেমে এলো গাড়ি থেকে। রাইফেলের বাটে হাত রেখে পাশাপাশি এগোচ্ছে ওরা। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি। কোনো রকম ঝামেলা হলো না। নির্বিঘ্নে সাইড ওয়াকটুকু পেরিয়ে অফিসে ঢুকে পড়লো ওরা।

'কেমন বোধ করছো এখন, ব্ল্যাক বয়?' পিটার খোঁচা মারলো ববকে।

বব আড়চোখে ওর দিকে তাকালো একবার। কিছু বলতে গিয়েও বললো না। ওর চোখের সামনে ভাসছে তখন গ্রে কালারের একটা ইউনিফর্ম, নীল ক্যাপ আর সুন্দর একটা রোলস রয়েস। কাল থেকে সত্যিই সে নিরাপদ।

জিমির পাশাপাশি হেঁটে এসে ওয়াকারের ডেস্কের ওপর ব্যাগদুটো রেখে দাঁড়ালো বব। হ্যাণ্ডকাফ খুলে দিয়ে কাজে লেগে গেলো এনড্রু। বেশ সময় লাগলো গুনতে। গোনা শেষ হলে ওয়াকারের দিকে মুখ তুলে বললো, 'এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার।'

শিরশির করে বিদ্যুৎ বয়ে গেলো জিমির মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এ টাকার মালিক হতে যচ্ছে সে। এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার! মনে মনে হিসেব করলো, থারটি ফুটার নয়। এবার একটা ফরটি ফাইভ ফুটারের মালিক হবে সে।

ব্যাগদুটো একত্রে বেঁধে নিজের রুমে চলে গেলো এনড্রু। একটু পরই সেফের ভারী দরজা বন্ধ করার শব্দ হলো।

ডেস্কের ড্রয়ার থেকে হুইস্কির বোতল বের করলো ওয়াকার। নিজের গ্লাসে কিছু ঢেলে বোতলটা এগিয়ে দিলো জিমির দিকে।

'গো অ্যাহেড, মাই বয়। বিশটা বছর আমার সাথে সাথে আছো তুমি। ঠিক এ ধরনের বড় একটা কালেকশন আশা করেছিলাম তোমাকে দিয়ে। আজ তা পূর্ণ হলো।'

জিমির হাত থেকে বোতলটা নিয়ে পিটার ও হেনরী ওদের গ্লাসে কিছুটা ঢাললো। বব নিলো না। এ সময় ফোন বেজে উঠলো ওয়াকারের ডেস্কে। বেরিয়ে গেলো ওরা সবাই।

'আপনি আমার বড়ো বন্ধু,' সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে বললো বব। 'অনেকগুলো বছর কাজ করেছি আপনার সাথে। কতো স্নেহ করতেন আমায়, কতো সাহায্য করেছেন, কিন্তু আর কোনোদিন আপনার সাথে কাজ করার সুযোগ পাবো না। আপনার কথা আজীবন মনে থাকবে আমার, মিঃ জিমি। আই ওয়ান্ট টু সে থ্যাংকস…,' শেষের দিকে ধরে এলো ববের গলা।

'চলো বীয়ার খাওয়া যাক,' ববের কাঁধে হাত রেখে বললো জিমি।

পায়ে হেঁটে কোনালীর বারে এলো ওরা।

'আনুষ্ঠানিক ভাবে বীয়ার খাওয়া আজই শেষ,' একটা টুলে বসে বীয়ারের অর্ডার দিয়ে বললো জিমি। 'দেখো তো, কতো নিরাপদে

এতোগুলো বছর কেটে গেলো অথচ কি ভয়ে ভয়ে থেকেছো তুমি।'

'আমিও তাই ভাবছি। বিধাতা কাউকে ভীতু আর কাউকে সাহসী করে জগতে পাঠিয়েছেন। আপনি ভাগ্যবান। জন্মের সময় সে বোধহয় আপনার শরীরে ভয়ের নার্ভগুলো পুরে দেননি, তাই কোনোদিন কোনো কিছুতে ভয় পেতে দেখিনি আপনাকে।'

ববের কথা প্রসঙ্গে চুরির কথাটা মনে পড়ে গেলো জিমির। মনে মনে ভাবলো, ছত্রিশ পেরিয়ে এসেছে। জীবনের অর্ধেক সীমারেখা। আর ভয় কি। অপারেশনটা যদি খারাপ দিকেও মোড় নেয় তবুও নিজেকে এই বলে একটা সান্ত্বনা দিতে পারবে যে, মৃত্যুর কাছাকাছি এসেও ও তার সাফল্যের দিকে হাত বাড়িয়েছিলো।

চুপচাপ খেয়ে বার থেকে বেরিয়ে এলো দু'জন। একজন তামাটে, অন্যজন কালো। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি মাথায় করে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অসম বয়সী দু'জন একে অপরের দিকে। যেন তন্ময় হয়ে গেছে। তারপর জিমি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'ওয়েল, সো লঙ, বব। মাঝে মধ্যে দেখা হবে আমাদের।'

আন্তরিক ভাবে হাত ঝাঁকালো দু'জন।

'তুমি সেভিংস চালিয়ে যেয়ো, বব। তোমার আশে-পাশেই থাকবো আমি। যদি কখনও প্রয়োজন হয় ডেকো আমায়, যে কোনো দিন, যে কোনো সময়।'

'তা জানি, আবেগে পানি এলো ববের চোখে। ধরা গলায় বললো, 'আমি আপনার বন্ধু···রিমেম্বার, আমি আপনার বন্ধু।'

ববের বুকে ছোট্ট একটা টোকা দিয়ে পা বাড়ালো জিমি। মনে হলো জীবনের একটা অংশ কে যেন কেটে নিয়ে গেলো। বুকের কোথায় যেন একটু মোচড় দিয়ে উঠলো নিগ্রোটার জন্য। হাহাকার

করে উঠলো মনটা।

অফিসের সামনে থেকে গাড়ি নিয়ে পাঁচটা পঁচিশে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এলো জিমি। মদের তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। কিন্তু মনে মনে সাবধান করে দিলো নিজেকে। এখন অ্যালকোহল না। মাথা ঠাণ্ডা রাখা প্রয়োজন।

সময় যেন আর এগোচ্ছে না। জানালার পাশে এসে ব্যস্ত রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর ঢুকলো বাথরুমে। হাত মুখ ধুয়ে এসে ক্লজিট খুলে অপারেশনের সুবিধা মতো কাপড়-চোপড় বের করলো। কালো চাপা জিনসের ফোল্ডিং প্যান্ট, সঙ্গে নীল শার্ট, নীল টাই, কালো জ্যাকেট ও চকচকে কালো ক্রেপস্ সু। অনেক সময় নিয়ে জামা কাপড় পরে আবার ঘড়ির দিকে তাকালো। ছ'টা দশ। সময় যেন থমকে গেছে।

অপারেশনের জিনিসপত্রগুলো চেক করে দেখলো। ভাজ করা একটা খবরের কাগজ, এক জোড়া গ্লাভস্, লাইটার, সেফ ও লকারের চাবি। টেবিলের ওপর সাজালো জিনিসপত্রগুলো। সব ঠিক আছে। একমাত্র অদৃষ্ট ছাড়া আর কিছুই নেবার নেই। শার্টের ভেতর হাত ঢুকিয়ে ছুঁয়ে দেখলো সেন্ট ক্রিস্টোফার মেডেলটা। সাথে সাথে চোখের সামনে ভেসে উঠলো একটা ফরটি ফাইভ ফুটারের ব্রিজ। হাতে হুইল, কানে ভেসে আসছে শক্তিশালী মোটরের মৃদু ভারী গুঞ্জন।

ঘড়ির কাটা যেন আর ঘুরতে চাচ্ছে না। আবার জানালার পাশে গিয়ে বসলো জিমি। গাড়ির স্রোত দেখে আর কোলাহল শুনে ঠিক সাতটার সময় উঠে দাঁড়ালো। পয়েন্ট থারটি এইটটা চেক করে হোল-স্টারে রেখে খবরের কাগজটা সামান্য ভিজিয়ে নিয়ে রাখলো জ্যাকে-

টের বাঁ পকেটে। চাবি দুটো প্যান্টের ডান পকেটে আর গ্লাভস্ জোড়া বাঁ পকেটে রেখে বেরোবার জন্য প্রস্তুত হলো জিমি।

ডীনাকে ওর অ্যাপার্টমেন্ট থেকে তুলে নিয়ে বেরিনের রেস্তোরাঁয় এলো। টমেটোর সস্ মাখানো গলদা চিংড়ি আর বুনো হাঁসের সিনার অর্ডার দিলো জিমি। খাবারের প্রতি কারো তেমন আগ্রহ নেই। ডীনা ভাবছে, রাতে জিমির এমন কি কাজ যা তাকে বলা যায় না। আর জিমি ভাবছে, কিভাবে মার্টিনকে ট্যাক্‌ল করে ব্যাগদুটো নিয়ে লকারে পৌঁছবে। কাটা চামচ আর ছুরি রেখে মেডেলটা ছুঁয়ে দেখলো সে।

'রাতে কি করতে যাচ্ছো জিমি। এতোদিনেও কি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছো না?' গলদা চিংড়ি কিছু খেয়ে প্লেটটা সরিয়ে দিয়ে বললো ডীনা। 'আমার কিন্তু খুব ভয় করছে। সত্যিই খারাপ কিছু নয় তো?'

'বার বার তো বলেছি খারাপ কিছু না। তোমার ভালোর জন্যই তোমাকে জানাতে চাচ্ছি না। আশা করি এ ব্যাপারে আর কোনো প্রশ্ন করবে না।'

জিমির কথা শুনে হতাশ হলো ডীনা। আর কোনো প্রশ্ন করলো না ও। চুপচাপ বুনো হাঁসের প্লেটটা সামনে টেনে নিলো।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে সিনেমায় গেলো ওরা তারপর বারোটার দিকে ফিরে এলো ডীনার অ্যাপার্টমেন্টে।

সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় ডীনার পাশের ঘরের মেয়েটার সাথে দেখা হলো ওদের। জিমিও চেনে মেয়েটাকে। ধুপধাপ করে নেমে আসছিলো, ওদেরকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। 'সিগারেট আনতে যাচ্ছি।' বলেই ওদের পাশ কাটিয়ে দ্রুত নেমে গেলো।

গেটের সামনেই গাড়িটা নজরে পড়বে ওর। মেয়েটার সাথে এভাবে দেখা হয়ে যাওয়াতে মনে মনে দারুণ খুশি হলো জিমি। তার অ্যালিবাই স্ট্যাণ্ড করানোর জন্য দরকার হলে এই মেয়েরও একটা সাক্ষ্য পাওয়া যাবে।

ওপরে উঠে এলো ওরা।

'কফি?' শীতল কণ্ঠে জানতে চাইলো ডীনা।

'একটু বেশি করেই আনো।' সোফায় বসে বললো জিমি। 'দুটো পর্যন্ত জেগে থাকতে হবে আমাকে।'

একটু পরই বড় এক পট কফি আর একটা কাপ এনে টেবিলে রাখলো ডীনা।

'থ্যাংকস. তুমি শুয়ে পড়ো গিয়ে।'

একটু ইতস্তত করে চলে গেলো ডীনা। কিছুক্ষণ বসার ইচ্ছা ছিলো ওর।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে পট থেকে কফি ঢাললো জিমি। দুটো পর্যন্ত একই জায়গায় বসে আরো কয়েকবার খেলো। তারপর উঠে গিয়ে আস্তে করে বেড রুমের দরজাটা একটু ফাঁক করে ভেতরে উঁকি দিলো। ক্যাচ করে হালকা একটু শব্দ হলো শুধু। অন্ধকারে কিছুই দেখা গেলো না।

'তুমি কি বেরোচ্ছো?' অন্ধকারের ভেতর থেকে কাঁপা কণ্ঠ শোনা গেলো ডীনার।

'এখনও জেগে আছো তুমি?' ঘরের ভেতর ঢুকে বললো জিমি।

'আমি ঘুমোতে পারছি না জিমি। ভয় করছে।'

মেয়ে মানুষ! ভাবলো জিমি। তার অ্যালিবাই স্ট্যাণ্ড করানোর জন্য শেষ পর্যন্ত একজন মেয়ে মানুষকেই বেছে নিলো সে? হতাশ

হয়ে অন্ধকারে মাথা নাড়লো। কিন্তু সত্যিই কি কোনো অ্যালিবাই প্রয়োজন ছিলো? অপারেশনের যে পদ্ধতি সে বেছে নিয়েছে তাতে অ্যালিবাই না রাখলেও চলতো।

'টেক ইট ইজি, ডীনা···ঘুমোনোর চেষ্টা করো। আধ ঘন্টার মধ্যেই ফিরে আসছি আমি।' আস্তে করে দরজা টেনে বেরিয়ে এলো ও।

জনশূন্য রাস্তায় নেমে এলো জিমি। ছায়ার আড়ালে আড়ালে দ্রুত হেটে চললো ওয়াকারের অফিসের দিকে। অফিসের কাছে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে তাকালো। আলো জ্বলছে এনড্রুর রুমে। তার মানে ভেতরে মার্টিন আছে। হয় ঘুমোচ্ছে নয়তো একমনে সিগারেট ফুঁকছে।

ডানে বামে একবার সতর্ক দৃষ্টি বুলালো জিমি। মানুষ তো দূরের কথা, একটা নেড়ি কুত্তাও দেখা গেলো না কোথায়ও। একটু কুঁজো হয়ে সাবধানে রাস্তা পেরিয়ে লবিতে চলে এলো। এলিভেটর নিচেই ছিলো। বোতাম টিপে সোজা পাঁচ তলায় এসে থামলো। বাকি ছটো তলা সিঁড়ি বেয়ে বেড়ালের মতো নিঃশব্দে উঠে করিডোরের সামনে এসে দাঁড়ালো।

ছটো হাই পাওয়ার বাল্বের উজ্জ্বল আলোয় ভেসে যাচ্ছিলো করিডোর। দ্রুত পকেট থেকে গ্লাভস বের করে খুলে ফেললো বাল্ব ছটো। অন্ধকার হয়ে গেলো করিডোর। শুধু এনড্রুর রুমের দরজার নিচ দিয়ে যে ম্লান আলোটুকু আসছে তাতেই আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে সবকিছু।

দ্রুত আধভেজা কাগজটা বের করলো জ্যাকেটের পকেট থেকে। এনড্রুর দরজার ফাঁকের কাছে রেখে লাইটার জ্বেলে আগুন ধরালো।

ভেজা থাকাতে অল্প কিছুক্ষণ জ্বলেই নিভে গেলো কাগজটা। কিন্তু প্রচুর ধোঁয়া আর কাগজ পোড়া গন্ধে ভরে গেলো সমস্ত করিডোর।

দরজার সামনে থেকে একটু সরে গিয়ে পিস্তলটা বের করে দেয়ালের গায়ে আঠার মতো সেটে দাঁড়িয়ে রইলো জিমি।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলোনা ওকে। ভেতরে মার্টিনের গজগজানী শোনা গেলো। কার যেন চোদ্দ গুষ্ঠি উদ্ধার করছে। পর মুহূর্তেই খুট করে দরজা খোলার শব্দ হলো। দেয়ালের সাথে আরো সেঁটে গেলো জিমি।

দরজা খুলতেই এক ঝলক উজ্জ্বল আলো এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো করিডোরে। তার কয়েক সেকেণ্ড পরই দরজা জুড়ে দাঁড়ালো সাবেক লাইট ওয়েট বক্সার মার্টিন। হাতে পয়েন্ট টুয়েন্টি টু রাইফেল।

কাগজ পোড়া গন্ধে নাক কুঁচকে আছে মার্টিনের। পায়ের কাছেই পোড়া কাগজ দেখে বিড় বিড় করে কি যেন বলে উপুড় হয়ে পরীক্ষা করতে গেলো। আর ঠিক সেই মুহূর্তে এক পা এগিয়ে এলো জিমি। শরীরের সমস্ত শক্তিতে পিস্তলের বাট দিয়ে মারলো মার্টিনের ঘাড়ে। আঘাতটা কোন দিক থেকে এলো দেখারও সুযোগ পেলো না মার্টিন। শুধু অস্ফুট একটা শব্দ বেরোলো মুখ দিয়ে। পরক্ষণেই জ্ঞান হারালো।

এক নজর মাত্র ওর দিকে তাকালো জিমি। প্রতিটি সেকেণ্ডই এখন মহা মূল্যবান। পকেট থেকে চাবি বের করে দ্রুত সেফ খুলে বের করে আনলো ব্যাগ ছটো। দরদর করে ঘামছে ও, সেই সাথে ঠক ঠক করে কাঁপছে তার পা ছটো। তালা খোলা রেখেই চাবিটা পকেটে পুরে উঠে দাঁড়ালো। লাগাবারও তর সইছে না। এক লাফে মার্টিনের অজ্ঞান দেহটা পেরিয়ে একটু থামলো। তারপর কি মনে করে আধ পোড়া কাগজটা তুলে নিয়ে মাতালের মতো পঞ্চম তলায়

এসে এলিভেটরের বোতাম টিপলো।

নিচের ফাঁকা লবিতে এসে জনহীন রাস্তাটায় একবার উঁকি মেরে দ্রুত গ্রে হাউণ্ড বাস স্টেশনের দিকে এগোলো।

প্রকাণ্ড এক নিগ্রো ঝিমুচ্ছিলো লকারের প্রবেশ পথে। জিমির আগমন টের পেলো না সে। লকার খুলে ব্যাগছুটো রেখে যেই বাইরে এসেছে অমনি একটা বাস স্টার্ট নেবার শব্দ হলো স্টেশনের ভেতর। পরক্ষণেই বহুদূর পর্যন্ত আলোকিত করে হেড লাইট জ্বলে উঠলো। ঝট করে একটা সরু গলিতে ঢুকে পড়লো জিমি। ঝেড়ে দৌড় দিলো ডীনার অ্যাপার্টমেন্টের দিকে।

এদিক ওদিক দিয়ে ঘুর পথে দৌড়ে অ্যাপার্টমেন্টের সামনের রাস্তায় এসে একটা গাছের আড়ালে দাড়ালো। তার অ্যালিবাই ভাঙার জন্য কেউ কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছে কিনা একটু দাঁড়িয়ে পরীক্ষা করে এক দৌড়ে ঢুকে পড়লো অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে। সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উঠে এলো ওপরে। আস্তে করে দরজার নব ঘুরিয়ে লিভিং রুমে এসে ধপ করে বসে পড়লো সোফায়। বুকের ভেতর হাতুড়ি পেটার শব্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে, এক্ষুনি বুঝি লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসবে কলজেটা। কাঁপা হাত তুলে ঘড়ি দেখলো। মাত্র পঁয়ত্রিশ মিনিটে অপারেশন শেষ করেছে ও।

'জিমি?'

দরজা খোলার শব্দ পেয়ে সংক্ষিপ্ত পোশাকে উঠে এসেছে ডীনা।

জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করলো জিমি।

'এই তো চলে এসেছি, আর ভয় নেই।'

ডীনা একদৃষ্টিতে দেখছে জিমিকে। তার বড় বড় চোখে ভয় আর আতঙ্ক।

'কি হয়েছে জিমি? এতো নার্ভাস লাগছে কেন তোমাকে?'

'কিছু না, চলো, শুতে চলো।' ডীনাকে এক প্রকার শূন্যে তুলে বেড রুমে নিয়ে এলো জিমি। নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। গতো পঁয়ত্রিশ মিনিটের টেনশনে ক্রমেই বন্য হয়ে উঠছে সে। উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে সর্বাঙ্গ। কাঁপা হাতে প্রথমে জ্যাকেট ও টাই খুললো। তারপর হোলস্টার ও জ্যাকেট। ডীনা বেডের প্রান্তে বসে জিমির ব্যস্ততা দেখছিলো এতোক্ষণ। শার্ট খুলতে ওর দিকে তাকিয়ে আৎকে উঠলো।

'তোমার মেডেল?'

চমকে মাথা নিচু করে নিজের বুকের দিকে তাকালো জিমি। চেইনের সাথে আটকানো মেডেলটা নেই। চেইনের প্রান্তটা চোখের সামনে তুলে ধরে পরীক্ষা করলো। ছোট্ট হুকটার মুখ খোলা।

জীবনে এই প্রথম ভয় পেলো ও।

'দেখোতো কই পড়লো?' জিমির শুকনো কণ্ঠ শুনে ধড়মড় করে উঠে বসলো ডীনা। দু'জনে মিলে বেডরুম, লিভিং রুম তন্ন তন্ন করে খুঁজলো। শার্ট, জ্যাকেট উল্টে পাল্টে দেখলো। কিন্তু মেডেলের ছায়া পর্যন্ত দেখা গেলো না কোথাও।

'কি ব্যাপার জিমি?' ভয়ে ভয়ে বললো ডীনা।

'তুমি শুয়ে পড়ো আমি আসছি।'

শার্ট, জ্যাকেট পরে পিস্তল নিয়ে বেরিয়ে এলো জিমি। করিডোরে খুঁজলো সিঁড়িতে খুঁজলো। নেই। লবিতেও না পেয়ে দৌড়ে গাড়ির কাছে এলো। দরজা খুলে ড্রাইভিং সীটের আশে পাশে সার্চ করলো। কিন্তু সেখানেও নেই।

গাড়ির দরজা বন্ধ করে ভাবতে লাগলো। কোথায় পড়তে পারে

মেডেলটা। রেস্তোরাঁতেও ওটা ওর গলায় ছিলো। কিছুই আঁচ করতে পারছে না, কিছুই ভাবতে পারছে না। দাঁড়িয়ে থাকতেও কষ্ট হচ্ছে। ঠকঠক করে বাড়ি খাচ্ছে হু'হাঁটু। আবার মনে করার চেষ্টা করলো। কোথায় পড়তে পারে ওটা। রাস্তা ঘাটে অথবা সিনেমা হলে পড়ে থাকলে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। যদি...... । ভাবতেই কুকুরের গা ঝাড়া দেবার মতো কেঁপে উঠলো সমস্ত শরীরটা। যদি ওয়াকারের অফিসে পড়ে গিয়ে থাকে তবে ওয়াকার জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে ওকে। এনড্রুর রুমে ওটা পড়ে থাকা আর টাকা চুরির স্বীকারোক্তিতে স্বাক্ষর করা একই কথা।

এনড্রুর রুমেই ওটা পড়লো কিনা তা যেমন জোর দিয়ে বলা যায় না, তেমনি পড়ার সম্ভাবনাটাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। এলিভেটরে পড়ে থাকলেও ভয়ের কিছু নেই, যদি করিডোরে পড়ে থাকে তবুও বাঁচার একটা পথ খুঁজে পাওয়া যাবে, কিন্তু এনড্রুর রুমে ওটা পাওয়া গেলে কারো কিছু বুঝতে বাকি থাকবে না।

গাড়ির হ্যাণ্ডেল ধরে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করছে জিমি। ছেড়ে দিলেই মনে হয় পড়ে যাবে। কি করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। খুঁত খুঁত করতে লাগলো মনটা। সত্যিই ওটা এনড্রুর রুমে পড়লো কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া প্রয়োজন। এক ঝটকায় গাড়ির দরজা খুলে ফেলে পরক্ষণেই নিজেকে বোকা ভাবলো ও। এটা ওর অ্যালিবাইর একটা অংশ। তাই পায়ে হেঁটে যাওয়াই ঠিক করলো। এখন ওখানে যাওয়া মারাত্মক ঝুঁকি। তবুও জীবন মৃত্যুর প্রশ্ন জড়িত বলে এ ঝুঁকি ওকে নিতেই হবে।

স্টেশন থেকে যে পথে ডীনার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরেছিলো সেই পথ ধরেই দ্রুত ওয়াকারের অফিসের দিকে পা বাড়ালো জিমি। গলি

পথ ছেড়ে যেই মেইন রোডে উঠতে যাবে অমনি সাঁ করে একটা পেট্রোল পুলিশের জীপ চলে গেলো সামনে দিয়ে। মেইন রোড থেকে ওয়াকারের অফিস ভবন দেখা যায়। এক কদম এগিয়ে এসে জীপটার দিকে তাকালো ও। সোজা ওয়াকারের অফিসের সামনে গিয়ে থামলো জীপটা।

গলি পথের মাথায় দাঁড়িয়ে ভাবছে জিমি, মার্টিনের বোধহয় জ্ঞান ফিরে এসেছে এতোক্ষণে এবং সেই ইনফর্ম করেছে ইন্সপেক্টর ব্লেককে। পরক্ষণেই সাঁ সাঁ করে আরো একটা গাড়ি এগিয়ে গেলো সেদিকে। স্ট্রিট লাইটের আলোয় স্পষ্ট দেখলো, পিটার এবং হেনরী নেমে এলো গাড়ি থেকে। ওয়াকারের অফিস ভবনের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে ওরা।

কোথায় ফেলেছে সে মেডেলটা? আবার চিন্তা করলো, কিন্তু কিছুই অনুমান করতে পারছে না। মায়ের কথা মনে পড়লো, 'যতোদিন এটা তোমার সাথে থাকবে ততোদিন কোনো অমঙ্গল হতে পারবে না তোমার, অশুভ কোনো কিছু স্পর্শ করতে পারবে না তোমাকে।' মায়ের কথা মনে হতেই বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। মেডেলটা আর সাথে নেই। সুতরাং ওটা সেফের সামনেই পড়ে রয়েছে এবং আঙুল দিয়ে ওকে দেখিয়ে দিচ্ছে।

হতাশায় ভেঙে পড়লো জিমি। এখন আর ওদিকে যাবার কোনো প্রশ্নই আসে না। বাস স্টেশনের দিকে তাকালো। লকার থেকে ব্যাগটা বের করে আনার মতো নার্ভ এখন আর নেই ওর। পিটার এবং হেনরী হয়তো জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে, চিনে ফেলবে ওকে। কিন্তু এখানেও আর দাঁড়িয়ে থাকা উচিৎ নয়। কে কোন্ দিক থেকে এসে পড়বে কে জানে। আর দেরি নয়। পালাতে হবে এবার। কিন্তু

কি ভাবে। গাড়ি নিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয় মোটেও ওর গাড়ি দূর থেকে দেখেও যে কেউ চিনে ফেলবে। সুতরাং গাড়ি ছাড়াই যতোদূর পারে পালিয়ে যাবে। যতো দিন না ব্যাপারটা একটু ঠাণ্ডা হয় ততো-দিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে। তারপর একদিন গোপনে এসে লকার থেকে টাকাগুলো তুলে নিয়ে অনেক দূর চলে যাবে। মনে মনে ভাবলো, একটা ইডিয়টের মতো চিন্তা করছে ও। কিন্তু এই মুহূর্তে আর কিইবা করার আছে ওর।

বিকট সাইরেন বাজিয়ে আরো একটা পুলিশের গাড়ি গিয়ে থামলো অফিসের সামনে। একটু পর ওয়াকারের রোলস রয়েস গেলো। একটু পিছিয়ে গিয়ে সবকিছু দেখলো ও। গাড়ি থেকে নেমে সাইড ওয়াক ধরে এক রকম দৌড়ে তার অফিস ভবনে ঢুকে গেলো ওয়াকার।

এক্ষুনি এনড্রুর রুমে গিয়ে দেখতে পাবে মেডেলটা সমস্ত শরীর কাটা দিয়ে উঠলো জিমির। ভয়ের ঠাণ্ডা একটা স্রোত শির শির করে বয়ে গেলো পা থেকে মাথা পর্যন্ত। একটা সহজাত প্রবৃত্তি এই মুহূর্তে শহর থেকে পালিয়ে যাবার তাগিদ দিলো ওকে। কিন্তু টাকা ? টাকা পাবে কোথায়। পালিয়ে বেড়াতে হলেও তো অনেক টাকার দরকার। লকারে অনেক আছে, সবই নিজের, কিন্তু এই মুহূর্তে কি মূল্য আছে ঐ টাকার।

ডীনার কাছে কি পাওয়া যাবে ? কিন্তু ওর কাছেও তো নগদ টাকা পয়সা থাকে না। যা কিছু আছে সব ব্যাংকে। ঝড়ের বেগে চিন্তা করছে কি করবে। নাহ্, অযথা ভাবছে সে। মেডেলটা হয়তো অন্য কোথাও পড়েছে। শুধুই মিছেমিছি অমঙ্গলের আশঙ্কা করছে। এনড্রুর রুমেই যে পড়েছে তার কি গ্যারান্টি আছে। খামোকা ভাবছে সে। ঘরে ফিরে যাওয়াই ভালো। ডীনার উষ্ণ শরীরের ছোঁয়া পেলে সবই ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু পরক্ষণেই খুঁত খুঁত করে উঠলো মনটা। আর ভাবতে পারলো না। একটা অজানা আশঙ্কায় বার বার কেঁপে উঠলো শুধু।

হঠাৎ ববের কথা মনে হলো। খাটের নিচে রাখা তিন হাজার ডলার। ওর এখন টাকার প্রয়োজন। ওয়াকারের দৃষ্টির আড়াল হতে হলে অনেক টাকার প্রয়োজন। বব নিশ্চয়ই ফেরাবে না ওকে।

গলি পথ ধরেই ববের অ্যাপার্টমেন্টের দিকে দৌড়ুতে শুরু করলো জিমি। শহরের শেষ প্রান্তে থাকে বব। প্রায় চল্লিশ মিনিট লেগে গেলো পৌঁছতে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে কাঁপা হাতে নক করলো দরজায়। কিন্তু সাড়া পাওয়া গেলো না ভেতর থেকে। আবার নক করে দরজায় কান পেতে রইলো কিছুক্ষণ। এবারও সাড়া নেই। শুধু ওর বুকের দপদপ আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শোনা গেলো না। হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে চাপ দিতেই খুলে গেলো দরজা।

'বব ?' অন্ধকারে দেয়াল হাতড়ে সুইচ টিপলো জিমি। আলোয় ভরে গেলো ছোট্ট রুমটা। দ্রুত একবার চোখ বুলালো চারপাশে। একটা বেড, ক'খানা চেয়ার, টিভি সেট, গ্যাস কুকার ইত্যাদি নজরে পড়লো। কিন্তু বব নেই। হঠাৎ মনে পড়লো, শুক্রবার বব ওর বান্ধবী লিজার ঘরে রাত কাটায়।

দরজা বন্ধ করে হাটু মুড়ে খাটের নিচ থেকে ছোট্ট বাক্সটা বের করে আনলো জিমি। তালা মারা না দেখে বিস্মিত হলো মনে মনে। দ্রুত ঢাকনা খুললো। এলোমেলো ভাবে দশ ডলারের নোটে বাক্সটা ঠাসা। দ্রুত নোটগুলো পকেটে পুরে খালি বাক্সটা খাটের নিচে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। মুহূর্তের জন্য সহজ সরল ববের মুখটা ভেসে উঠলো চোখের সামনে। বাক্সটা খালি দেখে ভীষণ কষ্ট পাবে বব। মনটা খারাপ হয়ে গেলো জিমির। কিন্তু এছাড়া আর কোনো পথ

ছিলো না। মনে মনে বললো, বিপদে পড়ে ধার নিচ্ছে টাকাগুলো। কিছু দিনের মধ্যেই সুদ সহ ফেরত দিয়ে দেবে।

একসাথে দু'তিনটে সিঁড়ির ধাপ টপকে নেমে এলো নিচে।

রাস্তায় এসে দ্রুত চিন্তা করলো। কোথায় যাওয়া যায়। গোপন একটা জায়গা দরকার যেখানে অন্ততঃ মাস খানেক লুকিয়ে থাকা যায়। কিন্তু কোথায় যাবে। কিছুই মনে আসছে না এ মুহূর্তে। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে পড়ে গেলো তার বাবার সেই বন্ধু জন ওয়াল্টারের কথা। বছর পাঁচেক আগে একবার দেখা হয়েছিলো তার সঙ্গে। ফ্রুট ক্যানারীর কাজ অনেক দিন আগেই ছেড়ে দিয়েছে বলেছিলো। সত্তর বছরের বুড়ো। বেঁচে আছে কি মরে গেছে কে জানে। কিন্তু শহরটার নাম মনে করতে পারছে না কিছুতেই। জ্যাকসন? প্যাকসন? নাহ, মনে আসছে না নামটা। শুধু এটুকু মনে আছে মিয়ামী যাবার পথে পড়ে ছোট শহরটা। একবার তার কাছে যেতে পারলে সে নিশ্চয়ই জায়গা দেবে ওকে। কিন্তু এখন একটা গাড়ি দরকার। জেফ্রির কাফেতে পৌঁছতে পারলে মিয়ামী যাবার ট্রাকের অভাব হবে না। দূর পাল্লার সব ট্রাক ড্রাইভারই খাবার জন্য থামে ওখানে।

সামনের মোড়েই ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড। ভাবতে ভাবতে সেদিকে পা বাড়ালো জিমি।

অনেক গাড়ি পার্ক করা আছে স্ট্যাণ্ডে। কিন্তু ড্রাইভার পাওয়া গেলো না কোনোটাতেও। কি করবে ভাবছে এমন সময় একটা গাড়ি এসে থামলো স্ট্যাণ্ডের শেষ মাথায়। ঝট করে ছুটো গাড়ির মাঝখানে বসে পড়লো ও। রাস্তার আলোতে দেখলো, ময়লা জিনসের প্যান্ট শার্ট পরা অল্প বয়সী একটা ছেলে শিস বাজাতে বাজাতে নেমে

এলো গাড়ি থেকে। দরজার তালা লাগিয়ে পা বাড়াবে এমন সময় জিমি দ্রুত চলে এলো ছেলেটার পাশে।

'তুমি কি বিশ ডলার রোজগার করতে চাও?' মুখে হাসি এনে বললো জিমি।

জিমির পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখলো ছেলেটা।

'কি ভাবে?'

'আমাকে জেফ্রির কাফে পৌঁছে দিতে হবে।'

'ওরেব্বাপ! সেতো বিশ মাইল দূরে।'

'তাতে কি। মাইল প্রতি এক ডলার করে পাচ্ছো তুমি।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করলো ছেলেটা, তারপর দরজা খুলে দিলো।

একটা দশ ডলারের নোট বাড়িয়ে ধরলো জিমি ওর দিকে। 'বাকিটা পৌঁছে পাবে।'

'অলরাইট, ম্যান, উঠুন, আমি জ্যাক। আপনি?'

'কার্লটন।' পেছনের সীটে বসে বললো জিমি।

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে ঘুরিয়ে মেইন রোডে নিয়ে এলো জ্যাক।

'শোনো জ্যাক, যতোটুকু সম্ভব ব্যাক স্ট্রিট দিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে, কেমন?'

শব্দ না করে একটু হাসলো জ্যাক।

'তাই নাকি, হারামির বাচ্চা কপ্রে বোধহয় আপনাকে পছন্দ করে না, অ্যাঁ?'

'দেখো জ্যাক, তোমার বক বকানি শোনার জন্য মাইল প্রতি এক ডলার দেয়া হয়নি।' জিমির কণ্ঠে এমন একটা ঠাণ্ডা ভাব ছিলো যা থামিয়ে দিলো জ্যাককে। আর কোনো কথা না বলে একমনে গাড়ি চালাতে লাগলো সে।

ছোকরাটা সত্যিই রাস্তাঘাট চেনে। মনে মনে স্বীকার না করে পারলো না জিমি। মাত্র দশ মিনিটের মধ্যেই সে ব্যাক স্ট্রিট দিয়ে শহর পেরিয়ে হাইওয়েতে নিয়ে এলো গাড়িটা।

যা অনুমান করেছিলো তার আগেই পৌঁছে গেলো ওরা। চব্বিশ ঘন্টা খোলা থাকে কাফে। বাকি দশ ডলার দিয়ে নেমে এলো জিমি।

চার

টেলিফোনের ঝন ঝন শব্দে ঘুম ভেঙে গেলো ওয়াকারের। বেড সাইড লাইট জ্বেলে ঘড়ির দিকে তাকালো। সোয়া তিনটা। নিশ্চয়ই জরুরী কিছু। নয়তো এতো রাতে তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাবার দুঃসাহস নেই কারো।

চাদরের তলা থেকে বেরিয়ে এসে রিসিভার তুললো ওয়াকার।

'ইয়াহ্?'

মার্টিনের কানে বোমা ফাটার আওয়াজের মতো লাগলো ওয়াকারের কণ্ঠ।

'বস্‌...দিস ইজ মার্টিন। সেফ খোলা, টাকা নেই। আমাকে অজ্ঞান করে পালিয়ে গেছে। কি করবো, বস্?'

মার্টিনের কথা জানে ওয়াকার। একটা মাতাল বৃদ্ধ। হম্বি তম্বি করা ছাড়া আর কিছু করার ক্ষমতা নেই ওর। তবুও ভালো যে সময় মতো খবরটা দিতে পেরেছে। প্রচণ্ড একটা খুনের নেশায় পেয়ে বসলো তাকে।

'পুলিশ কন্ট্রোল রুমে খবর দাও। আমি আসছি এক্ষুনি।'

তার স্বর্ণকেশী স্ত্রীও উঠে বসেছে ততোক্ষণে। গায়ের চাদরটা টেনে বললো, 'কি ব্যাপার? কোথায় বেরোচ্ছো এতো রাতে?'

'শাট আপ।' গর্জে উঠলো ওয়াকার।

'তুমি কি একটি বারের জন্যও ভালো ব্যবহার করতে পারো না?' মিসেস ওয়াকারের কণ্ঠে ক্ষোভ।

কোনো কথা বললো না ওয়াকার। কাপড় পরা শেষ হলে লিভিং রুমে গিয়ে এন্ড্রুকে ডাকলো ফোনে। লাইনে আসতে একটু সময় লাগলো এন্ড্রুর।

'সেফ খোলা। এক্ষুনি সকলকে নিয়ে চলে যাও ওখানে। আমিও আসছি।'

ফোন ছেড়ে গ্যারেজে ঢুকলো ওয়াকার। রোলস রয়েস বের করে ঝড়ের বেগে ছুটে চললো অফিসের দিকে।

অফিস ব্লকের সামনেই একটা প্রেট্রোল জীপ এবং পিটারের গাড়ি দেখতে পেলো ওয়াকার। আশ্বস্ত হলো। তার লোকেরা তাহলে তৎপর। এলিভেটরে চড়ে সোজা সাত তলায় চলে এলো সে। করিডোরের মাথায় দু'জন পুলিশ দাঁড়িয়ে। ওদের দিকে একবার তাকিয়ে গট গট করে এন্ড্রুর রুমে চলে গেলো ওয়াকার। পুলিশ দুজনও অনুসরণ করলো ওকে।

এন্ড্রুর রুমে একটা চেয়ারে বসে ঘাড়ে হাত বুলাচ্ছে মার্টিন। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে ওর। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে পিটার। খোলা সেফের সামনে দাঁড়িয়ে হেনরী।

'কি হয়েছে?' মার্টিনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ওয়াকার।

মার্টিন উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেই ধপ করে বসে পড়লো আবার।

'হঠাৎ কাগজ পোড়া গন্ধ পেয়ে দরজা খুলি। দরজার সামনেই একটা আধপোড়া খবরের কাগজ দেখে ওটা ধরার জন্যে যেই নিচু হয়েছি অমনি ঘাড়ে ভারী কি যেন লাগালো।' বিড় বিড় করে বললো মার্টিন।

'কার এতো বড় স্পর্ধা?' হুংকার ছাড়লো ওয়াকার।

'জানিনা, বস্। কাউকে দেখিনি···শুধু ঘাড়ে ভারী একটা আঘাত লাগলো।'

খোলা সেফের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ওয়াকার। ঝুঁকে ভেতরে দেখলো, তালা পরীক্ষা করলো, তারপর রিসিভার তুলে ডায়াল করলো।

'কলিন্স কোথায়? জো ওয়াকার বলছি।'

'ওহ্, মিঃ জো।' ঘুম জড়ানো একটা মেয়েলী কণ্ঠ ভেসে এলো। 'ও তো শহরের বাইরে। নিউইয়র্কে একটা কনফারেন্সে যোগ দিতে গেছে।'

রিসিভার রেখে ওয়ালেট থেকে ছোট্ট একটা ইনডেক্স বের করে আবার ফোন করলো ওয়াকার।

সহকারী পুলিশ কমিশনার মরিস ফোন তুললো এবার। এতো রাতে ঘুম থেকে ডেকে তোলার জন্য মেজাজ বিগড়ে আছে তার।

'হু দ্য হেল ইজ দিস?'

'জো বলছি, শুনুন, এক্ষুনি রেল স্টেশন, বাস স্টেশন, এয়ারপোর্ট সব বন্ধ করে দিতে হবে। কেউ যেন বেরোতে না পারে। একটু আগে বড় একটা চুরি হয়েছে আমার। ঐ কুত্তার বাচ্চাটা যাতে শহর থেকে পালাতে না পারে। আমি চাই, সমস্ত শহরটা এক্ষুনি সীল করে দেয়া

হোক।'

'আপনি কার সাথে কথা বলছেন, জানেন?' ধমকে উঠলো মরিস। 'এতোই যদি প্রয়োজন হয় তবে হেড কোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগ করলেই পারেন। এতো রাতে আমাকে বিরক্ত করছেন কেন? ভেবেছেন আপনি এ শহরের একটা কিছু হয়ে গেছেন, না? কিন্তু মনে রাখবেন, আমার কাছে আপনি একটা ফাঁপানো বেলুন ছাড়া আর কিছুই নন।' সশব্দে ফোন রেখে দিলো মরিস।

রাগে লাল হয়ে গেলো ওয়াকার। পুলিশ দুজনের দিকে তাকিয়ে খেকিয়ে উঠলো। 'তোমরা কি পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকবে? কিছু একটা করো। এমন কারো সাথে যোগাযোগ করো যে একটা তড়িৎ ব্যবস্থা নিতে পারে।'

বয়স্ক পুলিশটা ঝাঁপিয়ে পড়লো ফোনের ওপর। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করলো এনড্রু। দেখলেই বোঝা যায় পড়িমরি করে ছুটে এসেছে সে। শোবার পোশাক পর্যন্ত পাল্টাবার সময় পায়নি।

রুমে ঢুকেই সেফের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সে। তালাটা পরীক্ষা করে ওয়াকারের রক্ত চক্ষুর দিকে তাকালো, বললো, 'এটা অবশ্যই একটা ইনসাইড জব, মিঃ জো। আমি এক্ষুনি খোঁজ নিচ্ছি।'

'কি যা তা বলছো?' ধমকে উঠলো ওয়াকার। মনে করো আমি কিছুই বুঝি না? কলিন্স শহরের বাইরে। কুত্তার বাচ্চা মরিস সাহায্য করছে না। তুমি খোঁজ খবর নিতে নিতে ওকি বসে থাকবে শহরে?

বয়স্ক পুলিশটা টেলিফোন রেখে ওয়াকারের দিকে ফিরলো।

'লেফটেন্যান্ট ক্লার্ক তার স্কোয়াড নিয়ে রওয়ানা হয়েছেন, এসে পড়বেন এক্ষুনি।'

আহত চিতার মতো রুমের চারপাশে তাকালো ওয়াকার।

'জিমি কোথায়? ওকে দেখছি না কেন?'

'টেলিফোন করে ওকে ঘরে পাওয়া যায়নি, মিঃ জো,' বললো এন্ড্রু।

'ওসব কিছু শুনতে চাই না আমি। আই ওয়ান্ট মাই বেস্ট ম্যান অ্যারাউণ্ড মি।'

পিটারের দিকে তাকালো ওয়াকার। 'একটা ড্যামির মতো দাঁড়িয়ে থেকো না, যাও খুঁজে বের করো ওকে।'

পিটার বেরিয়ে যেতেই ওয়াকারের গা ঘেঁষে দাঁড়ালো এন্ড্রু। ফিস্‌ফিস্ করে বললো, 'একটা জরুরী কথা আছে, মিঃ জো।'

মার্টিনকে হাসপাতালে পাঠাতে বলে রুমে এলো ওয়াকার। এন্ড্রুও এলো পিছু পিছু।

'সামনে খুব বড় একটা সমস্যা দেখতে পাচ্ছি মিঃ জো,' এন্ড্রু বললো, 'আগামীকাল পে আউট ডে, দুপুরের মধ্যেই পেমেন্ট দিতে হবে। তাছাড়া ব্রোকারদের কমিশন, বিগম্যানের (মাফিয়া) পার্সেন্টেজ। সবচেয়ে বড় সমস্যা কাল ড্রাগের বড় চালানটা আসবে। সময় মতো মাল রিলিজ করতে না পারলে সাপ্লায়ারদের আস্থা থাকবে না আমাদের ওপর। সুতরাং ধার করে হলেও টাকা জোগাড় রাখতে হবে।'

'তাই তো?' খুব চিন্তিত দেখালো ওয়াকারকে।

'আর্থারই এখন একমাত্র উপায়,' বললো এন্ড্রু। 'আপনি চাইলে কথা বলে দেখতে পারি ওর সাথে।'

সাইরেনের শব্দ শোনা গেলো এমন সময়। লেফটেন্যান্ট ক্লার্কের জীপ এসে থামলো ওয়াকারের অফিসের সামনে।

'তুমি ক্লার্ককে সামলাও,' বললো ওয়াকার। 'সমস্ত শহর সীল

করে দিতে বলো ওকে। আমি কথা বলছি আর্থারের সাথে।'

রিসিভার তুলে আর্থারের নাম্বারে ডায়াল করলো ওয়াকার। তার ঘড়িতে তখন চারটা পঁচিশ।

জন আর্থার। মাফিয়ার সেরা এজেন্টদের মধ্যে একজন। মাফিয়ার প্রতিনিধিত্ব করছে এ শহরে। ওর হাতেই সাপ্তাহিক পার্সেন্টেজ তুলে দেয় ওয়াকার।

রিসিভার কানে লাগাতেই সিরিয়াস হয়ে গেলো আর্থার। এ সময় ওয়াকারের টেলিফোন মানে নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু।

চুপচাপ ওয়াকারের কথা শুনলো আর্থার।

'ঠিক আছে মিঃ জো। টাকার জন্য ভাববেন না। আপনার গুড-উইল যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবো। কাল দশটার মধ্যে দেড় লাখ ডলার পৌঁছে যাবে আপনার কাছে। আপাততঃ এ দিয়ে কাজ চালিয়ে যান। অবশ্য বাড়তি কিছু খরচ হবে আপনার। টাকাটা পরে দিলেও চলবে। বিশ পার্সেন্ট দিতে হবে আপনাকে।'

'একটু ধরো।' মনে মনে কয়েক সেকেণ্ড হিসেব করলো ওয়াকার। আরো তিরিশ হাজার ডলার বেরিয়ে যাবে তার পকেট থেকে। বাগে পেয়ে জব্দ করছে আর্থার। কি আর করা যাবে। 'আচ্ছা পনেরো নিলে হয় না।'

'না, না?' বললো আর্থার। 'আপনারা লোকটাকে ধরতে না পারলে আমাকে জানাবেন। আমাদের পুরো অর্গানাইজেশন লাগিয়ে দেবো তার পেছনে। শুধু নামটা জানাবেন।'

'অবশ্যই জানাবো। আমার মনে হয় এটা একটা ইনসাইড জব। থ্যাংকস, আর্থার। তোমার ওপর আস্থা আছে আমার।' একটু বিরতি নিয়ে পুনরায় বললো, 'আর দুই পার্সেন্ট হলে কেমন হয়?'

'আপনি খুব হিসেবী, মিঃ জো। নিয়মের বাইরে যেতে পারি না আমি। টাকাটা আমার নিজের হলে দশ পার্সেন্টেই দিতে পারতাম। কিন্তু নিউইয়র্ক থেকে এটার ব্যবস্থা করতে হবে বলে বিশের কমে সম্ভব নয়।' ওয়াকারকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে লাইন কেটে দিলো আর্থার।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো ওয়াকার। রাগে কদাকার হয়ে গেছে মুখটা। উঠে করিডোরে পায়চারী করলো কিছুক্ষণ, তারপর ফের ঢুকলো এনড্রুর রুমে।

সেফটা পরীক্ষা করে দেখছে লেফটেন্যান্ট ক্লার্ক। সাদা পোষাক পরা দু'জন গোয়েন্দা পুলিশ ফিঙ্গার প্রিন্ট খুঁজতে ব্যস্ত। বুড়ো এনড্রু দাঁড়ানো জানালার কাছে। ভাবলেশহীন চোখে অন্যদের কাজ-কর্ম দেখছে।

'রোড ব্লকের কাজ শুরু হয়ে গেছে, মিঃ জো।' ওয়াকার ঢুকতেই ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো লেফটেন্যান্ট ক্লার্ক।

কোনো জবাব দিলো না ওয়াকার। অগ্নি দৃষ্টিতে একবার এর দিকে একবার ওর দিকে তাকাতে লাগলো সে।

গাড়িতে উঠে ভাবলো পিটার। শুক্রবার রাতে জিমিকে সম্ভবত তার প্রেমিকার বাড়িতে পাওয়া যাবে। এতো রাতে মেয়েটার পাশ থেকে ওকে তুলে আনার মধ্যে একটা দারুণ থ্রিল অনুভব করলো ও।

ডীনার অ্যাপার্টমেন্ট চেনে পিটার। অনেক দিন ধরে ওকে ভজা-বার চেষ্টা করছে সে, অনেক দিন ওকে ফলো করে অ্যাপার্টমেন্ট পর্যন্ত গেছে। কিন্তু পাত্তা দেয়নি ডীনা।

অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকের সামনে আসতেই জিমির গাড়ি দেখতে পেলো পিটার। তাহলে ওর ধারণাই ঠিক। ব্যাটা এখানেই আছে। জিমির

গাড়ির পাশে গাড়ি রেখে নেমে এলো সে। কি ভেবে জিমির গাড়ির বনেটটা ছুঁয়ে দেখলো একবার। তারপর দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো ওপরে।

কলিং বেল টেপার অনেকক্ষণ পর দরজা খুললো ডীনা। সংক্ষিপ্ত পোষাক। চোখে বিস্ময়! ভেবেছিলো জিমি ফিরে এসেছে।

'কি চাই এখানে?' বিরক্তি ডীনার কণ্ঠে।

ডীনার শরীরের ধারাল বাঁকগুলোর ওপর কয়েকটা চক্কর মেরে চোখে এসে স্থির হলো পিটারের দৃষ্টি।

'জিমিকে। ওকে উঠে আসতে বলো। এক্ষুনি বসের কাছে যেতে হবে।'

'ও নেই এখানে।' দরজা বন্ধ করতে গেলো ডীনা। কিন্তু পিটার হাটু বাঁকা করে ঠেলে রাখলো।

'কেন মিছে কথা বলছো খুকী? এখানেই আছে ও। বাইরে ওর গাড়ি দেখে এলাম। জলদি উঠে আসতে বলো।' ডীনার ঘাড়ের ওপর দিয়ে হাঁক ছাড়লো পিটার, 'জিমি! জলদি উঠে এসো। বস্ ডাকছেন তোমাকে।'

'বললাম তো ও নেই এখানে,' চিৎকার করে উঠলো ডীনা।

'ঠিক বলছো?' ডীনাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে লিভিং রুমে চলে এলো পিটার। 'কোথায় তাহলে?'

'জানি না।'

'কিন্তু ওর গাড়ি দেখে এলাম বাইরে। বনেট ঠাণ্ডা। তারমানে অনেক আগেই এসেছে ও।'

'বললাম তো জানিনা।' দরজার দিকে আঙুল তুলে আবার চিৎ-কার করে উঠলো ডীনা, 'বেরোও···বেরোও বলছি।'

হঠাৎ একটা সন্দেহ দেখা দিলো পিটারের মনে। এতো ভয় পাচ্ছে কেন মেয়েটা ? জিমি যদি এখানে নাই আসবে তবে বাইরে ওর গাড়ি কেন। বেড রুমে ঢুকে লাইট জ্বেলে চারপাশে চোখ বুলালো পিটার। জিমির টাই দেখলো মেঝেতে পড়া।

'ও অবশ্যই এসেছিলো এখানে,' বেডরুমের দরজার কাছে এসে বললো পিটার। 'কোথায় গেছে। ওর টাই দেখতে পাচ্ছি।'

'জানিনা আমি। কিচ্ছু জানিনা। তুমি বেরোও।'

জেসাস! ভাবলো পিটার। জিমি এ কাজ করেনি তো ? ডীনার হাত ধরে টান মেরে বিছানায় ফেলে গলা টিপে ধরলো পিটার। 'বল্, মাগী, নয়তো গলা টিপে মেরেই ফেলবো। কোথায় গেছে জিমি।'

ভয় পেয়ে উঠে বসার চেষ্টা করলো ডীনা। পিটার ধাক্কা মেরে আবার ফেলে দিলো ওকে। ঠেসে ধরে বললো, 'এখনও সময় আছে, বল, কোথায় গেছে ও।'

'জানিনা।' গুঙিয়ে উঠলো ডীনা।

সাথে সাথে গলা ছেড়ে দিয়ে হাতের এপিট ওপিট দিয়ে কষে চড় মারলো ডীনার গালে। এক হ্যাঁচকা টানে ওর ছোট্ট স্কার্ট টা ছিঁড়ে ফেললো ফর ফর করে। উন্মুক্ত বুকের দিকে মুখ খিঁচিয়ে উঠলো, 'বল্ মাগী, নয়তো কামড়ে ছিঁড়ে ফেলবো।'

চড় খেয়ে পাথর হয়ে গেছে ডীনা। চোখ ফেটে ঝর ঝর করে পানি নেমে এলো। বিড় বিড় করে বললো, 'জানিনা···কিচ্ছু জানিনা।'

পিটারের কোনো সন্দেহ নেই যে ডীনা মিথ্যা কথা বলছে। তবুও একটু ইতস্তত করতে লাগলো সে। জিমির মেয়ে মানুষের গায়ে হাত। হিসেবে চুল পরিমাণ ভুল হলেও কপালে নির্ঘাত খারাবী আছে তার। তাছাড়া জিমি যদি হঠাৎ এ সময় ঘরে ঢুকে ওকে এ অবস্থায় দেখতে

পায় কেউ ওর মৃত্যু ঠেকাতে পারবে না।

ডীনাকে ছেড়ে সিধে হয়ে দাঁড়ালো পিটার। জিমির কথা ভেবে একটু নরম হলো সে। 'তোমাকে আমার সাথে যেতে হবে। কাপড় পরে নাও।'

'তোমার সাথে কোথাও যাবো না আমি। তুমি বেরোও।' দ্রুত বিছানা থেকে লিভিং রুমের দিকে দৌড় দিলো ডীনা। ঝট করে দরজা আগলে দাঁড়ালো পিটার। হাতে পিস্তল। স্থিরভাবে ডীনার বুকের দিকে তাক করে বললো, 'কাপড় পরো বলছি।'

পিস্তল দেখে বোবা হয়ে গেলো ডীনা। পিটারের ঠাণ্ডা চোখে সত্যিই ও খুনে নেশা দেখতে পেলো। আর কিছু বলতে হলো না।

পনের মিনিট পর ওয়াকারের অফিসে নিয়ে আসা হলো ডীনাকে।

ওয়াকারের আগুন ঝরা দৃষ্টি ডীনার মুখের ওপর কিছুক্ষণ স্থির থেকে আবার ফিরে এলো পিটারের দিকে।

'কিছু রহস্যের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, বস্।' সব বললো পিটার।

'কি বলতে চাও ?' গর্জে উঠলো ওয়াকার। তুমি কি জিমিকে সন্দেহ করছো ?'

'আমি কিছুই বলবো না, বস্।' ডীনার দিকে আঙুল তুলে বললো 'ওকেই জিজ্ঞেস করে দেখুন।'

ওয়াকারের লাল চোখ আবার ফিরে এলো ডীনার ওপর। অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো ওর।

'কোথায় গেছে জিমি ?'

অসহায়ের মতো ফুঁপিয়ে উঠলো ডীনা। চট করে জিমির মুখটা মনে পড়লো। করুণা হলো ওর জন্য। একবার শক্ত হতে চাইলো

মনে মনে। কিন্তু ওয়াকারের চোখের দিকে তাকিয়ে সাহস হারিয়ে ফেললো সাথে সাথে।

'জানিনা। শুধু বলেছিলো একটা কাজ আছে এবং আমাকে তার অ্যালিবাই হিসেবে ব্যবহারের কথা ছিলো। সে তার মেডেলটা হারিয়ে ফেলেছে এবং ওটা খুঁজতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি।'

খুব ধীরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো ওয়াকার।

'ঠিক আছে, তুমি বসো। পিটার ওকে একটা চেয়ার দাও।'

এরপর ওয়াকার অনেকক্ষণ পর্যন্ত জিমি সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করলো ডীনাকে। ভয় দেখালো, শাসালো। শেষে ওকে ঘরে পৌঁছে দেবার জন্য পিটারকে নির্দেশ দিয়ে লেফটেন্যান্ট ক্লার্কের কাছে ফিরে এলো। বেরোনোর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো লেফটেন্যান্ট ক্লার্ক। এক পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বললো, 'জিমি মেহ্তাকে চাই আমি। আপনার সব লোক লাগিয়ে দিন একাজে। কিন্তু কথাটা যেন গোপন থাকে···আণ্ডার-স্ট্যাণ্ড?'

বিস্ময়ে হা করে তাকিয়ে রইলো লেফটেন্যান্ট ক্লার্ক।

'জিমি একাজ করেছে?'

ক্রুর হাসি ফুটে উঠলো ওয়াকারের ঠোঁটে।

'জানি না। তবে দু'তিন ঘণ্টার মধ্যে ধরতে না পারলে মনে করবেন সে-ই করেছে। সব কাজ ফেলে রাখুন, আগে ওকে ধরুণ।'

পরদিন দশটার সময় আর্থারের ক্যাডিলাক এসে থামলো জো ওয়াকারের অফিসের সামনে। একটা ভারী প্যাকেট এনে ধপাস করে ওয়াকারের ডেস্কে ফেললো গাট্টা গোট্টা ইটালীয়ান জন আর্থার। মুখে সবসময়ই একটা কুৎসিত হাসি।

ওয়াকার দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিলো। হাত ঝাঁকিয়ে বসলো

আর্থার। বললো, 'কখনও কথার বরখেলাপ করি না আমি।'

ঝুঁকে বো করলো ওয়াকার।

'থ্যাংকস।'

'তারপর, খবর টবর পেলেন কিছু?' জানতে চাইলো আর্থার।

'এখনও নিশ্চিত হতে পারিনি। তবে জিমিকে সন্দেহ করা হচ্ছে। কাল রাত থেকে পাওয়া যাচ্ছে না ওকে।'

'জিমি?' যেন আকাশ থেকে পড়লো আর্থার। 'আমার তো ধারণা আপনার সবচেয়ে বিশ্বস্ত লোক ছিলো সে।'

'হ্যাঁ তাই।' মুখটা লাল হয়ে গেলো ওয়াকারের। 'কিন্তু ওকে সন্দেহ করার জোর কারণ আছে।' সে পিটার এবং ডীনার কাছ থেকে শোনা সবকিছু বললো আর্থারকে। তবে এখনও শিওর নয়, সত্যি জিমি নিয়েছে কিনা টাকাটা।

'সেটা শিওর হোন আগে,' বললো আর্থার। 'কেননা আমাদের অর্গানাইজেশন একবার কিছু শুরু করলে তা থামানো খুব কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাই ও শহর ছেড়ে পালিয়েছে কিনা জানার সাথে সাথে ইনফর্ম করবেন আমাকে। নয়তো যতো দেরি করবেন ততোই দূরে সরে যাবে ও।' চোখে মুখে শয়তানের হাসি ফুটে উঠলো আর্থারের। 'অবশ্য কতো দূরে চলে যাবে সেটা ভাববার বিষয় নয়···যদি পাতালেও যায়, আমরা খুঁজে বের করে আনবো ওকে। এসব কাজে কখনও ব্যর্থ হইনি আমরা। তাই শিওর হয়ে আমাকে জানান।'

আর্থার বেরিয়ে যাবার পর পিটার এবং হেনরীকে ডাকলো ওয়াকার।

'জিমির ঘরটা ভালো ভাবে সার্চ করা প্রয়োজন। কোনো কিছু যেন বাদ না যায়। প্রতিটি জিনিস তন্ন তন্ন করে দেখবে। এমনকি

এক টুকরো ছেঁড়া কাগজ পেলেও উল্টে পাল্টে দেখবে। অন্যদেরকে বলে দাও জিমির আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কারা আছে এ শহরে এবং কে কোথায় থাকে সব ইনফরমেশন জানতে চাই আমি।'

বো করে বেরিয়ে গেলো পিটার ও হেনরী।

ওরা চলে যাবার পর টেলিফোনে লেফটেন্যান্ট ক্লার্কের সাথে যোগাযোগ করলো ওয়াকার।

'নতুন খবর আছে কিছু লেফটেন্যান্ট ?'

'মনে হয় শহরে নেই।' লেফটেন্যান্ট ক্লার্কের খসখসে গলা ভেসে এলো ফোনে। 'কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি এ পর্যন্ত। তবে আমাদের পুলিশ দপ্তরে ওর পুরোনো রেকর্ড, হাতের ছাপ এবং একটা প্রিজন ছবি পাওয়া গেছে। আপনার লাগবে এগুলো ?'

'শুধু ওর ছবিটা চাই আমি।'

'ও. কে. মিঃ জো। কাউকে দিয়ে এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'কোনো আত্মীয়-স্বজনের খবর পেলেন ?'

'না, রেকর্ডে তেমন কিছু উল্লেখ নেই।'

'মা-বাবা ?'

'দু'জনেই মৃত। বাবা ছিলো ইণ্ডিয়ান বাইবার্থ। টাম্পার একটা ফ্রুট ক্যানারীতে কাজ করতো। জিমি ওখানেই জন্মায়।'

'ইণ্ডিয়ান ?'

'হ্যাঁ, এ সম্পর্কে ফ্লোরিডা পুলিশ বিভাগের একটা রিপোর্ট আছে জিমির ফাইলে। আততায়ীর গুলিতে ওর বাবার নিহত হবার পর ফ্লোরিডা পুলিশ ওর মায়ের একটা জবানবন্দী নিয়েছিলো। সেই জবানবন্দী ও গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে এই রিপোর্টটা তৈরী করা হয়। জিমির বিচারের সময় কোর্টের নির্দেশে

ফ্লোরিডা থেকে এটা সংগ্রহ করা হয়েছিলো। কাজে লাগবে আপনার ?'

'স্পেয়ার কপি আছে ?'

'না। তবে ফটো কপি করে দিতে পারি।'

'দরকার নেই। আপনি যেটুকু জানেন বলুন।'

'একটু ধরুন মিঃ জো।'

ড্রয়ার থেকে জিমির প্রিজন ফাইলটা বের করে পৃষ্ঠা উল্টে রিপোর্টটা বের করলো লেফটেন্যান্ট ক্লার্ক। আগেও একবার পড়েছে এটা। চট করে ওপর থেকে নিচে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে হেলান দিয়ে বসলো চেয়ারে।

'শুনুন মিঃ জো। ওর বাবা শিশির মেহ্‌তা ভারতে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের সময় বৃটিশদের ইনফর্মার হিসেবে কাজ করার জন্য বিপ্লবীদের ভয়ে দেশ ছেড়ে ইটালী চলে আসে। সিসিলির এক শিপবিল্ডিং কোম্পানীতে চাকরি যোগাড় করে নেয় এবং পরবর্তী সময়ে ওখানকারই এক জেলে পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। বছর দুয়েক পর দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় ইটালীতে ইণ্ডিপেনডেন্ট ইণ্ডিয়ান গভর্ণমেন্ট গঠন করে স্বাধীন ভারতীয় কূটনৈতিক দূতাবাস স্থাপন করা হলে কলকাতায় ইন্টার অ্যালায়েড ইন্টেলিজেন্স বিভাগের মার্কিন কর্মকর্তারা গোপনে ওর সাথে যোগাযোগ করে এবং মার্কিন নাগরিকত্ব দেবার আশ্বাস দেয়। মোটা অর্থের বিনিময়ে ওকে মিত্র শক্তির পক্ষে গুপ্তচর বৃত্তিতে রাজী করায়। একজন ভারতীয় হিসেবে ইণ্ডিয়ান অফিসগুলোয় অবাধ যাতায়াত ছিলো ওর। ফলে সহজেই প্রবাসী সরকার ও দূতাবাসের গোপনীয় খবরাখবর সংগ্রহ করে মার্কিন গুপ্তচরদের কাছে পাচার করতে থাকে।

কিন্তু গোড়ার দিকেই ব্যাপারটা ইটালীয়ান আর্মি ইন্টেলিজেন্সের কাছে ধরা পড়ে গেলে ইউ, এস, নেভীর সাহায্যে অন্যান্য মার্কিন গুপ্তচরদের সাথে সেও সস্ত্রীক পালিয়ে ফ্লোরিডার উপকূলে চলে আসে। এর বছর ছয়েক পর হঠাৎ একদিন টাম্পাতে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় ওকে। ওর স্ত্রীর ধারণা ইণ্ডিয়ানরাই ওর মৃত্যুর জন্য দায়ী।'

'ভেরি ইন্টারেস্টিং,' মন দিয়ে শুনে বললো ওয়াকার। একটু বিরতি নিয়ে পুনরায় বললো, 'জন্মস্থানের প্রতি টান থাকা অস্বাভাবিক না। টাম্পার দিকেও যাবার সম্ভাবনা আছে ওর।'

'হতে পারে মিঃ জো। আপনি বললে ফ্লোরিডা পুলিশকে বলে দিতে পারি।'

একটু ইতস্তত করলো ওয়াকার। 'না, থাক। ওদিকটা আমি নিজেই দেখবো। আপনি শুধু শহরটা ভাল ভাবে খুঁজে দেখুন। আর হ্যাঁ, সময় করে একবার এনড্রুর সাথে দেখা করবেন। ওর নাকি জরুরী কথা আছে আপনার সাথে।' লাইন কেটে দিলো ওয়াকার।

সন্ধ্যা সাতটা। নিজের ডেস্কে বসে আছে ওয়াকার। পিটার, হেনরী ও লেফটেন্যান্ট ক্লার্ক জিমির যে সমস্ত জিনিসপত্র সংগ্রহ করেছে তা সবই টেবিলে রাখা। থমথমে নীরবতা। ওয়াকারের বুক কেটে একটা চাপা আক্রোশ বেরিয়ে আসতে চাইছে।

'তা কি কি পাওয়া গেছে?' হঠাৎ নীরবতা ভাঙলো ওয়াকার।

'আপাততঃ যেগুলো পাওয়া গেছে সবই আছে এখানে,' বললো এনড্রু।

'জিমি একাজ করতে পারে তা কি স্বপ্নেও ভেবেছি কেউ?' চেয়ারে হেলান দিয়ে লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো ওয়াকার। 'অলরাইট, আমিও দেখে নেবো। হয়তো দেরি হবে, কিন্তু মাটি খুঁড়ে হলেও ওকে বের করবো আমি।'

ডেস্কের ওপর একটু ঝুঁকে এলো এনড্রু।

'এই জিনিসটা আমাকে খুব কৌতূহলী করে তুলেছে, মিঃ জো।' দু'আঙুলে চেপে মোটর বোট কোম্পানীর একটা টেকনিক্যাল ম্যাগাজিন তুলে ওয়াকারকে দেখালো সে। 'জিমির ঘরে পাওয়া গেছে এটা। কিন্তু বুঝতে পারছি না ও ব্যাটা এটা দিয়ে কি করতো।'

'আমি কি করে বলবো?' বিরক্তি ঝরে পড়লো ওয়াকারের কণ্ঠে।

পৃষ্ঠা উল্টাতে উল্টাতে এক জায়গায় এসে থামালো এনড্রু। একটা থারটি ফুটার কেবিন ক্রুজারের নিচে লাল পেন্সিল দিয়ে দাগানো।

'দেখুন।' আঙুল দিয়ে টোকা মেরে ওয়াকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো এনড্রু।

ম্যাগাজিনের দিকে না তাকিয়ে এনড্রুর চোখের দিকে তাকালো ওয়াকার।

'সো হোয়াট?'

'জিমি বোটের প্রতি ইন্টারেস্টেড ছিলো। এতে কি তাই বুঝায় না?' জোর দিয়ে বললো এনড্রু।

এবার একটু মনোযোগী হলো ওয়াকার। জিমির সাউথে যাবার এটাও একটা কারণ হতে পারে।

'এ জিনিসটাও দেখুন। এটাও পাওয়া গেছে জিমির ঘরে।' একটা ক্রিস্টমাস কার্ড তুলে ওয়াকারকে দেখালো এনড্রু। তাতে কাঁপা হাতে লেখা :

সি ইউ সামটাইম
জন ওয়াল্টার
জ্যাকসন।

'কি আবোল-তাবোল বকছো তুমি,' ধমকে উঠলো ওয়াকার। 'এর সাথে জ্যাকসনের কি সম্পর্ক?'

'ফ্লোরিডার জ্যাকসনভ্যালী থেকে তিরিশ মাইল দূরে এ শহরটা। মিয়ামী যাবার পথে পড়ে।'

হেনরীর টেলিফোন এলো এ সময়।

'নতুন একটা ক্লু পাওয়া গেছে, বস্। কাল রাত তিনটার পর একজন লোককে জেফ্রির কাফেতে পৌঁছে দিয়েছে একজন ড্রাইভার। ও যে বর্ণনা দিচ্ছে, তাতে জিমির বেশ মিল আছে।'

'নিয়ে এসো ওকে।' রিসিভার রেখে দিয়ে এনড্রুর দিকে তাকালো ওয়াকার। 'মনে হয় কাল রাতে ও জেফ্রির কাফেতে পৌঁছেছে। সাউথে যাবার সব ট্রাক ড্রাইভাররাই তো খাবার জন্য থামে ওখানে, তাই না?'

মাথা ঝাকালো এনড্রু। 'ঠিক বলেছেন, মিঃ জো।'

'সাউথ!' নিরস গলায় বললো ওয়াকার। 'সবকিছুই সাউথের ইঙ্গিত দিচ্ছে। কুত্তার বাচ্চাটা বোধহয় ওদিকেই গেছে।'

পনেরো মিনিট পর জ্যাককে সাথে করে অফিসে এলো হেনরী। জিমির পাসপোর্ট সাইজের ছবিটা জ্যাকের দিকে ঠেলে দিলো ওয়াকার। 'দেখোতো এই লোক কিনা?'

অনেকক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছবিটার দিকে চেয়ে থেকে মাথা ঝাঁকালো জ্যাক।

'ইয়েস, স্যার, এই লোককেই কাল রাতে জেফ্রির কাফেতে পৌঁছে দিয়েছি আমি।'

ওয়ালেট বের করে জ্যাককে পাঁচ ডলারের একটা নোট দিলো ওয়াকার. হেনরীকে বললো, 'অলরাইট, নিয়ে যাও ওকে। ঠিকানাটা লিখে রেখো।'

দরজার দিকে ঘুরতেই পেছন থেকে জ্যাককে ডাকলো এনড্রু।

'ছুটো ব্যাগ ছিলো ওর হাতে······না?'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লো জ্যাক।

'না, কিছুই ছিলো না।'

'তাহলে একটা ছিলো?'

'না, তাও না।'

'থামো।' ধমকে উঠলো ওয়াকার। এতোক্ষণ এনড্রু ও জ্যাকের কথাবার্তা শুনছিলো সে। 'অবশ্যই ছুটো ব্যাগ ছিলো।'

আবার মাথা নাড়লো জ্যাক। 'যিশুর কিরে দিয়ে বলছি স্যার, কিছুই ছিলো না তার হাতে।'

'ঠিক আছে হেনরী, নিয়ে যাও ওকে।' বিরক্তির সাথে বললো ওয়াকার।

জ্যাক ও হেনরী বেরিয়ে যাবার পর এনড্রুর দিকে তাকালো ও।

'টাকাগুলো শহরে কোথাও রেখে যেতে পারে। কি বলো এনড্রু?'

'ভালোভাবে তলিয়ে দেখতে হবে মিঃ জো। হুট করে কিছু বলা যাবে না।'

হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে পড়লো কম্পিউটার ব্রেইন বুড়ো এনড্রু। কিছুক্ষণ পর ওয়াকারের দিকে মুখ তুলে তাকালো।

'মিঃ জো, এ পর্যন্ত যা জেনেছি আমরা তাতে দেখা যায় কোনো আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব এখানে নেই জিমির। কিন্তু ক্রিস্টমাস কার্ড থেকে প্রমাণিত হয় জ্যাকসনে অবশ্যই কেউ না কেউ আছে ওর।' তার কথার দিকে ওয়াকারের মনোযোগ আছে কিনা দেখে নিয়ে পুনরায় শুরু করলো, 'জীবনেও এ শহরে আসা হবে না জেনেও কি টাকাটা এখানে রেখে যাবে ও? না, এমন ভুল···'

'তাহলে ব্যাগ ছুটো গেলো কোথায়?' মাঝখানে প্রশ্ন করলো ওয়াকার।

ওয়াকারের আগ্রহ দেখে খুশিতে বাগ বাগ হয়ে গেলো এনড্রু।

'হ্যাঁ, মিঃ জো, সে কথাই বলতে যাচ্ছিলাম। অন্য কেউ হলে কথা ছিলো। কিন্তু এমন বোকামি জিমি করবে না। এ জন্যই আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওর সাথে আরো একজন ছিলো। চুরির পরপরই যে ব্যাগ ছুটো নিয়ে কেটে পড়েছে। আগেই হয়তো প্ল্যান ছিলো জিমির, টাকাটা তার সঙ্গীকে দিয়ে পাচার করাবে এবং কিছুদিন পর ব্যাপারটা একটু ঠাণ্ডা হয়ে এলে তার সাথে দেখা করবে। কিন্তু মেডেলটা হারিয়েই ওলট পালট হয়ে গেছে সবকিছু। ওটা না হারালে জিমিও এখন আমাদের সাথে থেকে মায়াকান্না কাঁদতো আর আমরাও সন্দেহ করতে পারতাম না কিছুতেই। মেডেলটা কোথায় পড়তে পারে সে সম্পর্কে বোধহয় স্পষ্ট কোনো ধারনা ছিলো না ওর। তাই টাকা দিয়ে সঙ্গীকে বিদায় করার পর ঘরে গিয়ে যখন দেখলো মেডেলটা নেই তখনই গোলমাল হয়ে গেলো সবকিছু। সাথে সাথে ওর অবচেতন মন সাবধান করে দিলো ওকে। ওটা আমার রুমে পড়ার অর্থ ও পরিণাম কি হতে পারে, তা অজানা ছিলো না ওর। হয়তো এখানে এসে চেক করার ইচ্ছাও ওর হয়েছিলো। কিন্তু ততোক্ষণে মার্টিনের জ্ঞান ফিরে এসেছে মনে করে আর সাহস পায়নি। শেষ পর্যন্ত জ্যাকসনে তার সঙ্গীর কাছে চলে যাওয়াই ঠিক করেছে ও।' ক্রিস্টমাস কার্ডের ওপর ছুটো টোকা দিলো এনড্রু। 'আমার ধারনা এই জন ওয়াল্টারই হবে সেই আরো একজন।'

ওয়াকার হা করে তাকিয়ে রইলো এনড্রুর মুখের দিকে।

'তোমার মাথা ঠিক আছে তো এনড্রু? ক্রিস্টমাস কার্ড পাঠা-

লেই যে সে জিমির সাথে ছিলো এমন ধারণা কিভাবে হলো তোমার?'

'ঠিকই ধারণা করেছি আমি মিঃ জো। জিমির সাথে অবশ্যই আরো একজন ছিলো যে দক্ষিণে থাকে।'

একটু ইতস্তত করলো ওয়াকার।

'ওয়েল, মে বি। আর্থারকে খবর দাও। ওদের ফ্লোরিডা এজেণ্টকে ওয়াল্টারের খোঁজ-খবর নেবার জন্য ম্যাসেজ পাঠাতে বলি।'

'একমিনিট মিঃ জো। এতো তাড়াহুড়োর কিছু নেই। বিগম্যানকে এই কাজে লাগাতে গেলে কতো খরচ পড়বে ভেবে দেখেছেন? আপনার হারানো টাকার অর্ধেক দাবী করে বসবে ওরা। বলা যায় না বেশিও দাবী করে বসতে পারে। আমরা বরং পিটার আর হেনরীকে জ্যাকসনে পাঠাই। ওয়াল্টারের ওখানে ওর খোঁজ পেয়ে গেলে তেরানব্বই হাজার ডলার বেঁচে যাবে আমাদের। এজন্য হয়তো কিছুদিন পিছিয়ে পড়বো তবুও চেষ্টা করতে তো কোনো দোষ নেই, কি বলেন?'

অনেকক্ষণ চিন্তা করলো ওয়াকার। কিছুই মাথায় আসছে না।

'ব্যাপারটা এখন থেকে তুমিই ডিল করবে, এনড্রু। আমি বলতে পারছি না কিছু। ফার্স্ট ফ্লাইটেই পাঠিয়ে দাও ওদের।'

পরদিন সকাল এগারোটার কিছু পর জ্যাকসনভ্যালী এয়ারপোর্টে পৌঁছলো পিটার আর হেনরী। টেলিফোনে রেণ্ট-এ-কার সার্ভিস থেকে একটা শেভ্রোল ভাড়া করে রিসিপশন কাউন্টারে বসা মেয়েটার কাছ থেকে জ্যাকসন যাবার সোজা পথটা জেনে নিলো।

প্যাসেঞ্জার সীটে উঠে বসলো হেনরী। এটা তার একটা পুরোনো অভ্যাস। তাছাড়া সিনিয়রের অহংকারটাও আছে।

টুকিটাকি কথাবার্তা বলতে বলতে চললো ওরা। আধ ঘণ্টা পর

একটা বাঁক নিয়ে প্রবেশ করলো অসংখ্য ফ্রুট ক্যানিং ফ্যাক্টরিতে গিজ গিজ করা ছোট্ট শহর জ্যাকসনে।

মেইন রোড ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো গাড়ি। হোটেল, সিনেমা হল, পোস্ট অফিস ইত্যাদি পেরিয়ে একটা বারের সামনে এসে থামলো।

'চলো গলাটা একটু ভিজিয়ে নেয়া যাক,' বললো হেনরী। 'হয়তো ওয়াল্টারের খোঁজ খবরও পেয়ে যেতে পারি এখানে।'

গাড়ি থামাতেই অনেক কৌতূহলী মানুষ তাকালো ওদের দিকে। কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে গটগট করে বারের ভেতর ঢুকে গেলো হেনরী আর পিটার।

অনেক লোক। বেশির ভাগই বুড়ো বুড়ি। সবাই হা করে তাকিয়ে রইলো ওদের দিকে।

টাকমাথা বিশাল বপু বারম্যান ঠোঁটে একটু হাসি ঝুলিয়ে এগিয়ে এলো।

'মর্নিং, জেন্টস্। কি খেদমত করতে পারি?'

'বীয়ার।' বললো হেনরী।

'আমাদের শহরে নতুন আগন্তুক দেখে খুব খুশি হলাম। আমি টমাস অ্যালফ্রেড। ওয়েল কাম জেন্টস্।'

হেনরী দেখলো, বারম্যান সন্দেহজনক ভাবে বার বার তাকাচ্ছে ওদের দিকে। বোধহয় ওর গালের কাটা দাগটা বেশি ভাবিয়ে তুলেছে।

'চমৎকার শহর,' ড্রিংক শেষ করে বললো হেনরী।

'হ্যাঁ, খারাপ নয়। তবে বেশি বয়সী লোকেরা শ্রী নষ্ট করে ফেলেছে শহরটার। বিকেলে দেখবেন চেহারা পাল্টে গেছে একেবারে।

বাড়তি আয়ের আশায় দলে দলে তরুণ তরুণী এসে ভিড় করবে, তখন একে সুন্দরই বলা যাবে।'

'হ্যাঁ।' ওয়ালেট থেকে একটা কার্ড বের করে কাউন্টারের ওপর দিয়ে বারম্যানের দিকে ঠেলে দিলো হেনরী। এ ধরনের কার্ড সব-সময়ই তার ওয়ালেটে দু'একটা থাকে। অনেক সময় বিনা পরিশ্রমে ইনফরমেশন জোগাড় করা যায়।

'আমাকে দিচ্ছেন?' জানতে চাইলো বারম্যান।

'হ্যাঁ, জাস্ট এমনিই দিলাম।'

বারের পেছন থেকে একটা চশমা এনে গ্লাস পরিষ্কার করে চোখে লাগালো বারম্যান।

কনুই দিয়ে গুতো মেরে পিটারকে চুপ থাকার জন্য ইশারা করলো হেনরী।

কার্ডটা চোখের সামনে তুলে ধরলো অ্যালফ্রেড।

অ্যামেচার ডিটেকটিভ এজেন্সি

সানফ্রানসিসকো

প্রেজেনটেড বাই : ডিটেকটিভ হেইগ।

চশমাটা খুলে হেনরীর দিকে তাকালো অ্যালফ্রেড।

কার্ডের ওপর একটা টোকা মেরে বললো, 'ইনি কি আপনি?'

'হ্যাঁ, এবং উনি আমার সহকারী।' পিটারকে দেখিয়ে বললো হেনরী।

'ডিটেকটিভ, অ্যাঁ? আমি ভেবেছিলাম অন্য কিছু হবেন।'

'প্রাইভেট,' খুব গম্ভীর হয়ে বললো হেনরী। 'আশা করি আমা-দেরকে সাহায্য করবেন।'

এক পা পিছিয়ে গিয়ে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকালো অ্যালফ্রেড।

'এই ছোট্ট শহরে আপনাদের জন্য কিছুই নেই, জেন্টস্। নিশ্চিন্তা দিচ্ছি আমি।'

আরো একটা করে ড্রিংক দিতে বললো হেনরী।

ড্রিংক দুটো সার্ভ করে দাঁড়িয়ে রইলো বারম্যান।

এক ঢোক গলায় ঢেলে হেনরী বললো, 'ডিটেকটিভদের কাজকর্ম বলতে সাধারণতঃ যা বোঝায় শুধু তাই নয়, কমিশন পেলে যে কোনো ধরনের কাজ করি আমরা। মিঃ জন ওয়াল্টার নামে চেনেন কাউকে?'

'অবশ্যই চিনি।' আরো সতর্ক হলো অ্যালফ্রেড। 'কি প্রয়োজন তাকে?'

কুৎসিত ভাবে হাসলো হেনরী।

'আমার প্রয়োজন নেই। বরং তারই অনেক প্রয়োজন আমাকে। তাকে কি পাওয়া যাবে এখানে?'

মুখের ভাব কঠিন হলো অ্যালফ্রেডের।

'মিঃ ওয়াল্টার সম্পর্কে কিছু জানার থাকলে পুলিশের কাছে যেতে পারেন আপনারা। তার মতো এতো ভাল লোক জীবনে দেখিনি আমি। দয়া করে পুলিশের কাছে যান। ওখানেই সব জানতে পারবেন।'

শরীর দুলিয়ে হো হো করে হেসে উঠলো হেনরী।

'সে যে ভালো লোক তা জানি আমরা। কিন্তু কি জন্য খুঁজছি তা জানার আগেই দেখছি চটে গেছেন আপনি। শুনুন, কিছুদিন হলো মিঃ ওয়াল্টারের খালা মারা গেছেন। মারা যাবার আগে তার সমস্ত ধন সম্পত্তি, টাকা-পয়সা উইল করে গেছেন মিঃ ওয়াল্টারের নামে। সেই কাগজপত্র বুঝিয়ে দেবার জন্যই তাকে খুঁজছি।'

হঠাৎ চকচক করে উঠলো অ্যালফ্রেডের চোখ দুটো। 'শিওর

জেন্টস্? সত্যিই কি টাকা-পয়সা পেতে যাচ্ছেন তিনি?'

'হ্যাঁ পাবেন। কিন্তু কতো পাবেন তা বলবো না আমি। তিনি এ শহরে থাকেন বলে জানানো হয়েছে আমাদের। কিন্তু ঠিকানাটা বলতে পারেনি কেউ।'

হেনরীর গাঁজাখুরি গল্প শুনে একেবারে থ হয়ে গেছে পিটার। মুখের ভাব আর বলার ভঙ্গীতে এমন একটা স্বাভাবিকতা ছিলো যে, অ্যালফ্রেড কেন, তার নিজেরও অবিশ্বাস করার যো ছিলো না।

'মিঃ ওয়াল্টার আমার বন্ধু মানুষ, তার জন্য একটা সুখবর নিয়ে এসেছেন জেনে খুশি হলাম। কিন্তু বলতে দুঃখিত হচ্ছি জেন্টস্, এখন এখানে নেই তিনি। কি লজ্জার কথা। গতো সপ্তাহেই নর্থে বেড়াতে বেরিয়েছেন।'

'কদ্দিন থাকবেন সেখানে?'

'তা তো জানি না, জেন্টস্। প্রায়ই ওদিকে যান উনি। কখনও সপ্তাহে ফিরেন, কখনও মাসে। কিন্তু ফিরবেনই। চিরকুমার মানুষ। কোনো ঝামেলা নেই। শুধু ছোট্ট ঘরটা বন্ধ করেই বেরিয়ে পড়েন।'

'উত্তরে কোথায় যান উনি?'

মাথা নাড়লো অ্যালফ্রেড।

'তা বলেননি কখনও। এখানে এসে বসেন, বীয়ার খান, গল্প করেন, তখন হয়তো কথা প্রসঙ্গে নর্থে যাবার কথা বলেন। কিন্তু কোথায় যাবেন তা আমিও কখনও জিজ্ঞেস করিনি, আর উনিও কখনও বলেননি আমাকে।'

একটা সিগারেট ধরিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করলো হেনরী।

'মিঃ ওয়াল্টারের অনুপস্থিতিতে তার বাড়ি ঘর কে দেখা শোনা করে?'

শব্দ করে হাসলো অ্যালফ্রেড।

'দেখা-শোনা করার মতো কিছু নেই তার। না, ঠিক বলিনি। মানে এমন একটা নির্জন জায়গায় থাকেন তিনি যেদিকে সহজে কেউ যায় টায় না।'

'ঠিক কোথায় বাড়িটা ?'

'হ্যামটন হিলের পাশে। মেইন রোড ধরে কিছুদূর যাবার পর হাতের বাঁয়ে পুরোনো একটা রাস্তা দেখবেন। সেদিক দিয়ে মাইল দুয়েক এগোনোর পর একটা ফার্ম হাউস পড়বে সামনে। ফার্মটা পেরিয়ে আরো এক মাইল যাবার পর হাতের ডান পাশে ক্লাপ রোডের যে বাড়িটা দেখবেন সেটাই ওয়াল্টারের।'

'না, থাক। খালি বাড়িতে গিয়ে কি হবে। আমরা বরং চিঠিতেই যোগাযোগ করবো। ঠিকানাটা হলো হ্যামটন হিল, জ্যাকসন। এই তো ?'

'হ্যাঁ, তাই ভালো। উত্তরাধিকার সূত্রে টাকা-পয়সা পাবার খবর শুনলে আমার বন্ধু খুব খুশি হবেন। খালা ? জেসাস ! এতো বয়স পেয়েছেন তিনি ? মিঃ ওয়াল্টারই তো এখন সত্তরের ওপরে।'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো হেনরী।

'সত্তর ?'

'হ্যাঁ তাই। গতো মাসেই তিনি তার সত্তরতম জন্ম বার্ষিকী উদ্-যাপন করেছেন। কিন্তু এতো বয়স হলে কি হবে, আমার বন্ধু এখনও ভীষণ শক্ত। কোনো কাজে ভুল-ভ্রান্তি হয় না।'

'ভালো। আশা করি একদিন দেখতে পাবো তাকে। আপনার সাথে কথা বলে খুব খুশি হলাম।'

হ্যাণ্ডশেক করে চোখ ধাঁধানো রোদে বেরিয়ে এলো হেনরী ও পিটার।

'কিছু টিন ফুড আর স্কচের বোতল দরকার, পিটার।'

'কেন ?' আশ্চর্য হয়ে জানতে চাইলো পিটার।

'কোনো প্রশ্ন করো না। ভুলে যাও কেন আমি তোমার সিনিয়র। যা বলছি করো। যাও, অন্তত দু'দিনের খাবার নিয়ে আসবে। দেখছো না, বুড়ো ভামগুলো কি ভাবে গিলছে আমাদের। বারবার আসা যাবে না শহরে।'

একটা জেনারেল স্টোরের দিকে এগোলো পিটার। গাড়ির ব্যাক সীটে আধশোয়া হয়ে বসে মুখের ওপর হ্যাটটা নামিয়ে দিলো হেনরী।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এলো পিটার। হাতে বড় একটা ঝুড়ি। ঝুড়িটা হেনরীর পাশে রেখে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসলো ও।

'সিনিয়র, কি করবো এখন ?' ঝাঁঝের সাথে জানতে চাইলো পিটার।

'হ্যামটন হিল না কি যেন নামটা ওখানে যাবো।'

'খালি বাড়িতে গিয়ে লাভ ?'

'আবার প্রশ্ন ? বাড়িতে যাবো কে বললো তোমাকে। বললাম না হিলে যাবো। ওখান থেকেই বাড়িটার ওপর নজর রাখবো আমরা। জিমি যদি ইতিমধ্যে পৌঁছে গিয়ে থাকে তবে একবার না একবার ওকে দেখা যাবেই। আর যদি আসার পথে থাকে তবে এখানে ওর জন্য কেউ অ্যামবুশ করে থাকতে পারে এ কথা কস্মিন কালেও ভাববে না ও।'

ব্যাপারটা বুঝতে একটু সময় লাগলো পিটারের। তারপর হেসে মাথা ঝাঁকালো।

ছুটে চললো শেভ্রোল হ্যামটন হিলের দিকে।

পাঁচ

কোনের একটা টেবিলে বসে হ্যামবার্গার আর কফির অর্ডার দিলো জিমি। তাকালো চারপাশে। হৈ চৈ আর শোরগোল। ট্রাক ড্রাইভাররা আসছে, চীৎকার করে অর্ডার দিচ্ছে। খাচ্ছে। বেরিয়ে যাচ্ছে। বসার জায়গা না পেয়ে অনেকে খাচ্ছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, জটলা পাকিয়ে। একটা জিনিস লক্ষ্য করলো জিমি। বেশির ভাগ ড্রাইভারই একে অপরকে চেনে। সম্ভবত অনেক দিন একই লাইনে গাড়ি চালিয়ে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে। নতুন একজন যেই প্রবেশ করছে অমনি চার পাঁচজন হাত তুলে হেই হেই করে স্বাগত জানাচ্ছে।

ঘড়ি দেখলো জিমি। পাঁচটা পঁচিশ। দেরি করা চলে না আর। যতো জলদি সম্ভব কেটে পড়া উচিত। তার ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে যে ড্রাইভারটা খাচ্ছে, অনুরোধ করলো তাকে। কিন্তু কোম্পানীর রুল মোতাবেক প্যাসেঞ্জার বহন করার নিয়ম নেই বলে দুঃখ প্রকাশ করলো লোকটা।

হতাশ হয়ে বসে রইলো জিমি। প্রকাণ্ড এক বডি বিল্ডার ঢুকলো এ সময়। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলো ও। একজন ড্রাইভারও হাত তুললো না তাকে দেখে। কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সোজা কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো বডি বিল্ডার। কেক আর কফির অর্ডার দিয়ে খালি টেবিলের জন্য তাকালো এদিক-ওদিক। এই মাত্র

খালি হওয়া সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে হাত তুলে ডাকলো তাকে জিমি। এক হাতে কফির কাপ ও অন্য হাতে কেক নিয়ে জিমির সামনে এসে বসলো লোকটা।

ভালো মতো দেখলো জিমি ওকে। সাবেক বক্সার হতে পারে। থ্যাবড়া নাক, চোখের ওপরে নিচে অসংখ্য সেলাই আর কাটা দাগগুলো যে কারও পিলে চমকে দেবার জন্য যথেষ্ট।

'আমি হিলার। জন হিলার।' কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললো বডি-বিল্ডার। 'সবসময়ই ওভারফুল থাকে এই নরকটা।'

'আমি রজার,' মাথা বো করে বললো জিমি।

একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার ঘড়ি দেখলো জিমি। একটু একটু করে বয়ে যাচ্ছে সময়। ওয়াকারের কথা মনে হতেই চমকে উঠলো।

'সাউথে যাচ্ছেন?' জানতে চাইলো জিমি।

মুখ তুলে তাকালো হিলার।

'হ্যাঁ, ওদিকেই যাচ্ছি। আপনি ট্রাক নিয়ে যাচ্ছেন না?'

'না, একটা লিফট খুঁজছি। অবশ্য যা ভাড়া লাগে দেবো। আপনি কি জ্যাকসনভ্যালীর কাছাকাছি যাবেন কোথাও?'

'ভেরো বীচের ডানে যাবো।' জিমির দিকে একটু তাকিয়ে আবার খাওয়ায় মন দিলো হিলার। কিছু খেয়ে বললো, 'ঠিক আছে, আপনি আসতে পারেন আমার সাথে। এজন্য দিতে হবে না কিছু। দূর পাল্লার পথে একা খুব বোরিং লাগে। একজন সঙ্গী পেলে মন্দ হবে না।'

'থ্যাংকস।' মনে মনে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিয়ে বললো জিমি, 'দেরি হবে আপনার?'

'না। এই আবর্জনাগুলো গিলেই ছুটবো।'

'ঠিক আছে, আমি বাইরে অপেক্ষা করছি। আপনি খেয়ে আসুন।'

বিল মিটিয়ে টয়লেটে ঢুকলো জিমি। হাতমুখ ধুয়ে ফুরফুরে ঠাণ্ডা বাতাসে বেরিয়ে এলো বাইরে। একটার পর একটা ট্রাক চলে যাচ্ছে গর্জন করতে করতে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে ও। আর বার বার তাকাচ্ছে কাফের দরজার দিকে। এখনও আসছে না কেন হিলার। অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে। ওয়াকারের কথা মনে হতেই আবার কেঁপে উঠলো শরীরটা। সে জানে, কাউকে খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হবে না ওয়াকারের লোকেরা। তার ওপর আবার মাফিয়া। এতোক্ষণে তার কানেও হয়তো পৌঁছে গেছে খবরটা। তাই সবসময় এগিয়ে থাকতে হবে তাকে। রহস্যময় এক টুকরো হাসি ফুটে উঠলো ঠোঁটে। কে জানে, হয়তো একটা ইতিহাসও সৃষ্টি করে ফেলতে পারে সে। মাফিয়াকে বিট দেবার মতো প্রথম লোকও হয়ে যেতে পারে। কে জানে···

পুরোনো একটা ট্রাকের সামনে এসে দাঁড়ালো হিলার। কমলার ঝুড়িতে ঠাসা ট্রাকটা। জিমিও গিয়ে দাঁড়ালো ওর পাশে।

কেবিনে উঠে জিমিকে পাশের সীটে উঠতে বললো হিলার। ট্রাকের সামনে দিয়ে ঘুরে এসে হিলারের পাশে উঠে বসলো জিমি। ফুয়েল আর ঘামের গন্ধ ঝাপটা মারলো ওর নাকে। মচমচ করে প্রবল আপত্তি জানালো স্প্রিংগুলো। একটা ফুটে গেলো বুঝি। মনে মনে কষে একটা গালি দিতে গিয়েও সামলে নিলো জিমি। ভাবলো, তবু তো পাওয়া গেছে।

স্টার্ট দিলো হিলার। জিমির মনে হলো, এক ডজন ফাইটার প্লেন গর্জে উঠলো একসাথে।

'ঘাবড়ে যেয়ো না ম্যান,' বললো হিলার। এই বানচোত এখনও সাউথে যাবার ক্ষমতা রাখে। বয়স বেশি হলে কি হবে।'

গিয়ার লিভার সামনে ঠেলে দিয়ে হাইওয়েতে উঠে এলো

হিলার। ইঞ্জিনের প্রচণ্ড শব্দ আর ভাইব্রেশনের ধাক্কা অসহ্য লাগলো জিমির কাছে। অনেক সময় বসে থাকতে হবে এই নরকে। মনটা খারাপ হয়ে গেলো প্রথমে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভরে গেলো স্বস্তিতে। তাহলে সত্যিই জ্যাকসন যেতে পারবে সে।

চুপচাপ বসে আছে দু'জন। ষাট মাইল স্পীডে ছুটছে ট্রাক। যেন অনন্তের পথে ছুটে চলেছে, বিরামহীন। অনেকক্ষণ কেটে গেলো এভাবে। এক সময় শব্দটা একটু বদলে গেলো ট্রাকের। সেই সাথে স্পীডও নেমে এলো অনেকটা। ঝট করে হিলারের দিকে তাকালো জিমি। যা দেখলো তাতে চোখ কপালে উঠলো ওর। মুখ বিকৃত করে বাম হাতে স্টিয়ারিং ধরে আছে হিলার, আর ডান হাতে প্রচণ্ড জোরে ঘুষি মারছে নিজের কপালে। মোট চারবার এভাবে মারলো হিলার। ভয় পেয়ে গেলো জিমি। হিলারের ঐ একটা মাত্র ঘুষি যে কোনো লোককে ধরাশায়ী করে দিতে পারবে।

'ফর গডস্ সেক! থামুন।' চেঁচিয়ে উঠলো জিমি। 'আপনি তো নিজেই নিজেকে জখম করে ফেলবেন।'

দাঁত বের করে একবার হাসলো শুধু হিলার।

'এই মাথা ব্যথার চেয়ে নরকবাসও ভালো আমার জন্য। একটা মাস যাবৎ জ্বালাচ্ছে আমাকে। কোনো ওষুধে ধরছে না। ফরগেট ইট, মিঃ রজার।'

'মাথা ব্যথায় ভুগছেন আপনি?'

'আমার খেলা খেললে আপনাকেও ভুগতে হতো।' আস্তে আস্তে ট্রাকের স্পীড আবার তুললো হিলার। 'আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, একসময় আলী দ্য গ্রেটেস্টের স্প্যারিং পার্টনার ছিলাম আমি। ক্রাউন জয় করার ভাগ্য যদিও কখনও হয়নি আমার। কিন্তু

আলী ও ফ্রেটেস্টের সাথে লড়ার সৌভাগ্য হয়েছে। কিছুই নেই আজ। আছে শুধু আমার হস্তিনী স্ত্রী আর এই ট্রাকটা।'

বুঝতে পারলো জিমি, ভীষণ হতাশায় ভুগছে লোকটা। এজন্যই জেফ্রির কাফেতে কেউ কথা বলেনি ওর সাথে।

'গেছে মাথা ব্যাথা?'

'হ্যাঁ ঠিক আছে এখন। কষে দু'তিনটে মারলে তবেই যায়।'

একটা সিগারেট ধরালো জিমি।

'আপনাকে দেবো একটা?'

'না অভ্যেস নেই। আপনি কোত্থেকে আসছেন, মিঃ রজার?'

'নিউইয়র্ক থেকে।' মিথ্যে কথা বললো জিমি। 'এদিকে আসিনি কখনও। শুনেছি জায়গাটা চমৎকার। তাই ভাবলাম একবার ঘুরে আসি।'

'শুধু ভ্রমণের উদ্দেশ্যে, অ্যাঁ?'

'হ্যাঁ।'

আবার নীরবতা নেমে এলো ট্রাকের কেবিনে। একটানা গোঁ গোঁ শব্দে এগিয়ে চলছে ট্রাক। কানে সয়ে গেছে শব্দটা।

ময়লা উইণ্ডশীল্ডের ভেতর দিয়ে একদৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে আছে জিমি। দু'পাশে গভীর কমলা লেবুর বাগান। ঘড়ি দেখলো। সাড়ে সাতটা। কতোক্ষণ এই নরকে বসে থাকতে হবে কে জানে।

'আর কতো দূর জ্যাকসনভ্যালী?' এক সময় জানতে চাইলো জিমি।

'এই কুত্তার বাচ্চাটা রাস্তায় বিগড়ে না গেলে চারটার দিকে পৌঁছে যাবো। খুব তাড়া আছে নাকি আপনার?'

'না।'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার বললো হিলার, 'বিয়ে করেছেন?'

'না।'

'আমিও তাই ধারণা করেছিলাম। বিয়ে করলে ঘুরে বেড়াতে পারতেন না এভাবে। সব পুরুষই একজন ভালো স্ত্রী চায়। কিন্তু এদিক দিয়ে খুব দুর্ভাগা আমি।

কোনো মন্তব্য করলো না জিমি।

'আপনি খুব লাকি ম্যান যে বিয়ে করেননি এখনও,' বলে চললো হিলার। 'আমার স্ত্রী একটা হস্তিনী। জগতে একমাত্র সেক্স ছাড়া আর কিছু বোঝে না ও। নিত্য নতুন সঙ্গী না হলে রাতে ওর ঘুম হয় না। কিন্তু জানি আমি, একবার কেউ ওর বিছানায় গেলে দ্বিতীয় বার আর ওমুখো হতে চায় না সে।' ষাট মাইল স্পীডে থাকা অবস্থায় আবার কপালে মারতে লাগলো হিলার। এবার সত্যি ঘাবড়ে গেলো জিমি। 'কিন্তু কিছু বলতে পারবো না ওকে,' কপালে মারা বন্ধ করে শুরু করলো ও। 'কিছু বললেই দেখা যাবে দোরগোড়ায় ওর বাবার লাঠিয়ালরা এসে হাজির। জীবনটা নরক হয়ে গেলো আমার।'

হিলারের স্ত্রী প্রসঙ্গ উঠতেই ডীনার কথা মনে পড়লো জিমির। কি ঘটেছে ওর কপালে কে জানে। ওয়াকার কি··· ? একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চিন্তাটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলো ও।

'ভীষণ গরম লাগছে।' ডান হাতের এপিট ওপিট দিয়ে মুখের ঘাম মুছলো হিলার। দু'পাশে জলা ভূমি আর জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে এখন এগোচ্ছে ওরা।

'এ জায়গাটাকে খুব ভয় করি আমি,' বললো হিলার। 'সাপের জঙ্গল বলে সবাই চেনে এটাকে। দেখবেন, রাস্তার পাশেও দু'একটা

দেখা যাবে। অবশ্য খুব বেশি বড় নয় জঙ্গলটা। এর পরেই নয়ন ভোলানো এলাকায় পৌঁছে যাবো আমরা। সত্যিকার অর্থেই পল্লী, দ্য সাউথ।'

'লক্ষ্য করলো জিমি, কথা বলতে বলতে হুইলের ওপর একটু বেশি ঝুঁকে পড়েছে হিলার। ওর চকচকে চোখ আর মুখের কঠিন ভাব দেখে ছ্যাত করে উঠলো জিমির ভেতরটা। দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে হিলার। শক্ত করে ধরে রেখেছে হুইল। হাতের মাংসপেশী ফুলে উঠেছে, যেন হুইলের সাথে যুদ্ধ করছে ও।

'একটু আস্তে চালান,' শঙ্কিত হয়ে বললো জিমি।

'একেই দ্রুত বলছেন, অ্যাঁ?' মাথা ঘুরিয়ে জিমির মুখের দিকে তাকালো হিলার। মুখের সেলাইয়ের দাগগুলো ভীষণ ভাবে ফুলে উঠছে ওর। রীতিমতো ভয় পেলো জিমি।

'কেন নরটন আর জো ফ্রেজিয়ারের কাছে হেরে গিয়েও আবার বদলা নিয়েছিলেন আলী। দ্য গ্রেটেস্ট......লাইক মি।'

'সামনে তাকিয়ে চালান,' ধমকে উঠলো জিমি।

বোকার মত একটু হাসলো হিলার। তারপর হুইল থেকে দু'হাত তুলে সজোরে মারতে লাগলো মাথায়। লাফ দিয়ে হুইলটা ধরতে গেলো জিমি। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ততোক্ষণে। একটা ঝাঁকি খেয়ে সবেগে হাইওয়ে ছেড়ে কাঁচা রাস্তায় নেমে এলো ট্রাকটা। কাঁকর মেশানো মাটিতে টায়ার ঘষার তীক্ষ্ণ শব্দ হলো। তারপর প্রচণ্ড বেগে ঢুকে গেলো জঙ্গলে।

ছিটকে সজোরে দরজার সাথে ধাক্কা খেলো জিমি। হ্যাণ্ডেলের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়লো দেহের। অকস্মাৎ খুলে গেলো দরজা। উড়ে গিয়ে একটা ঝোপের ওপর পড়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়লো ও।

চিৎ হয়ে শুনতে পেলো, ছোট ছোট ঝোপ ঝাড় ভেঙে আরো কিছুদূর এগিয়ে গেলো ট্রাকটা এবং পরক্ষণেই কোনো কিছুর সাথে প্রচণ্ড বেগে সংঘর্ষ হলো। মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেলো সবকিছু। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো জিমি, একটা গাছের সাথে ধাক্কা লেগে থেমে গেছে ট্রাকটা এবং পর মুহূর্তেই ফুয়েল ট্যাঙ্কে বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজ হলো। আগুন আর ধোঁয়ায় ঢেকে গেলো পুরো ট্রাকটা।

বহু কষ্টে উঠে জ্বলন্ত ট্রাকের দিকে এগোলো জিমি। কিন্তু টায়ারে আগুন লেগে গেছে ততোক্ষণে। কালো ধোঁয়া ছাড়া আর দেখা যাচ্ছে না কিছুই। অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। হঠাৎ হুঁশ হলো ওর। টায়ার পোড়া কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে এতো ওপরে উঠেছে যে এক্ষুণি কোনো হাইওয়ে পেট্রোল কার এসে পড়বে এখানে। এ অবস্থায় ওকে দেখতে পেলে নিশ্চয়ই জেরা করবে, সার্চ করবে, তারপর যদি সাথে পিস্তল দেখতে পায় তবে তো কথাই নেই।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে পায়ে চলার একটা সরু পথ দেখে সেদিকেই এগোলো জিমি। হঠাৎ মনে হলো, ওর ডান পায়ের গোড়ালীর জয়েন্টটা ভীষণ ব্যথা করছে। খুব কষ্ট হচ্ছে হাঁটতে। ভেঙে গেছে বোধহয়। শঙ্কিত হয়ে পড়লো মনে মনে। সত্যিই যদি ভেঙে গিয়ে থাকে তবে ভাঙা পা দুর্ভোগ ডেকে আনবে কপালে।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পাঁচশো গজও যেতে পারেনি এর মধ্যে সাইরেনের শব্দ শুনে চমকে উঠলো জিমি। ধক করে উঠলো বুকের ভেতর। এক পায়ে কোনো রকমে লাফাতে লাফাতে কিছুদূর গিয়ে পড়ে গেলো ধপাস করে। পড়েই দাঁতে দাঁত চেপে উঠে দাঁড়ালো আবার। মনে মনে বললো, যতো কষ্টই হোক এখান থেকে পালাতে হবে তাকে। পায়ের ব্যথাটাও বেড়ে গেছে আরো। গোড়ালীতে যেন আগুন ধরে গেছে।

বহু কষ্টে একশো গজের মতো গিয়ে বাঁ পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়ালো। দরদর করে ঘামছে ও। আর পারছে না। মনে হলো এক্ষুণি বুঝি জ্ঞান হারাবে। কিন্তু পেট্রোল কারের শব্দ আর বেঁচে থাকার আকাঙ্খা জাগিয়ে রাখলো ওকে। এক পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে তাকালো চারপাশে। ঠিক ওর ডান পাশেই একটা ঘন ঝোপ। এতো ঘন যে সূর্যের আলো পর্যন্ত পৌঁছায়নি ভেতরে। তাছাড়া পায়ে চলার পথ থেকে ঝোপটা একটু দূরে দেখে পছন্দ হলো ওর। এর ভেতর কেউ লুকোলে দূর থেকে কারো না দেখারই কথা। বহু কষ্টে শরীরটা টেনে টুনে ঝোপের ভেতর এনে ভেজা স্যাঁত স্যাঁতে মাটিতে পা লম্বা করে বসে পড়লো ও।

ঝোঁপের ভেতর গিয়ে বসার কিছু পর পেট্রোল পুলিশের গাড়ি এলো, তার কিছু পর অ্যাম্বুলেন্স এলো, রিপোর্টার এলো, ছবি তুললো তারপর একে একে সবাই চলে গেলো। ঝোপের ফাঁক দিয়ে সব দেখলো জিমি। জঙ্গল এখন শান্ত। ঘড়ির দিকে তাকালো। একটা পাঁচ। প্রচণ্ড তৃষ্ণা পেয়েছে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। হাইওয়েতে খাবার কথা ভাবলো মনে মনে। ওখানে যেতে পারলে একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

ক্রলিং করে ঝোপ থেকে সরু রাস্তায় বেরিয়ে এলো ও। কোনো রকমে বাঁ পায়ে ভর করে উঠে দাঁড়ালো। আস্তে আস্তে ডান পায়ে শরীরের ভরটা চাপালো একটু। সাথে সাথে ব্যথায় কুঁচকে গেলো সারা মুখ। অসহ্য একটা যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়লো পা থেকে মাথা পর্যন্ত। আরো কিছুক্ষণ বসে থাকলে ব্যথাটা কমতে পারে ভেবে, পুনরায় ঝোপের দিকে যেই ঘুরেছে অমনি দেখতে পেলো ও সাপটা।

সর্বনাশ। ওর পায়ের কাছ থেকে মাত্র সাত ফুট দূরে কুণ্ডলী

পাকিয়ে আছে একটা কটন মাউথ সাপ। ওর সাড়া পেয়েই ফোঁস করে উঠলো। জলপাই সবুজ মাথা আর লকলকে জিহ্বা দেখে ভয়ে পাথর হয়ে গেলো জিমি। কাটা দিয়ে উঠলো সারা শরীর। মুহূর্তে পায়ের ব্যথাটার কথা ভুলে গেলো ও। দাঁড়িয়ে রইলো অনড় মূর্তির মতো। নিঃশ্বাস ফেলতেও যেন ভয় পাচ্ছে। সাপটাও স্থির, ছবির ফণা তুলে আছে ওর দিকে। শুধু লাল জিহ্বাটা লকলক করে এক-বার বেরোচ্ছে আবার ভেতরে যাচ্ছে।

একটু একটু করে বয়ে যাচ্ছে সময়। একবার গুলি করার কথা ভাবলো জিমি। কি ভেবে থামলো। দেখা যাক।

দম আটকে আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো এভাবে। হঠাৎ এক সময় দেখলো আস্তে আস্তে কুণ্ডলী মুক্ত হচ্ছে সাপটা। সাথে সাথে ঘাড়ের চুলগুলো খাড়া হয়ে গেলো জিমির। এই বুঝি তেড়ে এলো। কিন্তু না। ও যে ঝোপে লুকিয়ে ছিলো সেই দিকেই সর সর করে চলে গেলো ওটা। হাতের চেটো দিয়ে কপালের ঘাম মুছলো জিমি।

আর থাকা চলে না এখানে। প্রচণ্ড তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। তাছাড়া আবার কোনটা কোথায় ফোঁস করে উঠবে কে জানে। এক পায়ে কোনো রকমে লাফিয়ে এগোলো হাইওয়ের দিকে। মাত্র দশ কদম এগিয়েছে। হঠাৎ ব্যালান্স হারিয়ে শরীরের সমস্ত ভার এসে পড়লো খোঁড়া পায়ের ওপর। আর্তনাদ করে উঠলো ব্যথায়। চোখের সামনে দুলে উঠলো জঙ্গলটা। টলমল করে ধপাস করে পড়ে গেলো থামের মতো মোটা একটা শিকড়ের ওপর। এক রাস অন্ধকার গ্রাস করলো ওকে। মুহূর্তে জ্ঞান হারালো জিমি।

'এদিকে আসার হলে এতোক্ষণ এসে যেতো,' কিছু স্কচ গলায় ঢেলে বললো হেনরী।

একটা গর্ত মতো জায়গায় অ্যামবুশ করে আছে ওরা। ওয়াল্টা-রের বাড়ির প্রবেশ পথটা দেখা যায়। বাড়ি পেরিয়ে প্রায় পাঁচশো গজ দূরে একটা গাছের আড়ালে রেখে এসেছে শেভ্রোলেটা।

'কি হয়েছে তাতে?' বোতলের গায়ে টুংটাং শব্দ করে বললো পিটার। টেনশন মুক্ত থাকার জন্য স্কচ একটু বেশি খেয়ে ফেলেছে ও।

'শহরে গিয়ে বসের সাথে ফোনে কথা বলে আসি,' বললো হেনরী। 'তিনি খুব চিন্তায় আছেন আমাদের জন্য। আর আমরাই বা কতোক্ষণ বসে থাকবো এই কবরে। আট ঘন্টা তো পেরিয়ে গেছে এরমধ্যে।'

'কি হয়েছে তাতে?' আবারো বললো পিটার। 'যে কোনো মুহূর্তে উদয় হতে পারে সোনার চাঁদ। এখানেই থাকো তুমি।'

পিটারের কথায় কান দিলো না হেনরী। উঠে দাঁড়ালো গর্তের ভেতর। 'যাচ্ছি আমি। বস্ নিশ্চয়ই চিন্তা করছেন।'

'গুলি মারো তোমাদের শহরে যাওয়া।' একটু বেশি খেলেও এ জ্ঞান লোপ পায়নি পিটারের। হঠাৎ জিমি এসে পড়লে একা তার পক্ষে ওকে সামলানো খুব কষ্টকর হয়ে পড়বে। তাই হেনরীকে যেতে দিতে চাইছে না সে। 'ঘন্টা দুয়েক না হয় আরো দেখি, তারপর দুজনে একসাথে যাওয়া যাবে।'

'শাট আপ।' ধমকে উঠলো হেনরী। 'বেশি বকবক করো না। নজর রেখো বাড়ির দিকে।' গর্ত থেকে বেরিয়ে গাড়ির দিকে এগোলো হেনরী।

ঠিক বিশ মিনিট পর শহরের একটা টেলিফোন বুথ থেকে ওয়াকা-রের সাথে কথা বললো হেনরী. 'বস্, আট ঘন্টা ধরে লুকিয়ে আছি ওয়াল্টারের বাড়ির সামনে। এ পর্যন্ত কারো দেখা নেই। হিসেব

মতো আমাদের আগেই জিমির এখানে পৌছাবার কথা। আমার মনে হয় অন্য দিকে পালিয়েছে ও। কি করি এখন বস্?'

'হ্যাঁ, অন্যদিকেও যেতে পারে,' বললো ওয়াকার। 'ঠিক আছে, আগামীকাল আটটা পর্যন্ত ওখানেই অপেক্ষা করো। এরমধ্যে না এলে চলে এসো তোমরা।'

'আপনি যা-ই বলুন বস্, গর্তের ভেতর রাত কাটানো যে কি কষ্টের হবে......'

কথা শেষ করতে পারলো না হেনরী। তার আগেই ধমকে ফোন রেখে দিলো ওয়াকার।

'জ্যাকসন না গিয়ে সাউথের অন্য কোনো শহরেও যেতে পারে,' বললো এন্ড্রু। 'তবে জেফ্রির কাফেতে একবার খোঁজ নেয়া উচিত আমাদের। ওকে তো অনেকেই চেনে। যদি কোনো সূত্র পাওয়া যায় ওখানে। আমি নিজে গিয়েই দেখে আসি।'

'না, এখানেই থাকবে তুমি,' ঝাঁঝের সাথে বললো ওয়াকার। 'অন্য কাউকে পাঠাও। পারলে রবিনকে পাঠাও।'

'আমি গেলেই ভালো হতো,' মুখ কাচুমাচু করে বললো এন্ড্রু। 'আমি ঠিক যেভাবে...,' ওয়াকারের রক্ত চক্ষুর দিকে তাকিয়ে গলা শুকিয়ে গেছে ওর। কথা শেষ করতে পারলো না।

'এখানেই থাকবে তুমি,' গর্জে উঠলো ওয়াকার। 'ভুলে যেয়োনা, সেফের চাবিটা শুধু তোমার কাছেই থাকে। তাই টাকা ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত শহরের বাইরে যেতে পারবে না তুমি।'

মনে মনে এটাই আশঙ্কা করছিলো এন্ড্রু। তাকেও সন্দেহের বাইরে রাখবে না ওয়াকার।

'যদি না পাওয়া যায় ওকে?' জানতে চাইলো সে।

'স্বাভাবিক ভাবেই তোমাকে সন্দেহ করবো আমি। রবিনকে বলো জেফ্রির কাফেতে গিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে আসুক।'

তিন ঘন্টা পর ওয়াকারের অফিসে ফিরে এলো রবিন। ভায়োলেন্স মোটেও পছন্দ করে না ও। এজন্য ওয়াকারের সাম্রাজ্যে বেশি ওপরে উঠতে পারেনি। শুধু উপস্থিত বুদ্ধির বলে টিকে আছে এখনও।

'অনেক সময় নষ্ট করেছো, রবিন,' বললো ওয়াকার।

'ডিটেইল জানার জন্য একটু সময় লেগেছে, বস্।' দেয়াল থেকে একটা ম্যাপ এনে ওয়াকারের ডেস্কে বিছালো রবিন। একটু ঝুঁকে তর্জনী দিয়ে নির্দিষ্ট একটা স্থানের ওপর কয়েকটা টোকা মেরে বললো, 'যতোটুকু জেনেছি তাতে মনে হয় এখন এখানে আছে জিমি।'

ভুরু কুচকে প্রথমে ম্যাপের দিকে পরে রবিনের চোখের দিকে তাকালো ওয়াকার।

'কি বাজে বকছো তুমি?'

'আমি যে তথ্য যোগাড় করেছি তাতে দেখা যায়, একজন প্রাক্তন বক্সারের ট্রাকে করে সাউথে যাচ্ছিলো জিমি। কিন্তু ট্রাকটা অ্যাক্সিডেন্ট করে পথে এবং আগুন ধরে যায়। ড্রাইভারের পোড়া দেহ উদ্ধার করা হয়েছে ওখান থেকে।' আবার সেই নির্দিষ্ট স্থানের ওপর কয়েকটা টোকা দিলো রবিন। 'আমার ধারণা দৈব ক্রমে বেঁচে গেছে জিমি এবং আহত হয়ে আশে-পাশে কোথাও লুকিয়ে আছে। তাড়াতাড়ি কোনো ব্যবস্থা নিতে পারলে ওকে পাওয়া যেতে পারে ওখানে।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে বললো ওয়াকার, 'ঠিক আছে, দেখো চেষ্টা করে।'

চোখে-মুখে ঠাণ্ডা পানির ঝাপটা খেয়ে চোখ মিটমিট করে তাকালো জিমি। অস্পষ্ট একটা ছায়ার মতো দেখতে পেলো চোখের সামনে। ধীরে ধীরে মনে পড়ছে সবকিছু। কোথায় যাচ্ছিলো, এখানে কি করে এলো সব মনে পড়তেই অজানা একটা ভয়ে কুঁকড়ে গেলো। মাথা ঝাঁকিয়ে জোর করে তাকাতে চেষ্টা করলো। এবার স্পষ্ট হলো ছায়াটা। বুশ হ্যাট ও খাকী ড্রিলের ট্রাউজার পরা এক বুড়ো ঝুঁকে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। মুখ ভর্তি লম্বা পাকা দাড়ি টিয়া পাখির ঠোঁটের মতো নাক আর এমন নীল চোখ জীবনে দেখেনি ও।

'টেক ইট ইজি,' বললো বৃদ্ধ। 'আমাকে তোমার বন্ধু ভাবতে পারো।'

বহু কষ্টে উঠে বসলো জিমি। গোড়ালীর ব্যথার সাথে এবার প্রচণ্ড মাথা ব্যথাও অনুভব করছে ও।

'আমার ডান পায়ের গোড়ালীর জয়েন্টটা বোধহয় ভেঙে গেছে,' বুড়োর হাত থেকে বোতলটা নিয়ে ঢকঢক করে তলানীর পানিটুকু খেয়ে ফেললো জিমি।

'খুব বেশি ব্যথা মনে হচ্ছে? একটু অপেক্ষা করো। একটা অ্যাম্বুলেন্স আনার ব্যবস্থা করছি আমি।'

'কে আপনি?' জিজ্ঞেস করে জ্যাকেটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে পিস্তলের বাট অনুভব করলো জিমি।

'আমি ট্রুম্যান। র‍্যালফ ট্রুম্যান।' স্মিত হেসে বললো বৃদ্ধ। 'কোনো ভয় নেই। এক্ষুণি একটা অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করছি আমি।'

'না। দরকার নেই।' জিমির চোখে-মুখে এমন একটা আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠলো যা দৃষ্টি এড়ালো না ট্রুম্যানের।

'কোনো বিপদে পড়েছো, ফ্রেণ্ড?' জানতে চাইলো ট্রুম্যান।

'ফ্রেণ্ড?' আশ্চর্য হলো জিমি। এমন ভাবে তো কেউ কোনোদিন ডাকেনি ওকে? অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো ও ট্রু-ম্যানের নীল চোখের দিকে। মনের কথা পড়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু কোনো বিরূপ মনোভাব দেখতে পেলো না বৃদ্ধের শান্ত সৌম্য চেহারায়।

'বন্ধু হিসেবে ডেকেছেন তাই বলছি, একটা ভয়ানক বিপদে জড়িয়ে পড়েছি আমি তাই পা ভালো না হওয়া পর্যন্ত একটা গোপন জায়গা দরকার আমার।'

জিমির কাঁধে একটা হাত রেখে বললো ট্রু-ম্যান, 'আমাকে বন্ধু ভাবতে পারো। পুলিশি ঝামেলায় পড়েছো?'

'তার চেয়েও বেশি।'

'ঠিক আছে, চলো যাওয়া যাক। গলা পেঁচিয়ে ধরো আমার।'

বাঁ পায়ে উঠে দাঁড়ালো জিমি। ট্রু-ম্যানের গলা পেঁচিয়ে ধরে একপায়ে এগোলো। কোনো রকমে টেনে হিঁচড়ে জঙ্গলের শেষ প্রান্তে দাঁড় করানো একটা ফোর্ডের কাছে ওকে নিয়ে এলো ট্রু-ম্যান।

'ওঠো।' জিমিকে ব্যাক সীটে তুলে দিয়ে নিজে ড্রাইভিং সীটে গিয়ে বসলো। জঙ্গলের সরু মেঠো পথ ধরে হাইওয়েতে চলে এলো গাড়ি। কিছুক্ষণ পর হাইওয়ে ছেড়ে আবার জঙ্গলের দিকে গাড়ি ঘোরালো ট্রু-ম্যান।

'এই আমার বাড়ি।' গাড়ি দাঁড় করালো ট্রু-ম্যান।

মাথা তুলে দেখলো জিমি, জঙ্গলের ফাঁকা জায়গায় ছোট্ট একটা লগ কেবিন। তার পাশেই আরো একটা ছোট্ট সেড। বড়বড় গাছপালা প্রায় ঢেকে রেখেছে বাড়িটা। নির্জন জায়গাটা পছন্দ হলো ওর।

'আশা করি বাড়িটা পছন্দ হবে তোমার।' গাড়ির দরজা খুলে জিমির পাশে এলো ট্রু-ম্যান। 'যতোদিন খুশি···ইচ্ছে করলে জীবনের বাকি দিনগুলোও কাটিয়ে দিতে পারো এখানে।'

পুনরায় টেনে হিঁচড়ে বাড়িতে আনা হলো ওকে। দুটো বেডরুম, একটা বসার রুম, কিচেন ও বাথরুম নিয়ে তৈরি বাড়িটা। জিমিকে একটা বেডরুমে এনে শুইয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলো ট্রু-ম্যান। একটু পরই এক গ্লাস বীয়ার আর বরফ নিয়ে ফিরে এলো।

'খেয়ে নাও।' জিমির হাতে গ্লাসটা দিয়ে বললো, 'তুমি খেতে থাকো, ততোক্ষণে পা-টা দেখছি আমি।'

মাথাটা একটু উঁচু করে এক চুমুকে গ্লাসটা খালি করে সাইড টেবিলে নামিয়ে রাখলো জিমি।

'থ্যাংকস! ওল্ড ম্যান। এটা খুব দরকার ছিলো আমার।'

জুতা মোজা খুলে পা-টা পরীক্ষা করলো ট্রু-ম্যান। জুতা খোলার সময় যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেলো জিমি। ফুলে লাল হয়ে আছে জায়গাটা। একটু টিপে দেখতেই ককিয়ে উঠলো ব্যথায়। 'মনে হয় মচকে গেছে, ভাঙেনি। সপ্তাহ খানেক একটু যত্ন নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

কুনুইয়ে ভর দিয়ে আধশোয়া হলো জিমি।

'এক সপ্তাহ লাগবে?'

'চিন্তা নেই ফ্রেণ্ড। এখানে নিরাপদ আছো তুমি। কেউ তোমাকে বিরক্ত করতে আসবে না এখানে। নতুন বলেই তুমি চিনতে পারছো না আমাকে। এই এলাকায় সাপুড়ে নামে পরিচিত আমি। আর সাপ নিয়ে যাদের কারবার তাদের ধারে কাছেও সহজে ঘেঁষতে চায় না কেউ।'

'সাপ?'

'হ্যাঁ। সাপ আমার জীবিকা। কাছের শহরে একটা ওষুধ তৈরির কারখানার সাথে কনট্রাক্ট আছে আমার। সাপের বিষ কেনে ওরা। এ জন্যই এ এলাকাটা বেছে নিয়েছি আমি। পাশে যে শেডটা দেখলে,

ওখানে খাঁচা ভর্তি কম পক্ষে দুশো সাপ আছে।' কথা বলতে বলতে বরফের পানি ভিজিয়ে পা ব্যাণ্ডেজ করে দিচ্ছিলো ট্রুম্যান। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ করে কিছু খাবে কিনা জিজ্ঞেস করলো।

'একটা আস্ত ঘোড়াও গিলে ফেলতে পারি এখন।'

একটু অপেক্ষা করো।' কিচেনের দিকে চলে গেলো ট্রুম্যান।

মিনিট দশেক পর বড় দুটো পেয়ালা ভর্তি স্যুপ নিয়ে ফিরে এলো। জিমিকে একটা দিয়ে নিজে খাটের প্রান্তে বসে খেতে শুরু করলো। বাতাস ভারী হয়ে গেলো চমৎকার ঘ্রাণে। গোগ্রাসে খেয়ে মনে মনে ভাবলো জিমি, গতো এক বছরেও এমন সুস্বাদু খাবার খায়নি ও।

'দারুণ রান্না করেছেন। অনেকদিন এমন চমৎকার স্যুপ খাইনি।'

'হ্যাঁ, তা তো হবেই। র‍্যাটেল সাপের মাংস ঠিক ঠিক রাঁধতে পারলে সুস্বাদু না হয়েই পারে না।' জিমির হাত থেকে পেয়ালাটা নিতে নিতে বললো ট্রুম্যান।

চোখ ছানাবড়া হয়ে গেলো জিমির।

'সাপের মাংস ?'

'হ্যাঁ, আমার প্রিয় খাবার।'

বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো জিমি ট্রুম্যানের দিকে।

এঁটো পেয়ালা দুটো নিয়ে হেসে চলে গেলো ট্রুম্যান। একটু পরই বাথরুমে পানির শব্দ শোনা গেলো। হাত মুছতে মুছতে আবার ফিরে এলো সে।

'আমাকে একটু বাইরে যেতে হবে। তুমি রেষ্ট নাও। এই সাপের মুলুকে কেউ বিরক্ত করতে আসবে না তোমাকে। তিন চার ঘন্টার

মধ্যেই ফিরে আসবো আমি।' জিমির খোঁচা খোঁচা দাড়ির দিকে তাকিয়ে বললো, 'সেভ করবে ?'

মাথা নাড়লো জিমি। 'এখন থেকে আমিও আপনার মতো দাড়ি রেখে দেবো।

দু'জনেই হেসে উঠলো একসঙ্গে।

বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে চলে গেলো ট্রুম্যান।

মাথা ও পায়ের ব্যথা সত্ত্বেও ক্লান্তিতে একটু পরই ঘুমিয়ে পড়লো জিমি। ঘুম যখন ভাঙলো, দিনের আলো ফিকে হয়ে এসেছে। ঠাণ্ডা পানির ব্যাণ্ডেজ ও ঘুমের জন্য অনেকটা সুস্থ বোধ করেছে এখন। শুয়ে শুয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। গাছের পিছে সূর্য ডুবে যাচ্ছে। পাখিরা দল বেঁধে ফিরে আসছে নীড়ে। অদ্ভুত শান্ত প্রকৃতি। ট্রুম্যানের কথা ভাবলো। ওয়াকারের কথা ভাবলো। ও জানে নিশ্চয়ই আর্থারকে জানানো হয়েছে ব্যাপা: টা। ববের কথা মনে পড়তেই মনটা খুব বেশি খারাপ হয়ে গেলো ওর। একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই টেলিফোনে যোগাযোগ করবে ববের সাথে। সেভিংস চুরির একটা ব্যাখ্যা দিতে হবে ওকে। তাছাড়া ওতো এখন ওয়াকারের শোফার। ওয়াকারের রি-অ্যাকশন জানা যাবে ওর কাছে এবং কখন কি ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে তাও জানা যাবে।

হঠাৎ জানালার পাশে একটা খস্ খস্ শব্দ শুনে সতর্ক হয়ে গেলো জিমি। ঝট করে হাত চলে গেলো পিস্তলের বাঁটে। কিন্তু পরক্ষণেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো ট্রুম্যানকে দেখে। একটা লোহার খাঁচার ভেতর কয়েকটা সাপ নিয়ে ফিরে এসেছে ট্রুম্যান। মনে মনে ভাবলো, জীবিকা নির্বাহের কি বিচিত্র উপায়।

মিনিট পাঁচেক পর দুটো বীয়ারের গ্লাস হাতে জিমির কাছে এলো

ট্রুম্যান। খাটের এক পাশে বসে জিমির দিকে এগিয়ে দিলো একটা।

'পা কেমন আছে এখন ? ব্যথা কমেছে ?'

'আছে এখনও, তবে কমেছে।'

'ব্যাণ্ডেজটা পাল্টাতে হবে,' হাতের গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বললো ট্রুম্যান। 'তুমি আমার সৌভাগ্য বয়ে এনেছো ফ্রেণ্ড। আজ তিনটা কটন মাউথ ধরেছি।' একটু হেসে পুনরায় বললো, 'তোমার নামটা কিন্তু জানা হয়নি এখনও। অবশ্য তোমার যদি কোনো আপত্তি না থাকে।'

'জিমি নামেই ডাকবেন।' একটু বিরতি নিয়ে বললো, 'আমার জন্য যা করছেন তার জন্য আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো আমি। একটা কথা খুব জানতে ইচ্ছে করছে, আপনি কি সবার ক্ষেত্রেই এমন ?'

'তুমিই আমার বাড়িতে প্রথম অতিথি। যে জায়গা ও পেশা বেছে নিয়েছি, ভুলেও কেউ আসে না এদিকে।'

'আমার সৌভাগ্য বলতে হবে যে আপনার মতো লোকের দেখা পেয়েছি।'

'থাক আর তারিফ করতে হবে না। এসো, দেখি তোমার পায়ের কি অবস্থা। দুটো স্পেয়ার আছে আমার, ময়লা কাপড়গুলো ছাড়তে হবে তোমাকে।'

খুব সাবধানে আগের ব্যাণ্ডেজ খুলে দিয়ে নতুন ব্যাণ্ডেজ করে দিলো ট্রুম্যান। জ্যাকেট খুলতে সাহায্য করলো জিমিকে। হঠাৎ জ্যাকেটের নিচে হোলস্টারে পিস্তল দেখে চোখ কপালে উঠে গেলো তার। হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো জিমির পাশে। পিস্তল দেখে থ হয়ে গেছে সে।

'এটা আমার ট্রাবলের একটা অংশ।' ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে

হোলস্টারটা বিছানায় নামিয়ে রাখলো জিমি।

'শুধু তোমার নয় ফ্রেণ্ড। জগতের সকল মানুষের জন্যই ওটা একটা ট্রাবল।' বলতে বলতে জিমির পা গলিয়ে প্যান্টটা বের করে আনলো ট্রুম্যান।

টুং করে একটা শব্দ হলো। নিচে তাকিয়ে ঝুঁকে কি যেন একটা তুলে আনলো ট্রুম্যান।

'এটা কি তোমার ?' সে তার হাতের তালু মেলে ধরলো জিমির সামনে। ট্রুম্যানের ফর্সা হাতের তালুতে চক চক করছে একটা সেন্ট ক্রিস্টোফার মেডেল।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে জিমি। ফুটফুটে জোৎস্নায় ছেয়ে গেছে সমস্ত বন। ট্রুম্যানের হালকা নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে পাশের রুমে।

শেষ পর্যন্ত তাহলে পাওয়া গেলো মেডেলটা। কি মূল্যই না তাকে দিতে হলো এ জন্য। একটা ইতিহাস সৃষ্টি হলো। জীবনের মোড় ঘুরে গেলো তার।

কতোই না খুঁজেছে এটাকে। অথচ প্যান্টের ফোল্ডের ভেতর আটকে থেকে জীবন নিয়ে কতো ব্যঙ্গ করলো ওটা তার সাথে। জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে দিলো তাকে।

সেকি জানতো তার প্যান্টের ফোল্ডের ভেতর পড়ে আছে ওটা ? জানলে এভাবে পালিয়ে বেড়াতে হতো না তাকে। ওয়াকারের পাশে পাশে থেকে তার হারানো টাকা খুঁজতে সাহায্য করতো। এ পর্যন্ত যা কিছু ঘটলো, যা কিছু হারালো সবই তো এর জন্য। ক্ষোভে, দুঃখে জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছা হলো মেডেলটা। কিন্তু পারলো না। তার মা যেন ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে তাকে

'যতোদিন এটা তোমার সাথে থাকবে ততোদিন কোনো অমঙ্গল হতে পারবে না তোমার। অশুভ কোনো কিছু স্পর্শ করতে পারবে না তোমাকে।' মনে মনে ভাবলো, তবু ভালো যে পাওয়া গেছে। হয়তো এর জন্যই ওয়াকার খুঁজে পাবে না তাকে, হয়তো এর জন্যই মাফিয়ার মৃত্যুদণ্ড থেকে বেঁচে গিয়ে একটা ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারবে সে। পরম ভক্তির সাথে মেডেলটা গলার চেইনের সাথে লাগিয়ে শক্ত করে হুকটা আটকে দিলো জিমি। কিন্তু আগের মতো যেন স্বস্তি পেলো না। তার লোমশ বুকে মেডেলের ঠাণ্ডা স্পর্শটা সংক্রামক রোগের মতো ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত শরীরে। বাইরে আলো আঁধারির ভৌতিক খেলা আর গাছের পাতার শিরশির ধ্বনি ঝিঁঝিঁ রাতের শ্মশানের কথা মনে করিয়ে দিলো তাকে। একটা অজানা আশঙ্কায় বার বার কেঁপে উঠলো শরীরটা।

পরদিন এগারোটার কিছু আগে দলবল সহ ট্রাক দুর্ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হলো রবিন। কাঁচা মাটিতে ট্রাকের চাকার গভীর দাগ ও ভাঙা ঝোপঝাড় অনুসরণ করে জঙ্গলে নেমে এলো নয়জন দুর্ধর্ষ যুবক। একটু কুঁজো হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এগোচ্ছে সবাই। হাতে রাইফেল।

পোড়া ট্রাকের কাছে এসে আটজনকে উদ্দেশ্য করে ব্রিফিং দিলো গ্রুপ লিডার রবিন। 'অ্যাক্সিডেন্টের যে নমুনা দেখছি তাতে মনে হয় হাত-পা ভেঙে আশে-পাশেই কোথাও পড়ে আছে ও। দলটাকে তিন ভাগ করে তিনদিক থেকে এগুবো আমরা। তিনজন যাবে বাঁয়ে, তিনজন ডানে আর প্যাট ও লোবানকে নিয়ে আমি যাবো সোজা। মনে রেখো অস্ত্র আছে ওর কাছে। সুতরাং কেউ কোনো বাহাদুরী দেখাতে যেয়োনা। আরেকটা কথা—যতো দূরেই যাও না কেন, দিনের

আলো থাকতেই গাড়ির কাছে চলে আসবে সবাই। ক্লিয়ার ?'

দুটো গ্রুপ দুদিকে যাবার পর মাফিয়ার প্রফেশনাল কিলার প্যাট ও লোবানকে নিয়ে সামনের দিকে এগোলো রবিন। এক আমলার মেয়েকে কিডন্যাপ, ধর্ষণ, ও হত্যার দায়ে নিউইয়র্কের পুলিশ খুঁজছে ওদের দু'জনকে। তাই আপাততঃ গা ঢাকা দেয়ার জন্য নিউইয়র্ক থেকে ইস্ট সিটিতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে ওদের।

ট্রুম্যান রুমে ঢুকতেই ঘুম ভেঙে গেলো জিমির।

'রাতটা কেমন কাটলো ?' এক কাপ চা এগিয়ে দিয়ে জানতে চাইলো ট্রুম্যান।

'ভালো।' আধশোয়া হয়ে চায়ে চুমুক দিলো জিমি।

'আমাকে বেরোতে হবে এখন। তোমার যা যা দরকার সব কিছুর ব্যবস্থা করে দিয়ে যাচ্ছি।' ট্রুম্যান বেরিয়ে গিয়ে বড় এক বাটি ঠাণ্ডা পানি ও ব্যাণ্ডেজ নিয়ে ফিরে এলো আবার। ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে বললো, 'সাত আট ঘন্টার আগে ফিরতে পারবো না আমি। স্টু রেখে যাবো, খেয়ে নিয়ো। কোনো বইটই পড়বে ?'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লো জিমি। 'বইটই পড়ি না।'

'ঠিক আছে, বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে যাচ্ছি। সাবধান থাকা ভালো। সাপের চেয়েও বিষাক্ত মানুষ আছে জগতে।' আবার বেরিয়ে গিয়ে এক বাটি র‍্যাটেল সাপের স্টু ও এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে ফিরে এসে বললো, 'তোমাকে এ অবস্থায় রেখে যেতে ইচ্ছে করছে না আমার। কিন্তু কোম্পানীর জন্য আজই কিছু ক্রেনব্রেক সাপের বিষ যোগাড় করতে হবে আমাকে। বলা যায় না, পুরো দিনও লেগে যেতে পারে।'

'ঠিক আছে, যান আপনি। কোনো অসুবিধা হবে না আমার।

হয়তো বইটই পড়েও সময় কাটাতে পারি বা অন্য কিছু।'

বসার ঘর থেকে পুজোর 'গড ফাদারের' একটা কপি এনে জিমির হাতে দিয়ে বেরিয়ে গেলো ট্রুম্যান। একটু পর তালা বন্ধ করার শব্দ হলো দরজায়।

অনেকক্ষণ শুয়ে শুয়ে নানা চিন্তা করে কাটালো। একটা সিগারেট টানলো। তারপর কি মনে করে বালিশের পাশে রাখা বইটা তুলে নিলো হাতে। স্কুল ছাড়ার পর আর বই ধরেনি ও। আনমনে পাতা ওল্টাতে লাগলো। হঠাৎ থমকে গেলো এক জায়গায় মাফিয়ার নাম দেখে। কৌতুহল বেড়ে গেলো শতগুণ। পড়তে শুরু করলো বইটা এবং ধীরে ধীরে এমন ভাবে ডুবে গেলো যে খাওয়া-দাওয়ার কথা পর্যন্ত ভুলে গেলো। সময় গড়িয়ে কখন যে বিকেল হয়ে গেছে সে খেয়ালও নেই। আলোর অভাবে যখন আর পড়া যাচ্ছিলো না তখন চোখ তুললো বই থেকে। খিদের কথাও মনে হলো। বইটা বন্ধ করে পাশে রেখে ঘড়ি দেখলো। পাঁচটা পাঁচ। স্টু খেয়ে একটা সিগারেট ধরিয়েছে অমনি তালা খোলার শব্দ হলো দরজায়। দ্রুত সিগারেটটা ফেলে দিয়ে পিস্তল তুলে নিলো হাতে।

'ভয় নেই, ফ্রেণ্ড, আমি।' তাড়াহুড়ো করে তালা খুলে ঘরে ঢুকলো ট্রুম্যান। তার মধ্যে একটা উত্তেজিত ভাব লক্ষ্য করলো জিমি। 'তিনজন লোককে আসতে দেখলাম এদিকে। হাতে অস্ত্র। বিপদের গন্ধ পাচ্ছি। এসো কিছুক্ষণের জন্য লুকিয়ে ফেলি তোমাকে।'

জিমিকে কোনো রকমে সাপ রাখার শেডে নিয়ে এলো ট্রুম্যান। ছোট বড় বিভিন্ন ধরনের খাঁচায় ঘরটা পরিপূর্ণ। প্রত্যেকটা খাঁচার সামনের দিকে নেট। তিনদিকে টিন দিয়ে ঘেরা। হরেক রকমের বিষাক্ত সাপ কিলবিল করছে সবগুলোর ভেতর।

মানুষের সাড়া পেয়ে খাঁচার ভেতর ফোঁস করে উঠলো সবগুলো সাপ একসাথে। ভয়ে শিউরে উঠলো জিমি। ট্রুম্যানের শরীরের সাথে মিশে যেতে চাইলো। 'ভয় নেই, ম্যান। হাজার লাফালাফি করলেও তোমার কাছে আসতে পারবে না।' সারি সারি খাঁচার মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গিয়ে দেয়াল ঘেঁষে জিমিকে দাঁড় করালো ট্রুম্যান। তারপর ভেতরে তাক করা আট ফুট উঁচু একটা খাঁচা টেনে এনে আড়াল করলো ওকে। একটু পিছিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে নিচু গলায় বললো, 'নিশ্চিন্তে থাকতে পারো এখানে। দরজায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ করে কেউ দেখতে পাবে না। ওদিকে সব দেখছি আমি। তোমার বিছানাটাও গুটিয়ে ফেলতে হবে।' দ্রুত বেরিয়ে গেলো ট্রুম্যান।

ঘরের বাতাস ভারী হয়ে আছে সাপের গন্ধে। অনেক কষ্টে বমি দমন করলো জিমি। ঘরময় শুধু ফোঁস ফোঁস শব্দ আর কিলবিল নড়াচড়া। নতুন মানুষের গন্ধ পেয়ে ওরাও যেন পাগল হয়ে উঠেছে। একহাতে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে এবং অন্যহাতে পিস্তল নিয়ে খোঁড়া পা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রইলো জিমি।

কয়েকটা ঘন্টা গরু খোঁজা করেছে ওরা জিমিকে। কিন্তু একটা সাপ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায়নি এ পর্যন্ত। ক্লান্তি ও অবসাদে মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে আছে রবিনের। ওর ধারণা জিমি কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছে আর ওরা তাকে পাশ কাটিয়ে চলে এসেছে। কেন যে আসার সময় একটা কুকুর নিয়ে এলো না সঙ্গে সেই দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা করছে ওর। এখন কেমন করে এই ব্যর্থ অপারেশনের খবর নিয়ে ওয়াকারের কাছে ফিরে যাবে? ভয়ে আরো ভীত হয়ে পড়লো ও।

জঙ্গলের ভেতর ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ বাড়িটা নজরে পড়লো ওদের। জিমি এখানেও লুকিয়ে থাকতে পারে ভেবে প্যাট ও লোবানকে নিয়ে ট্রুম্যানের কেবিনের দিকে এগোলো রবিন। একমনে একটা খাঁচার নেট লাগাচ্ছিলো ট্রুম্যান। যেন ওদের আগমন টেরই পায়নি। একটু দূরে দাঁড়িয়ে প্যাটকে বললো রবিন, 'যাও, কথা বলো বুড়োর সঙ্গে।'

মাথা নাড়লো প্যাট, বললো, 'তুমি গ্রুপ লিডার, তোমারই কথা বলা উচিত। তুমি যাও আমরা কাভার করছি তোমাকে।'

যিশুর নাম জপতে জপতে ট্রুম্যানের দিকে এগোলো রবিন। মনে ভয়, জিমি যদি ঘরে লুকিয়ে থেকে জানালার ফাঁক দিয়ে গুলি ছোঁড়ে, তবে কিছুতেই তা ব্যর্থ হবে না।

'আপনারা কি পথ হারিয়ে ফেলেছেন?' কাজ বন্ধ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললো ট্রুম্যান।

'কেবিনটা কি আপনার?' ট্রুম্যানের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে উল্টো প্রশ্ন করলো রবিন।

'হ্যাঁ, আমার। আমি ট্রুম্যান। দ্য স্নেক ম্যান!'

'স্নেক?' কপালে ভাঁজ পড়লো রবিনের।

রবিনের সন্দিগ্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে বললো ট্রুম্যান, 'হ্যাঁ, সাপ। ওষুধ কোম্পানীতে বিষ সাপ্লাই করি আমি। কিন্তু আপনারা......?'

জিমির বয়স ও চেহারার বর্ণনা দিলো রবিন। 'অমন একজন লোককে খুঁজছি আমরা। এদিকে দেখেছেন কোথাও?'

'যদি সত্যি বলি,' বললো ট্রুম্যান। 'তবে বলতে হয় গতো ছ'মাসের মধ্যে এই প্রথম আমি এ সাপের মুলুকে তিনজন মানব সন্তানের

দেখা পেলাম।'

'আশা করি মিথ্যে বলার বয়স অনেক আগেই পেরিয়ে গেছেন আপনি। কিন্তু এখানে সত্যি যদি ওকে পাওয়া যায় কপালে দুর্ভোগ আছে আপনার।'

'মানে? আপনারা কি পুলিশের লোক?'

ট্রুম্যানের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা প্যাট ও লোবানকে কাছে আসতে ইশারা করলো রবিন।

'আপনার কেবিনটা সার্চ করে দেখতে চাই।' প্যাট ও লোবানের দিকে ফিরলো ও। 'গো অ্যাহেড ব্রাইট বয়েজ। ঘরের সামনে পজিশন নাও তোমরা।'

রাইফেল বাগিয়ে ট্রুম্যানকে গার্ড হিসেবে রেখে তার পিছু পিছু কেবিনে ঢুকলো রবিন। ট্রুম্যানকে সামনে রেখে দরজা থেকে উঁকি মেরে দ্রুত রুমগুলো দেখে বেরিয়ে এলো। বাইরে এসে সাপ রাখার শেডের দিকে আঙুল তুলে দেখালো, 'ওখানে কে থাকে?'

'মাই স্নেক হাউস। ইচ্ছে করলে দেখতে পারেন। একটু আগেই কয়েকটা ক্রেনব্রেক সাপ ধরেছি আমি।'

খাঁচার পিছে দাঁড়িয়ে ওদের প্রত্যেকটা কথাই শুনলো জিমি। এমনকি প্যাটের মুখের তীক্ষ্ণ হিস হিস শব্দও কান এড়ায়নি ওর। প্যাটকে ভালো ভাবেই চেনে সে। মাফিয়ার পেশাদার খুনী। কিন্তু ও এখানে কেন? তাহলে তার ধারণাই ঠিক। মাফিয়ার সাহায্য নিয়েছে ওয়াকার। পিস্তল হাতে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলো ও।

'চলুন।' ট্রুম্যানের পিছু পিছু শেডের সামনে এলো রবিন। দরজায় দাঁড়িয়ে ট্রুম্যানের কাঁধের ওপর দিয়ে ভেতরে উঁকি দিলো। সারি সারি খাঁচা ছাড়া আর কিছুই দেখলো না। একরাশ কটু গন্ধ

এসে ঝাপটা মারলো ওর নাকে। ওয়াক থু করে নাক কুঁচকে পিছিয়ে এলো সে।

'চলো যাওয়া যাক,' প্যাট ও লোবানকে উদ্দেশ্য করে বললো রবিন। 'এমন ঘন জঙ্গলে মাসের পর মাস খুঁজলেও পাওয়া যাবে না ওকে।'

'এতোক্ষণে তুমি একটা ভালো কথা বলেছো দোস্ত,' বললো প্যাট। 'এই জঙ্গলে একটা মানুষ খোঁজা আর খড়ের গাদায় সুঁচ খোঁজা কথা একই কথা।'

কেবিনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওদের চলে যাওয়া দেখলো ট্রুম্যান। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর সাপের মতো পিল পিল করে অনুসরণ করলো রবিনদের। বেশ কিছু দূর যাবার পর দেখলো, তিনজন লোক আরো দু'জন লোকের সাথে মিলিত হয়ে কি সব কথা-বার্তা বললো। তারপর হাইওয়ের পাশে ঘন একটা ঝোপের আড়ালে রাখা দুটো গাড়িতে উঠে চলে গেলো।

জিমির কাছে ফিরে এলো ট্রুম্যান, 'খোঁজাখুঁজি শেষ ফ্রেণ্ড।'

ছয়

ট্রুম্যানের কেবিনে আটটা দিন কেটে গেলো জিমির। এর মধ্যে অনেকটা ভালো হয়ে গেছে পা। অনেকদিন সেভ না করায় দাড়িও বেশ বড় হয়ে গেছে। আয়নায় তাকিয়ে নিজেই নিজেকে চিনতে পারলো না। এ অবস্থায় খুব কাছে থেকে না দেখলে হঠাৎ করে

কারো পক্ষে চেনা সম্ভব নয়। এখানে আসার চতুর্থ দিনে ট্রুম্যানকে দিয়ে কাছের একটা শহর থেকে দুই সেট খাকী ড্রিলের ট্রাউজার, একটা বুশ জ্যাকেট, শার্ট, টয়লেট সামগ্রী ও একটা স্যুটকেস কিনে আনিয়েছে। পায়ের ব্যথাটা মাঝে মধ্যে অনুভব করে এখনও। তবুও স্বাভাবিক হাঁটা চলা করার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। মনে মনে আবার জ্যাকসন যাবার চিন্তা করলো। জন ওয়াল্টার নিশ্চয়ই আশ্রয় দেবে তাকে। ওখানে আরো কিছুদিন থাকার পর দাড়ি যখন আরো একটু বড় হবে এবং ততোদিনে গরম ভাবটাও একটু শান্ত হয়ে আসবে তখন টাকাগুলো আনার একটা ব্যবস্থা করবে। কিন্তু ওয়াঙ্কার কি করছে না করছে সে সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে হবে আগে। ববের সাথে যোগাযোগ করলেই জানা যাবে সবকিছু।

কাপড় চোপড় পরে ট্রুম্যানের কাছে গেলো। 'একটা জরুরী টেলিফোন করা দরকার। শহরে যেতে হবে। আপনি কি যেতে পারবেন আমার সাথে?'

'শিওর ম্যান, একশো বার। কিন্তু তুমি কি চলে যাবার চিন্তা করছো?'

'আগে ফোনটা সেরে আসি, দেখি কি করা যায়।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বেরোবার পোষাক পরে গাড়ির কাছে চলে এলো ট্রুম্যান।

শহরে পৌঁছতেই সতর্ক হয়ে গেলো জিমি। রাস্তার দুই পাশে সতর্ক দৃষ্টি বোলাচ্ছে। কোলের ওপর আড়াল করে রাখা পয়েন্ট থারটি এইট। কিন্তু সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়লো না। ছোট খাট একটা হোটেলের সামনে নেমে ট্রুম্যানকে অপেক্ষা করতে বলে সোজা ঢুকে গেলো ও টেলিফোন বুথে। ঘড়ি দেখলো। আটটা। বব বোধ-

হয় উঠেছে। রিসিভার তুলে ডায়াল করলো। কয়েক সেকেণ্ড পরই সাড়া পাওয়া গেলো ববের।

'বব······জিমি বলছি, শুনছো?'

'আমি······আমি কথা বলতে চাইনা আপনার সাথে। আমাকেও দেখছি বিপদে ফেলবেন আপনি। আমার কিছু বলারও নেই, শোনারও নেই।'

'শোনো বব,' একটু জোর দিয়ে বললো জিমি। 'তুমি না আমার বন্ধু ছিলে? মাত্র কয়েক দিনেই ভুলে গেলে? দশটা বছর কি না করেছি তোমার জন্য। এখন তোমার পালা।'

কিছুক্ষণ কথা বললো না বব। ওর দ্রুত নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে জিমি। সাথে ভেজা চকচকে কালো একটা মুখ ভেসে উঠলো চোখের সামনে।

'আমার টাকাগুলোও কি না নিলে চলতো না, আপনি বিপদে আছেন জানি, কিন্তু আমি আপনার সাথে কথা বলেছি এ কথা জানতে পারলে আমাকেও আস্ত রাখবে না ওরা।'

'ওরা জানবে না, বব। তোমার টাকার জন্য ভেবো না। সব পেয়ে যাবে। খবর বলো ওদের, আমাকে খুঁজছে ওরা?'

'হ্যাঁ। আর্থার টেক আপ করেছে ব্যাপারটা। গাড়িতে বসে প্রায়ই ওদের কথা-বার্তা শুনি আমি। আপনি কোত্থেকে বলছেন জানি না, আর জানার ইচ্ছেও নেই, কিন্তু এখন ওরা ফ্লোরিডায় খুঁজছে আপনাকে। কয়েকদিন আগে জন ওয়াল্টার নামে একজনের কথা বলছিলো। পিটার এবং হেনরীকে পাঠানো হয়েছিলো ওখানে। খুব সাবধানে থাকবেন। বস্ ক্ষেপে আগুন হয়ে আছেন।'

'আমি পরে আবার ফোন করবো, বব। গাড়িতে বসে কে কি

আলাপ করে সব ভালোভাবে শুনবে। টাকার জন্য ভেবো না। এখন তোমার সাহায্যের খুব দরকার আমার।'

'প্লিজ মিঃ জিমি, আর যোগাযোগ করবেন না আমার সাথে। টাকা নিয়েছেন দুঃখ নেই। কিন্তু আপনার এই টেলিফোনের কথা জানতে পারলে আমাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে ওরা। আবার বলছি, জেনেশুনে বিপদে জড়াবেন না আমাকে।' জিমিকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই রিসিভার রেখে দিলো বব।

মূর্তির মতো বুথে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো জিমি। ওয়াল্টারের কথা ওরা জানলো কি ভাবে বুঝে উঠতে পারছে না ও। ভাগ্যকে অজস্র ধন্যবাদ। অ্যাক্সিডেন্টটাই এ যাত্রা রক্ষা করলো ওকে। কিন্তু এখন কোথায় যাবে ও। দিনে দিনে ছোট হয়ে আসছে পৃথিবীটা। কোথায় যেতে পারে, কোন জায়গাটা ওর জন্য নিরাপদ, ভাবতে ভাবতে বুথ থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠলো জিমি।

'খবর ভালো তো?' স্টার্ট দিয়ে জানতে চাইলো ট্রুম্যান।

জবাব দিলো না জিমি। আর্থারকে নিয়ে ভাবছে এখন। আর্থার মাঠে নামার অর্থ এখন শুধু ওয়াকারই নয়, মাফিয়ার খড়গও ঝুলছে মাথার ওপর। যেমন করেই হোক সাউথের খবর পেয়েছে ওরা এবং ওয়াল্টারের কথা জেনেছে। জাল পেতে রেখেছে সম্ভাব্য সব জায়গায়। শুধু টেনে তোলা বাকি এখন।

'না, ভালো না,' একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো জিমি। 'আজ রাতেই চলে যাবো আমি।'

রাস্তায় আর কোনো কথা হলো না দু'জনের মধ্যে। এক সময় কেবিনের সামনে এসে থামলো গাড়ি।

গাড়ি থেকে নেমেই ট্রুম্যান বললো, 'শোনো ফ্রেণ্ড, একজনের

চেয়ে তু'জনের ব্রেইন অনেক ভালো। তাই বলছিলাম কি, ব্যাপারটা যদি আমাকে খুলে বলো তবে আমিও হয়তো উপদেশ দিতে পারতাম তোমাকে।'

চিন্তা করলো জিমি। ট্রুম্যানের কাছে বলা যায় কিনা তা নিয়ে ভাবলো। কিন্তু পরক্ষণেই বাতিল করে দিলো।

'না, আমি নিজেই দেখবো। আপনার দূরে থাকাই ভালো।'

'তুমি যা ভালো মনে করো, ফ্রেণ্ড।' একটু শ্রাগ করে নিজের রুমে চলে গেলো ট্রুম্যান।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো জিমি। তারপর শোবার ঘরে এসে টান টান হয়ে শুয়ে পড়লো।

কি করবে ও এখন? শুয়ে শুয়ে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলো জিমি। ওদিকে যদিও সন্দেহ করেছে ওরা তবুও এতোবড় এলাকায় একজন লোককে খুঁজে পাবার কথা নয়। তাছাড়া আর যাবেই বা কোথায় ও। দেশের সব জায়গায় ওরা খুঁজবে। সুতরাং সব জায়গাই এখন সমান ওর কাছে।

একটা ঘন্টা জিমি পড়ে রইলো বিছানায়। কোন দিকে যে ফাঁদ পাতা নেই ওর জন্য ভেবে পেলো না। এমন সময় ট্রুম্যান ঢুকলো ওর রুমে।

'আমি বেরোচ্ছি এখন। ফিরতে বোধহয় দেরি হবে। তাহলে কি ঠিক করলে শেষ পর্যন্ত? আমি বলছি তোমার না যাওয়াই ভালো। থেকে যাও না আমার সাথে? জঙ্গলে ঘুরবে, সাপ ধরবে...'

'না, চলে যাবো ঠিক করেছি,' বাধা দিয়ে বললো জিমি। আপনি ফিরে আসার আগেই চলে যাবো।' বিছানায় উঠে বসলো ও।

'আজই যাবে? আর কোনোদিন দেখা হবে না আমাদের, ফ্রেণ্ড?'

ট্রুম্যানের নিষ্পাপ মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো জিমি। বুকের ভেতর কোথায় যেন একটু খচখচ করে উঠলো। আবেগে ভিজে গেলো চোখ দুটো।

'কি জানি, হয়তো হবে, হয়তো হবে না।' ধীরে ধীরে ট্রুম্যানের কাঁধে একটা হাত রাখলো জিমি। 'আমাকে আশ্রয় দেবার অপরাধে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে আপনার। কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে যে ত্যাগ স্বীকার করলেন সেজন্য আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো আমি।'

পকেট থেকে ছশো ডলার বের করে ট্রুম্যানের হাতে দিতে গেলো জিমি। 'জীবনে আর যদি কোনোদিন দেখা না হয় তাই আমাকে মনে রাখার জন্য একটা স্মৃতি চিহ্ন কিনে রাখবেন। আপনি যা করেছেন তার কাছে কিছুই নয় এটা।'

হো হো করে হেসে উঠে হাত সরিয়ে নিলো ট্রুম্যান।

'জীবনে এই একটা জিনিসের প্রয়োজন অনুভব করলাম না কোনোদিন। ওটা তোমার কাছেই রাখো ফ্রেণ্ড। দরকার হতে পারে।'

নিঃশব্দে নোটগুলো পকেটে রেখে দিলো জিমি।

'থ্যাংকস, ওল্ডম্যান।' হাত বাড়িয়ে দিলো ও। নিবিড় ভাবে হ্যাণ্ডশেক করলো তু'জন।

একটু পর একটা খাঁচা হাতে জঙ্গলের দিকে চলে গেলো ট্রুম্যান। যতোদূর দেখা যায় জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইলো জিমি। তারপর চোখের আড়াল হয়ে গেলো এক সময়।

ট্রুম্যানের কেবিন থেকে হাইওয়ে খুব বেশি দূরে নয়। অথচ এটুকু হেঁটে আসতেই প্রায় এক ঘন্টা লেগে গেলো ওর। একটা গাছের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলো। মনে মনে

ঠিক করলো, দক্ষিণেই যাবে ও।

অনেকগুলো ট্রাক, ক্যারাভান, কার থামাবার চেষ্টা করলো হাত তুলে। কিন্তু থামলো না একটাও। সাঁ সাঁ করে নাকের ডগার ওপর দিয়ে চলে গেলো সব কটা।

অবশেষে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো ওর। সপ্তম বার হাত তোলার পর ওকে ছাড়িয়ে প্রায় একশো গজ দূরে গিয়ে থামলো একটা ট্রাক। স্যুটকেস হাতে ড্রাইভারের পাশে এসে দাঁড়ালো ও। মুখ উঁচু করে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় যাবেন আপনি?'

'লিটিল ক্রিক, সায়মারার পাশে,' ঝুঁকে বললো ড্রাইভার।

'একটা লিফট দেবেন আমাকে? যা ভাড়া লাগে দেবো।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জিমিকে দেখলো লোকটা।

'কতো দেবেন?'

'তিরিশ ডলার।'

'তিরিশ ডলার, অ্যাঁ? শিওর ম্যান, আই উইল টেক ইউ।'

পকেট থেকে দশ ডলারের তিনটা নোট বের করে উঁচু করে ধরলো জিমি। 'অগ্রিম দিয়ে দিচ্ছি, কেমন?'

সরু লম্বা কয়েকটা আঙুল চিলের মতো ছোঁ মেরে নিয়ে নিলো নোট তিনটা।

পাশের সীটে বসলো জিমি। ওর দিকে তাকিয়ে মাথা বো করলো ড্রাইভার। গিয়ার লিভার সামনে ঠেলে দিয়ে বললো, 'আমি হ্যারিয়েট।'

'আমি জিমি মেহুলার,' আরাম করে বসে বললো জিমি। 'কি পেশায় আছেন আপনি?'

'চিংড়ি মাছের ট্রিপ দেই। এর আগে ছাগল ভেড়ার ট্রিপ দিতাম

ফ্লোরিডায়। রিচভিল্লিতে কয়েকটা ভালো হোটেলের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট আছে। রোববার ছাড়া রোজ একশো ঝুড়ি চিংড়ি পৌঁছাতে হয় সেখানে। এজন্য একশো কুড়ি মাইল অর্থাৎ যাওয়া আসায় রোজ দুশো চল্লিশ মাইল পথ গাড়ি চালাতে হয় আমাকে। সেই সকাল পাঁচটায় বেরোই আর সন্ধ্যা সাতটায় বাড়ি ফিরি। আমার স্ত্রী সিলভিয়া এজন্য প্রায়ই মাথা পরীক্ষা করার পরামর্শ দেয় আমাকে। কিন্তু ওর কথায় কান দিলে কি চলে! খাটুনি একটু বেশি বলেই তো সপ্তাহে দেড়শো ডলার করে পাচ্ছি। আমাদের নিজেদের খরচ, ট্রাক মেইনটেন্যান্স ইত্যাদি সব চলে যায় এতে।'

বিজ্ঞের মতো নিঃশব্দে মাথা দোলালো জিমি।

এরপর আর কোনো কথা হলো না। ঝিমুনী দূর করার জন্য সিগারেট বের করে হ্যারিয়েটের দিকে তাকালো জিমি। মাথা ঝাঁকালো হ্যারিয়েট। দুটো ধরিয়ে হ্যারিয়েটের দিকে এগিয়ে দিলো একটা। লম্বা একটা টান মেরে ধোঁয়া ছেড়ে জিমির দিকে তাকালো ও।

'আপনি কি করেন?'

'একজনের রেন্ট কালেক্টর হিসেবে কাজ করতাম। হঠাৎ ভালো না লাগাতে ছেড়ে দিলাম চাকরিটা। সবকিছু বেঁচে দিয়ে রাস্তায় নেমে এসেছি। এখন কোথায় আছি দেখতেই তো পাচ্ছেন। আজীবনই নর্থে কেটেছে আমার। তাই ভাবলাম চাকরি যখন ছেড়েই দিয়েছি তখন আর এখানে থাকবো না। চলে এলাম সাউথে। যতোদিন টাকা পয়সা আছে ঘুরে বেড়াবো। ফুরিয়ে গেলে একটা কিছু জুটিয়ে নেবো?'

'স্ত্রী নেই?'

‘বিয়েই করিনি।’

‘তাই তো চিন্তা ভাবনা ছাড়া ঘুরে বেড়াচ্ছেন, অ্যাঁ? বৌ থাকলে আপনাকে কাজ করতে হতো,’ হেসে বললো হ্যারিয়েট।

আবার নীরবতা নেমে এলো ট্রাকের কেবিনে। দু'পাশে আম গাছ আর ঘন জঙ্গল পিছে রেখে ছুটে চলেছে ট্রাক। হ্যারিয়েটের দৃঢ় মুখের দিকে তাকালো জিমি। উইণ্ড শিল্ডের ভেতর দিয়ে বহুদূর চলে গেছে ওর দৃষ্টি। শক্ত করে হুইল ধরায় রগ দেখা যাচ্ছে দু'হাতের।

‘ইচ্ছে করলে হুইলটা আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে আপনি একটু ঝিমিয়ে নিতে পারেন।’ হ্যারিয়েটকে বললো জিমি।

‘চালাতে পারবেন তো?’

‘চার চাকার ওপর যে কোনো জিনিসই চালাতে পারি আমি।’

সীট বদল করলো ওরা ট্রাক থামিয়ে।

‘তাহলে আমি একটু তন্দ্রা দিয়ে নিচ্ছি, কেমন?’ বললো হ্যারিয়েট। ‘যেতে যেতে যখন ইস্টলিঙ্ক লেখা সাইন পোস্ট চোখে পড়বে তখন ডেকে তুলবেন আমাকে।’

মাথা ঝাঁকিয়ে গিয়ার দিলো জিমি।

অ্যাক্সিডেন্ট করে আবার কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে না পড়ে সেজন্য খুব কম স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছে ও।

যেতে যেতে পাশে তন্দ্রাচ্ছন্ন হ্যারিয়েটের দিকে তাকালো। এই গরমের মধ্যে রোজ দু'শো চল্লিশ মাইল ট্রাক চালিয়ে সপ্তাহে দেড়শো ডলার রোজগার করে সে। হাড় ভাঙা পরিশ্রম। সাপের বিষ বিক্রি করেও জীবিকা অর্জন করছে কেউ কেউ। টাকার জন্য কি না করছে মানুষ। অথচ লেফ্‌ট-লাগেজ লকারে এক লাখ ছিয়াশি

হাজার ডলার পড়ে আছে ওর। কিন্তু কবে পাবে ওগুলো? আদৌ পাবে কি? মাফিয়ার নেট ওয়র্ক সম্পর্কে ওর অজানা নেই কিছুই। বার, কাফে, হোটেল, মোটেল এমনকি ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডগুলো পর্যন্ত এখন নিরাপদ নয় ওর জন্য। সবখানেই চর থাকবে মাফিয়ার। পুরস্কার ঘোষণা করা হবে ওর জন্য। কিন্তু এই দাড়ি আর কতোদিন সাহায্য করবে ওকে। ঠিকই একদিন কুকুরের মতো গন্ধ শুঁকে শুঁকে এগিয়ে আসবে ওরা। তাই কাউকেই বিশ্বাস করা যাবে না এখন। প্রত্যেকটা লোককেই ভাবতে হবে মাফিয়ার চর। এমনকি পাশেতে ঘুমন্ত হ্যারিয়েট, বর্তমান পরিস্থিতিতে একেও বিশ্বাস করা চলবে না। যে কোনো রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে মাফিয়ার খুনীরা।

হঠাৎ সাগরের লোনা ঘ্রানের ঝাপটা এসে লাগলো ওর নাকে। বুক ভরে শ্বাস নিলো। মনে হলো যেন জগতের সেরা পারফিউমের খুশবু এসে লাগছে ওর নাকে। সাগর! ওর স্বপ্ন! চোখের সামনে ভেসে উঠলো একটা ফরটি ফাইভ ফুটার······ওর নিজের মনে মনে ঠিক করে রেখেছে ও। টাকাটা হাতে পাওয়া মাত্রই বড় একটা শিপ বিল্ডিং কোম্পানীর কাছে যাবে। কোম্পানীর লোকেরা সম্মানের সাথে কথা বলবে ওর সাথে। কথায় কথায় স্যার স্যার করে সম্বোধন করবে। একটা ফরটি ফাইভ ফুটার কেনা তো আর চাট্টিখানি কথা নয়। ভাবতেই হার্টবিট দ্রুত বেড়ে গেলো ওর। কেমন লাগবে তখন? যখন ডকুমেন্ট সই করবে, টাকা পেমেন্ট করবে, তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে উঠে আসবে ঝক ঝকে ডেকে। কিন্তু জো ওয়াকার কি এতো সহজেই ছেড়ে দেবে ওকে? তার চোখে ধুলো দিয়ে শহরে ফিরে লকার থেকে ব্যাগ দুটো বের করে আনা সোজা কথা নয়। এজন্য ধৈর্য ধরতে হবে। প্রয়োজন হলে বছরের পর বছর অপেক্ষা

করতে হবে সেই দিনটির জন্য যেদিন ওকে খুঁজে না পেয়ে হাল ছেড়ে দেবে ওয়াকার এবং মাফিয়ার লোকেরা। এখন শুধু ধৈর্যের প্রয়োজন। গোপনে সবকিছু জানতে হবে ববের কাছ থেকে। ওয়াকার কখন কি ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে তা আগে জানতে পারলে আর কে পায় ওকে।

সামনেই ইস্টলিঙ্ক লেখা সাইন পোস্ট দেখে গাড়ি থামিয়ে হ্যারিয়েটকে ডেকে তুললো জিমি। সীট বদল করে হুইলে বসলো হ্যারিয়েট। গিয়ার দিয়ে ধীরে ধীরে স্পীড তুললো ট্রাকের।

লিটিল ক্রিক। মনে মনে নামটা উচ্চারণ করলো জিমি। কেমন জায়গা কে জানে। পছন্দ হলে কিছুদিন থেকেও যেতে পারে ওখানে। কিন্তু বড় সমস্যা দেখা দেবে থাকা নিয়ে। হোটেল তো মোটেও নিরাপদ নয় ওর জন্যে। তাছাড়া কোনো হোটেল আছে কিনা তাও তো জানা নেই। হ্যারিয়েটকে জিজ্ঞেস করবে কিনা ভাবছিলো। কিন্তু হ্যারিয়েট যেন আগেই মনের কথাটা বুঝে ফেলেছে ওর। হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করলো, 'লিটিল ক্রিকে কেউ আছে আপনার?'

'না।' মাথা নাড়লো জিমি।

'তবে তো থাকা খাওয়া নিয়ে খুব অসুবিধায় পড়বেন। একটা হোটেলও নেই ওখানে। তাই বলছিলাম কি, আপনার যখন নির্দিষ্ট কোথাও যাবার নেই, তখন ইচ্ছে করলে আমার বাড়িতেই পেইং গেস্ট হিসেবে উঠতে পারেন। রোজ মাত্র আট ডলার পেলেই খুশি আমি।'

মনে মনে এমন একটা কিছুই আশা করছিলো জিমি। দারুণ খুশি হলো সে। কিন্তু মুখে তেমন একটা উৎসাহ দেখালো না।

'দেখা যাবে। জায়গাটা যদি আমার পছন্দ হয়,' অন্যমনস্কের ভান করে বললো জিমি।

একটানা গোঁ গোঁ শব্দ করে লিটিল ক্রিকের দিকে ছুটে চলেছে ট্রাক।

জিমি যখন ট্রাক চালাচ্ছিলো ঠিক তখন এন্ড্রু আর আর্থারকে নিয়ে ওয়াকার তার অফিস রুমে জরুরী আলোচনায় ব্যস্ত।

'ওয়াল্টারের পিছে অযথা সময় নষ্ট করেছি আমরা। এন্ড্রুর বাজে যুক্তিতে কান দিয়ে অনেক পিছিয়ে গেছি। এন্ড্রুই পুরোপুরি দায়ী এজন্য।' এন্ড্রুর ওপর থেকে আর্থারের দিকে ফিরে এলো ওয়াকারের লাল চোখ। 'জিমি খালি হাতে শহর থেকে বেরিয়েছে জেনেই এন্ড্রুর ধারণা আরো একজন ছিলো ওর সাথে এবং সেটা ওয়াল্টারই হবে। কিন্তু পিটার ও হেনরীর মতে সত্তর বছরের একজন বুড়োর পক্ষে কিছুতেই এ কাজ সম্ভব নয়। তাই দুটো সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে আমার মনে। হয়তো জিমির সাথে আরো একজন আছে যাকে আমরা চিনি না, নয়তো টাকাটা এখানেই কোথাও রেখে গেছে ও। পরে সুযোগ মতো এসে নিয়ে যাবে। তোমার কি মনে হয় আর্থার?'

'আপনার যা ধারণা, তাতে আরো একটা সম্ভাবনার কথা এসে যাচ্ছে।'

'কি রকম?' একটু ঝুঁকে এলো ওয়াকার।

'এখান থেকে ভিন্ন নামে ব্যাগ দুটো গ্রে হাউণ্ড বাসে বুক করে দিয়ে যে কোনো স্টেশন থেকেই ডেলিভারি নেয়া সম্ভব। জিমির ক্ষেত্রে আমি হলেও তাই করতাম এবং কিছুতেই এ টাকা রেখে যেতাম না এখানে। আমার মনে হয় জিমিও তাই করেছে এবং এজন্যই তাকে খালি হাতে বেরোতে দেখা গেছে।'

'হাঁ, তাও হতে পারে। কিন্তু তুমি কি মনে করো আরো কেউ আছে ওর সাথে?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিচের ঠোঁট ওল্টোলো আর্থার। 'মনে হয় না। নিগ্রোটাই ওর একমাত্র বন্ধু। কিন্তু একটা বাচ্চা ছেলের হাত থেকে লজেন্স কেড়ে নেবার সাহসও নেই ওর। আমার মনে হয় বাসেই ব্যাগ দুটো তুলে দিয়েছে জিমি।'

এনড্রুর দিকে তাকালো ওয়াকার। 'খুব কম বাসই স্টেশনে ত্যাগ করার কথা ঐ সময়। এক্ষুণি একবার খোঁজ নাও স্টেশনে গিয়ে। ঘটনার রাতে দুটো বা একটা ব্যাগ কেউ কোথাও বুক করে থাকলে ডিটেইল জেনে আসবে।'

বো করে বেরিয়ে গেলো এনড্রু।

আর্থারের দিকে ফিরলো ওয়াকার। 'ওকে পাওয়া যাবে তো?'

'অবশ্যই। এসব কাজে জুড়ি নেই আমাদের। কিন্তু কাজটায় বেশ কিছু খরচ হবে আপনার।'

'কতো?'

নোংরা হাসিতে ভরে গেলো আর্থারের মুখ। 'এই ধরুন আপনার চুরি যাওয়া টাকার ফিফ্‌টি পার্সেন্ট।'

'বেশ, তাই হবে।' খুব নরম গলায় বললো ওয়াকার। কিন্তু জীবিত তুলে দিতে হবে ওকে আমার হাতে। কোনো মতে প্রাণ থাকলেও চলবে।'

'জীবিত পারবো কিনা সে ব্যাপারে গ্যারান্টি দিতে পারছি না, মিঃ জো। মুখোমুখি হয়ে গেলে এরা মরে, নয় মারে।'

'না, জীবিত চাই ওকে।' সিংহের মতো গর্জন করে উঠলো ওয়াকার। তার চেহারা দেখে নিষ্ঠুর আর্থারের পর্যন্ত বুক কেঁপে গেলো। 'জীবিত ধরতে না পারলে ওয়ান থার্ড পাবে। আমি নিজের হাতে শাস্তি দিতে চাই শুওরের বাচ্চাটাকে।' জোরে ডেস্কে থাপড় মেরে

বললো, 'যাও, খুঁজে বের করো। যে কোনো মূল্যে ওকে পেতে চাই আমি।'

'বাড়ির প্রায় কাছে চলে এসেছি,' ট্রাকের স্পীড কমিয়ে বললো হ্যারিয়েট। 'একটু সামনে এগিয়ে বাঁয়ে সায়মারা। ওখান থেকেই চিংড়ি লোড করি আমি। বাড়িটা খুব পছন্দ হবে আপনার। লেকের পাড় ঘেঁষে নিরিবিলি জায়গায় বলে যে কোনো লোকেরই পছন্দ হবে ওটা। মাছ ধরার জন্য একটা বোটও আছে আমার। ইচ্ছে করলে মাছ ধরেও সময় কাটাতে পারবেন।'

কাঁচা রাস্তার দু'পাশে গাছের সারি। আর মধ্য দিয়ে ধীরে এগোচ্ছে ট্রাক। হঠাৎ কতকগুলো কলা গাছের ঝোপ পেরিয়ে লেকের পাড়ে চলে এলো ওরা। রঙ বেরঙের বহু বোটে মাছ ধরছে মানুষ।

একদিকে ঘন জঙ্গল আর অপরদিকে লেকের পাড় ঘেঁষে কিছুদূর আসার পর ট্রাক দাঁড় করালো হ্যারিয়েট। ওর বাড়িটা দেখালো আঙুল তুলে।

জিমি দেখলো, প্রায় বিশ ফুট দূরে একটা হাউস বোট ভাসছে পানিতে। মেইনল্যান্ড থেকে মোটা ভারী তক্তা দিয়ে জেটির মতো করে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়েছে ওখানে।

কাঠের তৈরী একটা গ্যারেজে ট্রাকটা রেখে নেমে এলো ওরা।

'বেশ কিছুদিন থাকবেন নাকি এখানে?' যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলো হ্যারিয়েট।

'সেটা আপনার স্ত্রীর ওপরেও নির্ভর করছে অনেকটা। একজন অপরিচিত লোক সবসময় আশে পাশে ঘোরাঘুরি করুক এটা মোটেও ভালো লাগার কথা নয় তার।'

হো হো করে হেসে উঠলো হ্যারিয়েট।

'ওর ব্যাপারে কিছু ভাবতে হবে না আপনাকে। এমন অর্থ পিপাসু মেয়েমানুষ জীবনে খুব কম দেখেছি আমি। টাকার জন্য সবকিছুই করতে পারে ও।'

জেটির ওপর দিয়ে হাউস বোটে আসার সময় থমকে দাঁড়ালো হ্যারিয়েট। আঙুল তুলে লেকের পানির দিকে দেখালো। 'ঐযে, সাঁতার কাটছে সিলভিয়া।'

জিমি দেখলো, হাউস বোট ছেড়ে প্রায় দুশো গজ দূরে একটা স্বর্ণকেশী মাথা ডুবছে আর উঠছে।

জোরে চিৎকার করে হাত নেড়ে ওকে ডাকলো হ্যারিয়েট। একটা হাত ওপরে উঠে আবার নেমে গেলো মেয়েটার।

হাউস বোটের চওড়া ডেক পেরিয়ে লিভিং রুমে এসে বসলো ওরা। পুরোনো আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো ঘর। এক কোনে টিভি সেট। পাশের রুমের দরজা খুলে দিলো হ্যারিয়েট। 'এই আপনার শোবার ঘর জিনিসপত্র রেখে সাঁতার কেটে আসতে পারেন কিছুক্ষণ। এখানে কাপড় চোপড় ছাড়াই নামি আমি। ইচ্ছে করলে আপনিও পারেন। সিলভিয়ার জন্য ভাববেন না কখনও। জীবনে আমি যতো চিংড়ি মাছ দেখেছি তার চেয়েও বেশি নগ্ন পুরুষ দেখেছে ও।'

'না, এখন আর নামার ইচ্ছে নেই, শোবার ঘরে ঢুকে চারপাশে চোখ বুলিয়ে বললো জিমি। একটা সেমি ডাবল খাট, দু'খান চেয়ার ও একটা ক্লজিট ছাড়া আর কিছুই নেই সেখানে। লেক ও লেকের ওপারের মনোরম দৃশ্য দেখা যায় জানালা দিয়ে।

'পছন্দ হয়েছে?' উৎসুক হয়ে জিমির দিকে তাকালো হ্যারিয়েট।

'ফাইন,' জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বললো জিমি। 'জানালাটাই বেশি আকর্ষণ করেছে আমাকে। ঘরে বসে এমন সুন্দর দৃশ্য খুব কমই দেখা যায়।'

হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেলো হ্যারিয়েট।

জানালার পাশে একটা চেয়ার টেনে বসলো জিমি। একটু পরই ডেকে এসে দাঁড়ালো হ্যারিয়েট। আন্ডারওয়্যারটা খুলে পুরো নগ্ন হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো পানিতে। সাঁতরে চলে গেলো সিলভিয়ার দিকে। ওকে আসতে দেখেই লম্বা একটা ডুব দিয়ে একেবারে হাউস বোটের গা ঘেঁষে ভুস করে ভেসে উঠলো সিলভিয়া। চিৎ হয়ে ভাসতে লাগলো।

জানালার পাশ থেকে একটু সরে আড়াল থেকে ভালোভাবে ওর দিকে তাকালো জিমি। বুকের দিকে তাকাতেই আশ্চর্য হলো। ডীনার চেয়েও বড় স্তন কোনো মেয়ের থাকতে পারে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতো না ও।

ডেকে ওঠার আগে দড়ির সিঁড়িতে ঝোলানো ব্রা-টা পরে নিয়ে উঠে এলো সিলভিয়া। ওর ভেজা শরীরে লেগে থাকা পানির ফোটাগুলো চিকচিক করছে মুক্তোর মতো। সোনালী ববড্ চুল লেপ্টে আছে গলায় ও ঘাড়ে। নাভীর নিচে ছোট্ট এক টুকরো ত্রিকোন কালো কাপড় কোনো রকমে নগ্ন হওয়া থেকে রক্ষা করছে ওকে। ভেজা শরীরের খাঁজে খাঁজে বসে গেছে কাপড়টা। একটা তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে মুছতে ছন্দময় ভঙ্গীতে ঘরে চলে গেলো সিলভিয়া। ওর ভারী জমাট নিতম্বের দোল দেখে মুখের ঘাম মুছলো জিমি।

কিছুক্ষণ পানিতে থেকে উঠে এলো হ্যারিয়েট। ফেলে যাওয়া আন্ডারওয়্যারটা দু'পায়ে গলিয়ে কেবিনে ঢুকে গেলো। মিনিট দশেক

পর কাপড় পড়ে জিমির পাশে এসে বসলো।

'বাড়িটা পছন্দ হয়েছে তো ?' আবার জানতে চাইলো হ্যারিয়েট।

'চমৎকার।'

'ড্রিংক ছাড়া আর সবই পাবেন এখানে। খরচের জন্যই ছেড়ে দিতে হয়েছে ঐ অভ্যেস। লেকের ওপারে স্টোর আছে। দরকার হলে কাল গিয়ে নিয়ে আসবেন।'

'দেখা যাবে।' হঠাৎ জোরে নিঃশ্বাস টানলো জিমি। 'খুব চমৎকার ঘ্রাণ ছুটেছে।'

'হ্যাঁ, রান্নায় খুব ওস্তাদ সিলভিয়া।'

'আমার ব্যাপারে কিছু বলেছেন ওকে ?'

'অবশ্যই। রান্না ঘরে আছে ও, আলাপ করুন গিয়ে।'

একটু ইতস্তত করে উঠে দাঁড়ালো জিমি। রান্না ঘরে গেলো। গ্যাস কুকারে একটা প্যানে চামচ দিয়ে কি যেন নাড়ছিলো। জিমিকে দেখে বড় বড় চোখ করে তাকালো।

মনের ভেতর ভীষণ একটা ধাক্কা খেলো জিমি। ভাবলো, সত্যিই সুন্দরী মেয়েটা। ওর উজ্জ্বল নীল চোখ, খাড়া নাক আর সেনসিটিভ চিবুক চুম্বকের মতো আকর্ষণ করলো ওকে

'একটু আগে আপনার কথা শুনেছি আমি।' জিমির কানে জল তরঙ্গের মতো বেজে উঠলো সিলভিয়ার কণ্ঠ। 'আর আপনি যে পেইং গেস্ট হিসেবে কিছুদিন থাকবেন এখানে, তাও শুনেছি।'

'যদি আপনার কোনো আপত্তি না থাকে।' সিলভিয়ার পা হতে মাথা পর্যন্ত দেখলো জিমি। প্যান্টের সাথে ছেলেদের বুশ শার্ট পরেছে সিলভিয়া। ওপরের দুটো বোতাম খোলা।

ঝুঁকে প্যানে কয়েকটা মাছের টুকরো ফেললো সিলভিয়া। ওর

নিতম্বের বাঁকের দিকে তাকিয়ে বৈদ্যুতিক শক খেলো জিমি। গ্যাস কুকারটা একটু বাড়িয়ে জিমির দিকে ফিরলো আবার।

'হ্যারিয়েট যখন এনেছে আমি আপত্তি করতে যাবো কেন। আপনি টিভির সামনে একটু বসুন গিয়ে, পনেরো মিনিটের মধ্যেই হয়ে যাবে সব।'

কথা বলতে বলতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জিমিকে দেখলো সিলভিয়া। জিমির বুদ্ধিদীপ্ত চোখে চোখ আটকে গেলো ওর।

'আমি সিলভিয়া,' ঠোঁটের কোনে হাসি টেনে বললো ও।

'আমি জিমি মেহ্লার।' সিলভিয়ার চোখের নষ্টামির হাসি দৃষ্টি এড়ালো না তার। আড়চোখে ওর বিশাল বুকের দিকে একবার তাকিয়ে চলে এলো লিভিং রুমে।

ওয়াকারের অফিসে ফিরে এলো এনড্রু। চুরুটের ধোঁয়ায় ভরে আছে ঘরটা। এখনও বসে আছে ওরা দু'জন। টেবিলে আধ বোতল হুইস্কি, গ্লাস, আইস বাকেট।

'কি খবর ?' এনড্রু ঢুকতেই জিজ্ঞেস করলো ওয়াকার।

'ডিটেইল চেক করেছি,' বললো এনড্রু। 'ঘটনার রাতে দুটো থেকে তিনটে পর্যন্ত যতোগুলো বাস ছেড়েছে তার প্রত্যেকটার টিকেট বুক ভালো করে পরীক্ষা করে দেখেছি। কিন্তু দুটো বা একটা ব্যাগ কোনো বাসেই তোলা হয়নি।'

'খুব জটিল হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা,' আর্থার বললো, 'সাথেও নিয়ে যায়নি আবার বাসেও তুলে দেয়নি। তাহলে, তাহলে তো দেখছি আপনার ধারণাই ঠিক, মিঃ জো। এখানেই রেখে গেছে কারো কাছে।'

কিছুক্ষণ গভীর ভাবে চিন্তা করে বললো ওয়াকার, 'এতো টাকা

কারো কাছে রেখে যাবার মতো লোক নয় জিমি। লেফ্‌ট-লাগেজ লকারটাই তো ওর জন্য সবচেয়ে নিরাপদ, তাই না?'

এপাশ ওপাশ মাথা নাড়লো আর্থার। 'আমার তা মনে হয় না, মিঃ জো। এ শহরে ও আর ফিরবে না সেকথা বাজী ধরে বলতে পারি আমি।'

'তোমার ধারণাও ঠিক। এ ব্যাপারে আমি পুরোপুরি শিওর না, তবুও চেক করে দেখতে তো আর দোষ নেই।' এন্ড্রুর দিকে ফিরলো সে। 'কিভাবে চেক করা যায় ওটা?'

'তিনশোরও বেশি লকার আছে ওখানে, মিঃ জো,' বললো এন্ড্রু। 'জজের অনুমতি ছাড়া কমিশনারেরও চেক করার ক্ষমতা নেই ওগুলো। তবে আপনি বললে চেষ্টা করে দেখতে পারি। কাজটা ভালো হবে কি?'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো। লকার নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করলে প্রেসের কানে পৌঁছে যেতে পারে খবরটা। ফলে সত্যিই ব্যাগ দুটো এখানে রেখে গেলে জিমিও সাবধান হয়ে যাবে সাথে সাথে।' চুরুট ধরানোর জন্য একটু থামলো ওয়াকার। লম্বা একটা টান মেরে ধোঁয়া ছেড়ে পুনরায় শুরু করলো, 'তারচেয়ে বরং লকারগুলোর ওপর নজর রাখতে পারি আমরা। চারজন লোক ঠিক করে শিফটিং ডিউটি দেবার ব্যবস্থা করো। চব্বিশ ঘণ্টা গার্ড থাকবে। ব্যাগ দুটোর একটা ডেসক্রিপশন দিয়ে দিয়ো ওদেরকে। কাউকে এ ধরণের ব্যাগ নিয়ে বেরোতে দেখলেই ধরে নিয়ে আসতে বলবে এখানে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেলো এন্ড্রু।

'তারপর তোমরা কদ্দুর কি করলে আর্থার?'

'খোঁজা হচ্ছে, মিঃ জো। আমাদের সকল এজেন্টের কাছে ম্যাসেজ

পৌঁছে গেছে।'

'দেখো কি করতে পারো। আমিও বসে নেই।' পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করে ডেস্কের ওপর রাখলো ওয়াকার। 'আগামী কাল ফ্লোরিডার প্রত্যেকটা সংবাদপত্রে বেরোবে এটা।'

কাগজটা খুলে জোরে জোরে পড়লো ওয়াকার:

"নিখোঁজ সংবাদ
দশ হাজার ডলার পুরস্কার।"

হেড লাইনের নিচে জিমির প্রিজন ছবি আঁটা। তার নিচে লেখা: বেশ কিছুদিন যাবৎ বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ। ধারণা করা হচ্ছে, স্মৃতি-ভ্রম ঘটেছে। নাম জিমি মেহ্‌তা, বয়স প্রায় সাঁইত্রিশ বছর, উচ্চতা পাঁচ ফিট দশ ইঞ্চি, গায়ের রঙ তামাটে, চুল ধূসর কালো, হালকা পাতলা গড়ন। গলায় একটা সেন্ট ক্রিস্টোফার মেডেল থাকার সম্ভাবনা আছে। সন্ধানদাতাকে দশ হাজার ডলার পুরস্কার দেয়া হবে।

যোগাযোগ করুন:
থমসন অ্যান্ড থমসন
অ্যাটর্নিজ অ্যাট ল
ইস্ট সিটি, ফোন-০৪-৩২২-০৩

'গুড আইডিয়া।' নোংরা হাসি ফুটে উঠলো আর্থারের মুখে।

সাত

মোটরের ফট্‌ফট্‌ শব্দে সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে গেলো জিমি। মাথা তুলে জানালা দিয়ে তাকালো। ছোট্ট একটা মোটর বোট নিয়ে হাউস বোট

ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে সিলভিয়া। পরনে স্ট্রেচ প্যান্ট ও শার্ট। ঠোঁটে সিগারেট। বালিশে মাথা রাখলো আবার। ঘন্টা খানেক আগে হ্যারিয়েট যখন ট্রাক নিয়ে বেরিয়ে যায়, তখনই ট্রাকের শব্দে ঘুম ভেঙেছে ওর। কিন্তু তন্দ্রার মতো আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ছিলো এতোক্ষণ।

শুয়ে শুয়েই গতো রাতের কথা মনে করলো। চমৎকার রান্না করে মেয়েটা। লেকের মিষ্টি পানির কালী বাউশের কারী, সরু চালের ভাত আর টমেটোর সালাদ দারুণ তৃপ্তির সাথে খেয়েছে ও। এক-সাথে খেতে বসেছিলো তিনজন। কিন্তু টিভিতে কি একটা ভালো প্রোগ্রাম দেখার জন্য খুব দ্রুত খেয়ে উঠে গেলো হ্যারিয়েট।

হ্যারিয়েট উঠে যেতেই সিলভিয়াকে বললো ও, 'সত্যি দারুণ রান্না করেন আপনি। একে তো ক্ষুধার্ত তারপর আবার ভালো রান্না। লজ্জা শরম না করে একটু বেশিই খেয়ে ফেলেছি।'

'খুশি হলাম, ধন্যবাদ।' ততোক্ষণে খাওয়া সেরে চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছে সিলভিয়া।

'এগুলো পরিস্কার করা দরকার,' এঁটো ডিশ প্লেটের দিকে তাকিয়ে বললো জিমি।

'এখন থাক, কাল ভোরে আমিই সারবো।'

'আমার অ্যাপার্টমেন্টের সব কাজ আমি নিজেই করতাম। এসব অভ্যাস আছে আমার।'

এঁটো ডিশ প্লেট ধুয়ে টেবিল পরিস্কার করতে প্রায় পনেরো মিনিট লেগে গেলো জিমির। একটা বেতের চেয়ার টেনে বসলো সিলভিয়ার পাশে।

'এর আগে কোথায় ছিলেন আপনি?' ও বসতেই জিজ্ঞেস করলো সিলভিয়া।

'নর্থে, আপনি?'

'সুইডেন।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম। আপনার নীল চোখ, রেশমী চুল তাই বলে।'

আরো কিছুক্ষণ বসার ইচ্ছা ছিলো জিমির। কিন্তু সারা দিনের ট্রাক জার্নি আর টেনশনে খুব খারাপ লাগছিলো ওর। উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমি খুব ক্লান্ত, লম্বা একটা ঘুম না দিলে আর চলবে না। চমৎকার রান্নার জন্য ধন্যবাদ।'

বেডরুমে এসে চাদরটা টেনে শুয়ে পড়লো ও। শুয়ে শুয়ে জানালা দিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো চাঁদের দিকে। হ্যারিয়েট আর সিলভিয়ার কথা ভাবলো, তারপর ঘুমিয়ে পড়লো এক সময়।

সারা রাত ঘুমিয়ে খুব চাঙা লাগলো ভোরে। মোটর বোটের শব্দ না শুনলে হয়তো আরো কিছুক্ষণ ঘুমোতো। আড়মোড়া ভেঙে বিছানা থেকে নেমে জামা কাপড় ছাড়লো। তারপর শুধু আণ্ডার-ওয়ারটা পরে ঝুপ করে লাফিয়ে পড়লো পানিতে। প্রায় আধ ঘন্টা পর উঠে এসে কাপড় পাল্টে কিচেনে ঢুকলো। ব্রেকফাস্টের জন্য ব্রেড, বাটার বন, ডবল ডিমের অমলেট আর এক পট কফি রেখে গেছে সিলভিয়া। ব্রেকফাস্ট সেরে কফির কাপ হাতে নিয়ে ডেকে এসে বসলো। সকালের ঝিরঝির ঠাণ্ডা বাতাস, ওপারে পাইন গাছের সারি আর লেকের স্থির পানিতে মেঘের প্রতিবিম্ব।

কফি শেষ করে হাউস বোটটা ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলো জিমি। শাওয়ার, কিচেন ও লিভিং রুম ছাড়া মোট তিনটা রুম আছে হাউস বোটটায়। ওর রুমের পাশেরটা সিলভিয়ার। একটা ডবল বেড, একটা চেস্ট অব ড্রয়ার ও একটা বড় ক্লজিট ছাড়া আর কিছুই নেই। পরি-

স্কার পরিচ্ছন্ন। সিলভিয়ার পাশেরটা হ্যারিয়েটের। ভীষণ নোংরা। টেবিলের ওপর একটা পয়েন্ট টুয়েন্টি টু রাইফেল ও একটা শটগান দেখে বিস্মিত হলো ও। দরজা টেনে বেরিয়ে এলো।

করার মতো কাজ না থাকায় কিচেন থেকে হ্যারিয়েটের ছিপটা নিয়ে ডেকের প্রান্তে বসলো। কিন্তু এক ঘণ্টা বসে থেকেও একটা মাছ ধরতে পারলো না। হাতে ছিপ নিয়ে ফাৎনার দিকে চেয়ে থাকলেও ওর মন চলে গেছে লেফ্ট-লাগেজ লকারে ফেলে আসা ব্যাগ দুটোর কাছে। মনে মনে ভাবছে, এখানে কিছুদিন থাকার পর একদিন হ্যারিয়েটের সাথে রিচভিল্লি গিয়ে টেলিফোন করবে ববের কাছে। ওয়াকারের সব খবর জেনে অবস্থা যদি সুবিধার হয়, তবে চেষ্টা করবে ব্যাগ দুটো আনার।

এমন সময় সিলভিয়াকে ফিরে আসতে দেখে চিন্তায় বাঁধা পেলো ও। ডেক রেইলের সাথে বোটটা বেঁধে ডান হাতটা জিমির দিকে এগিয়ে দিলো সিলভিয়া। বাঁ হাতে বাজারের ঝুড়ি। জিমি হাত ধরে টেনে তুললো ওকে।

'কিছু পাবেন না এখানে,' ছিপের দিকে তাকিয়ে বললো সিলভিয়া। 'বোট নিয়ে লেকের মাঝখানে চলে যান, কিছু পেতে পারেন।'

'অলরাইট। দেখা যাক চেষ্টা করে।'

গরমের কথা ভেবে শার্ট খুলে খালি গা হলো জিমি। সাথে সাথে আঠার মতো সিলভিয়ার দৃষ্টি আটকে গেলো ওর লোমশ বুকে।

'কি ওটা?'

মাথা নিচু করে মেডেলটা স্পর্শ করলো জিমি।

'সাইলাকি চার্ম। সেন্ট ক্রিস্টোফার। মৃত্যুর সময় আমার মা আমাকে দিয়ে গেছেন এটা। কি বলেছিলেন মা জানেন? বলেছিলেন,

যতোদিন এটা আমার সাথে থাকবে ততোদিন কোনো অমঙ্গল হবে না আমার।'

'আপনি ইটালীয়ান, তাই না?'

'আমার মা ইটালীয়ান ছিলেন।'

'বাবা?'

'ইণ্ডিয়ান। কিন্তু আমার জন্ম ফ্লোরিডায়।'

'ঠিক আছে, যান আপনি। বেশি দেরি করবেন না আবার। ছ'-ঘণ্টার মধ্যেই লাঞ্চ রেডি হয়ে যাবে।' ঝুড়ি নিয়ে কিচেনের দিকে এগোলো সিলভিয়া।

ছিপ নিয়ে বোটে চড়ে ইঞ্জিনে স্টার্ট দিলো জিমি। ফট্ ফট্ আওয়াজ তুলে ডেক ত্যাগ করলো বোট।

ছ'ঘণ্টা পর। পাঁচ পাউণ্ডের একটা কালীবাউস নিয়ে ফিরে এলো জিমি।

মাছ দেখে বিস্মিত হলো সিলভিয়া। হেসে বললো, 'আপনি তো দেখছি পাকা শিকারী। রাখুন, পরে ব্যবস্থা করছি ওটার। হাতমুখ ধুয়ে আসুন আগে। লাঞ্চ রেডি।'

হাতমুখ ধুয়ে খাবার টেবিলে এলো জিমি। সিলভিয়াও বসলো একটু পরে এসে।

খেতে খেতে বললো সিলভিয়া, 'এতো জায়গা রেখে এদিকে আসার কারণ কি আপনার?'

আগেই আঁচ করেছিলো জিমি। এ ধরনের প্রশ্ন করতে পারে সিলভিয়া। মনে মনে তৈরি ছিলো। সাথে সাথে জবাব দিলো, কোনো কারণ নেই, এমনিই ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম। আসলে এক জায়গায় থেকে থেকে ভীষণ বোর লাগছিলো। একটা চেঞ্জ আনার

জন্য চাকরিটা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম।'

'এক জায়গায় আমারও বেশি দিন মন টেকে না। তাছাড়া হ্যারিয়েট আমার জীবনটা একেবারে বিষিয়ে তুলছে। এখানে আসার আগে নিউইয়র্কে একটা ট্রাভেল এজেন্সীতে চাকরি করতাম। একদিন জ্যাকসনভ্যালীতে নতুন অফিস খোলা হলে আমাকেও বদলি করা হয় সেখানে। ওখানেই পরিচয় হ্যারিয়েটের সাথে। ট্রাক ছিলো ওর। প্রায়ই বলতো, বছর ঘুরতে না ঘুরতেই একটা ট্রাক থেকে ছটা হবে। পাঁচ বছরের মধ্যে ট্রাকের একটা বহর গড়ে তুলবে ও। টাকা পয়সার প্রতি আমারও লোভ কম ছিলো না। তাই বিত্তবানের স্ত্রী হবার স্বপ্নে বিয়ে করে ফেললাম ওকে। চলে এলাম এখানে। কিন্তু কিছুদিন পরই জানতে পারলাম সেক্সুয়েলী পারভার্ট সে। ওর বিকৃত ক্ষুধা ও জ্যাকসনভ্যালীতেই নিবৃত্ত করে বাড়ি ফিরতো। ক্রমে শোবার ঘর আলাদা হয়ে গেলো আমাদের। মনে মনে ত্যাগ করার চিন্তা করলাম ওকে। কিন্তু চাকরিটা ছেড়ে দেয়ায় খুব টানাটানির মধ্যে ছিলাম। হাতে কিছু না নিয়ে তো আর বেরোনো যায় না। তাই টাকা পয়সার জন্য নোংরা পথে পা বাড়ালাম আমি। কিন্তু একদিন ধরা পড়ে গেলাম হ্যারিয়েটের কাছে। অনেক অনুনয় বিনয় করে শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেলাম। বিনিময়ে একটা শর্ত দিলো ও। রিচভিল্লিতে এখন যতোগুলো হোটেলের কন্ট্রাক্ট আছে ওর, তার প্রত্যেকটার মালিকের সাথে শুতে হলো আমাকে। দু'বছর চলে গেলো ইতিমধ্যে। কিন্তু হ্যারিয়েটের ট্রাক আর দ্বিগুন হলো না। ফেড আপ হয়ে গেছি একেবারে। ভাবছি এবার অন্য কোথাও চলে যাবো।'

কোনো কথা বললো না জিমি। চুপচাপ খেয়ে চলে এলো বেডরুমে। একটা সিগারেট ধরিয়ে বালিশে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে বসলো।

কিচেনে ডিশ প্লেট ধোয়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। মিনিট পনেরো পর একটা তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে মুছতে জিমির বেডে এসে বসলো সিলভিয়া।

'একটা সিগারেট নিতে পারি?'

'শিওর।' মাথা ঝাঁকিয়ে লাইটার জ্বেলে দিলো জিমি।

ঝুঁকে সিগারেট ধরালো সিলভিয়া। গলার ফাঁক দিয়ে আড় চোখে তাকালো জিমি। শার্টের নিচে কিছু পরেনি ও।

লম্বা একটা টান মেরে ধোঁয়া ছেড়ে তাকালো জিমির দিকে। 'আপনি কি করেন, তা তো বললেন না।'

একটু নড়েচড়ে আরাম করে বসলো জিমি। 'একজনের রেন্ট কালেক্টর হিসেবে কাজ করতাম। কিন্তু ভালো লাগলো না, ছেড়ে দিলাম। যতোদিন টাকা আছে ঘুরে বেড়াবো। ফুরিয়ে গেলে কিছু একটা জুটিয়ে নেবো বোটে।'

'বোট?' খিল খিল করে হেসে উঠলো সিলভিয়া। 'বোটে কি করবেন আপনি? মাছ ধরবেন? এ আবার একটা চাকরি হলো?'

'জীবিকার জন্য যে-কোনো কাজ করতে পারি আমি। কিন্তু আপনি কি ঠিক করেছেন?'

'ভাবছি মিয়ামী চলে যাবো। ওখানে কিছু একটা পাবোই। বয়স সাতাশ হলেও শরীরের জৌলুষ তো কমে যায়নি এখনও। পুরুষের চোখের ভাষা বুঝতে কষ্ট হয় না আমার।' সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়ে হঠাৎ জিমির মুখের ওপর ঝুঁকে এলো সিলভিয়া। ফিস্ ফিস্ করে বললো, 'তুমি, তুমি কি চাও না আমাকে? সব পুরুষের চোখের ভাষাই এক। জানি, তুমিও চাও। আর আমারও একজন সঙ্গীর প্রয়োজন। এবার বিনামূল্যে। কিন্তু নেক্সট টাইম কিছু দিতে

হবে। তুমি তো জানোই টাকার দরকার আমার।'

'স্থগিত।' শান্ত গলায় বললো জিমি।।

'কি ?' স্প্রিং-এর মতো লাফ দিয়ে উঠে দাড়ালো সিলভিয়া। 'তুমিও কি হ্যারিয়েটের মতো ?'

'না, তুমি ভুল বুঝেছো সিলভিয়া। কোনো শর্ত ছাড়াই পেতে চাই তোমাকে। আমি এ জন্য কখনও পে করিনি। করবোও না।'

জিমির বলিষ্ঠ পৌরুষের প্রতি শ্রদ্ধা জাগলো সিলভিয়ার। অনেক-ক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো ওর দিকে। তারপর ধীরে ধীরে জিমির একটা হাত তুলে নিলো নিজের হাতে। আলতো একটু চাপ দিয়ে বললো, 'আমার মনে হয়, তোমাকে পছন্দ করতে শুরু করেছি আমি।'

সিলভিয়াকে কাছে টেনে নিলো জিমি।

'বাজে ক'টা ?' তন্দ্রাচ্ছন্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো সিলভিয়া। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে খেয়াল নেই। জামা কাপড় সব পড়ে আছে ফ্লোরে।

হাত তুলে ঘড়ি দেখলো জিমি। 'সোয়া তিনটা।'

'বলো কি ?' ধড়মড় করে উঠে বসলো সিলভিয়া। 'এক্ষুণি বেরোতে হবে আমাকে। অনেক দেরি হয়ে গেছে।' বিছানা থেকে নেমে কাপড় পরতে লাগলো ও। 'তুমি যাবে আমার সাথে ?'

ইচ্ছা ছিলো জিমির। কিন্তু লোকালয়ে ঘোরাঘুরি করা মোটেও নিরাপদ নয়। ইচ্ছাটা বাদ দিলো ও। সিলভিয়ার উন্মুক্ত বিশাল বুকের দিকে তাকিয়ে বললো, 'না, তুমি একাই যাও। কিন্তু যাচ্ছো কোথায় ?'

'স্টোরে যাবো। ডাক আসে এ সময়। দেখি কোনো চিঠিপত্র

আছে কিনা, আর ফেরার পথে একটা খবরের কাগজও নিয়ে আসবো।

সিলভিয়া বেরিয়ে যাবার পর শুয়ে শুয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা ওর কথা ভাবলো জিমি। ওর দেহের ধারালো বাঁকের কথা ভেবে বারবার রোমাঞ্চিত হলো মনে মনে। তারপর উঠে লেকের পানিতে কিছুক্ষণ সাঁতার কেটে কাপড় পাল্টে ডেকে এসে বসলো।

ঠিক সাড়ে চারটার সময় বোট নিয়ে ফিরে এলো সিলভিয়া। হাতে দুটো চিঠি আর ভাঁজ করা একটা খবরের কাগজ।

'তুমি পেপারটা পড়তে থাকো। আমি মাছটার ব্যবস্থা করি গিয়ে।' খবরের কাগজটা জিমির হাতে দিয়ে কিচেনে চলে গেলো সিলভিয়া।

খবরের কাগজে শুধু স্পোর্টস নিউজের পাতাটা একটু আনন্দ দেয় জিমিকে। অন্য খবরের প্রতি তেমন উৎসাহ নেই ওর। কাগজটা খুলে প্রথম পৃষ্ঠার হেড লাইনগুলোর ওপর চোখ বুলালো একবার। অস্ত্র সীমিতকরণ আলোচনা ব্যর্থ, আফগানিস্তানে রাশিয়ার আগ্রাসন নীতির নিন্দা, আয়াতুল্লা খোমেনীর হুঁশিয়ারী ইত্যাদিতে মনোযোগ দেয়ার মতো কিছু পেলো না। দ্বিতীয় পৃষ্ঠা ওল্টালো। শেষ কলামে একটা ধর্ষণ সংবাদ পড়লো মন দিয়ে। অজ্ঞাত পরিচয় চোদ্দ বছরের একটা মেয়েকে বলাৎকার করে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। স্পোর্টস নিউ-জের পাতাটা কোলের ওপর মেলে ধরতেই একটা বিজ্ঞপ্তির ওপর দৃষ্টি আটকে গেলো ওর।

'নিখোঁজ সংবাদ

দশ হাজার ডলার পুরস্কার'

বিজ্ঞপ্তির ছবিটার দিকে চোখ পড়তেই আকাশ ভেঙে পড়লো ওর

মাথায়। ধক্ করে উঠলো বুকের ভেতর। একটা হার্টবিট মিস হলো সাথে সাথে। বারবার পড়লো বিজ্ঞপ্তিটা। যতোবার পড়লো ততোবারই সেই পুরোনো ভয়টা শিরশির করে বয়ে গেলো মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে।

থমসন অ্যাণ্ড থমসন। আর্থারের অ্যাটর্নি। হার্টবিট দ্রুত হলো আরো। সিলভিয়া কি দেখেছে এটা? মনে পড়লো, পেপারটা ভাঁজ করা অবস্থায় দিয়েছে ওকে। হয়তো দেখেনি। কাঁপা হাতে কপালের ঘাম মুছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছবিটার দিকে তাকালো আবার। বিশ বছর আগে পুলিশের তোলা প্রিজন ছবি। এখনকার চেহারার সাথে হুবহু মিল না থাকলেও আবছা একটা আভাস পাওয়া যায়। দাড়িতে হাত বুলিয়ে কিছুটা আশ্বস্ত হলো মনে মনে। এই ছবি দেখে কারো পক্ষে এখন সনাক্ত করা সম্ভব নয় ওকে।

আবার দৃষ্টি বুলালো লাইনগুলোর ওপর। 'গলায় একটা সেন্ট ক্রিস্টোফার মেডেল থাকার সম্ভাবনা আছে।' এবার মনে মনে দমে গেলো ও। চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেনি ওয়াকার। অস্ফুট একটা গালি বেরিয়ে এলো মুখ দিয়ে। 'শালা বাস্টার্ড।'

পেপারটা হাতে করে পাথরের মতো বসে রইলো জিমি। দরদর করে ঘামছে সমস্ত শরীর। সিলভিয়ার কথা ভাবছে মনে মনে। ঘাড় ফিরিয়ে কিচেনের দিকে তাকালো একবার। টাকার প্রয়োজন সিলভিয়ার। দশ হাজার ডলারের লোভ কিছুতেই সামলানো সম্ভব নয় ওর পক্ষে। সেন্ট ক্রিস্টোফার মেডেলটা ওর পরিচিত। ছবি দেখে চিনতে না পারলেও এই মেডেলটাই আঙুল উঁচিয়ে চিনিয়ে দেবে ওকে। এরপর থমসন অ্যাণ্ড থমসনের নাম্বারে শুধু একটা টেলিফোন। ব্যাস। উল্কার মতো ছুটে আসবে মাফিয়ার দলবল।

কি করা যায় এখন? মনে মনে বললো জিমি। পেপারটা ছিঁড়ে ফেলে দিতে পারে। কিন্তু লাভ কি তাতে। কমপক্ষে এক সপ্তাহ পর্যন্ত ছাপা হতে থাকবে এটা। কদ্দিন আর গোপন থাকবে। একদিন সিলভিয়া বা হ্যারিয়েটের নজরে পড়বেই। তবে? তবে কি পালিয়ে যাবে এখান থেকে? গেলে আজ রাতেই যেতে হবে।

'কারা দশ হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে, দেখি!' ঘাড়ের ওপর দিয়ে বিজ্ঞপ্তিটার দিকে তাকিয়ে বললো সিলভিয়া। চুপি চুপি কখন যে ও পিছে এসে দাঁড়িয়েছে টেরই পায়নি জিমি।

পেপারটা দলা করে পানিতে ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছা হলো ওর। কিন্তু হাত যেন অবশ হয়ে গেছে।

'দশ হাজার ডলার!' চকচক করে উঠলো সিলভিয়ার লোভী চোখ। 'এটা পেলে আর কোনো অভাব থাকতো না আমার। দেখি কি লিখেছে?' জিমির কোলের ওপর থেকে পেপারটা নিয়ে পাশে বসে পড়তে শুরু করলো সিলভিয়া।

সিলভিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে জিমি। ধীরে ধীরে চোখ নামছে সিলভিয়ার। 'গলায় একটা সেন্ট ক্রিস্টোফার মেডেল থাকার সম্ভাবনা আছে।' এটুকু পড়েই চট্ করে প্রথমে ছবির দিকে তারপর জিমির মুখের দিকে তাকালো ও।

'এটা কি তোমার ছবি?' আঙুল দিয়ে ছবির ওপর টোকা মারলো সিলভিয়া।

'হ্যাঁ।'

'স্মৃতিভ্রম ঘটেছে তোমার?'

'না।'

'এরা কারা? থমসন অ্যাণ্ড থমসন?'

জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট চাটলো জিমি, 'মাফিয়া।'

'মাফিয়া?' একটু কেঁপে উঠলো সিলভিয়া।

'হুম।'

'ঠিক বুঝতে পারছি না, তুমি কি মাফিয়ার লোক?'

'না।'

'তবে তোমাকে তাদের এতো দরকার! যার জন্য দশ হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে?'

'ওরা খুন করতে চায় আমাকে।'

'খুন করবে? কেন?'

'ওদের কিছু ক্ষতি করেছি আমি।'

অনেকক্ষণ পর্যন্ত জিমির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো সিলভিয়া। তারপর বিজ্ঞপ্তিটা ছিঁড়ে জিমির হাতে দিয়ে বললো, 'পুড়িয়ে ফেলো এটা। হ্যারিয়েটের হাতে পড়লে দশ হাজার ডলারের লোভ সামলাতে পারবে না ও। সাথে সাথে টেলিফোন করে জানিয়ে দেবে।'

'তুমি পারবে?'

'কি মনে হয় তোমার?'

অসহায়ভাবে মাথা নাড়লো জিমি, 'জানি না। তবে তোমার যে টাকার দরকার তা জানি।'

আর কিছু বললো না সিলভিয়া। কিছুক্ষণ বসে থেকে উঠে দাঁড়ালো, 'সাঁতার কাটতে যাচ্ছি আমি।'

'দাঁড়াও সিলভিয়া, শোনো, কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

জিমির দিকে তাকালো না সিলভিয়া। দ্রুত প্যান্ট, শার্ট, ব্রা খুলে শুধু প্যান্টি পরে ঝাঁপিয়ে পড়লো পানিতে।

লাইটার জ্বেলে বিজ্ঞপ্তিটায় আগুন ধরালো জিমি। হাতে তাপ না

লাগা পর্যন্ত ধরে রইলো, তারপর ফেলে দিলো পানিতে।

সাঁতার কাটছে সিলভিয়া। বসে বসে ওকে দেখছে জিমি। ওকে বিশ্বাস করা যায়? দশ হাজার ডলারের লোভ! রাতে হয়তো শুয়ে শুয়ে চিন্তা করবে এবং ভোরেই টেলিফোন করে দেবে।

যদি বিশ্বাস করা যায়? ধরা যাক কিছু করলো না ও। কিন্তু হ্যারিয়েট? আগে হোক পরে হোক বিজ্ঞপ্তিটা একদিন দেখবেই ও। দেখুক। মনে মনে বললো জিমি। মেডেলটার কথা তো আর জানে না সে। শুধু বিশ বছর আগের একটা ছবি দেখে এখনকার শশ্রুমণ্ডিত জিমিকে সনাক্ত করা সম্ভব নয় তার পক্ষে। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলো, কদ্দিন আর দুশ্চিন্তায় থাকবে এই মেডেলটা নিয়ে। ভুলেও তো অন্য কেউ দেখে ফেলতে পারে।

একটা হ্যাঁচকা টান মেরে ছিঁড়ে ফেললো চেইনটা। চোখের সামনে তুলে ধরে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো মেডেলটার দিকে। 'যতোদিন এটা তোমার সাথে থাকবে ততোদিন কোনো অমঙ্গল হতে পারবে না তোমার। অশুভ কোনো কিছু স্পর্শ করতে পারবে না তোমাকে।' মায়ের করুণ মুখটা ভেসে উঠলো চোখের সামনে। সব কুসংস্কার। মনে মনে বললো ও। এই মেডেলটার জন্যই আজ পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। এটার জন্যই ওকে চিনে ফেলেছে সিলভিয়া। এ পর্যন্ত যতো বিড়ম্বনা হলো সবই তো এরই জন্য। হয়তো এটাই ওর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে একদিন।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো জিমি। অনেক দূর চলে গেছে সিলভিয়া। শুধু সোনালী চুল দেখা যাচ্ছে ওর। ওপারে পাইনের পিছে বিদায়ী সূর্যের অস্তরাগ। লেকের বুকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে অন্ধকার।

ধীরে ধীরে ডেকের কিনারায় গিয়ে দাড়ালো ও। চেইন সহ মুঠো করে ধরলো মেডেলটা। তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিলো পানিতে। টুপ করে তলিয়ে গেলো শতো বছরের স্মৃতি। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো বুক চিরে। মনে মনে বললো, এই বোধহয় ভালো হলো। আর কোনো দিন বিপদে ফেলতে পারবে না মেডেলটা।

ফিরে এসে চেয়ারে বসলো আবার। সিলভিয়াও ফিরে এলো একটু পর। চুপচাপ প্যান্ট, শার্ট আর ব্রা-টা তুলে নিয়ে চলে গেলো লিভিং রুমে।

সূর্য আরো লাল হয়ে গেছে এতোক্ষণে। পাইনের পেছনে যেন আগুন লেগেছে। হ্যারিয়েট এসে পড়বে আর কিছুক্ষণের মধ্যে।

জিমিও উঠে লিভিং রুমে গেলো একটু পর। একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিলো সিলভিয়া।

চেয়ার টেনে ওর পাশে বসলো জিমি। 'ভাবছি, চলে যাবো। কাল হ্যারিয়েটের সাথে রিচভিল্লি গিয়ে ওখান থেকে যে কোনো দিকে চলে যাবো। আশা করি ভুলে যাবে আমাকে।'

ম্যাগাজিনটা বন্ধ করে জিমির পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো সিলভিয়া। দু'হাতে ওর গলা পেচিয়ে ধরে বললো, 'না, জিমি তা হবে না। তোমাকে হারাতে চাই না আমি।'

সিলভিয়ার নরম বুকের চাপ লাগছে জিমির কাঁধে। ঘাড়ের পাশে সুড়সুড়ি লাগছে চুলের। মুহূর্তে খুব ইমোশনাল হয়ে পড়লো ও। আবেগ উথলে উঠলো বুকের ভেতর।

'এ কথা তো আমিও বলতে পারি সিলভিয়া। তবুও আমার চলে যাওয়া উচিত। আমার জন্য তোমাদের কোনো বিপদ হোক, চাই না আমি।'

জিমির গলা ছেড়ে পাশে এসে বসলো সিলভিয়া। একটা হাত তুলে নিয়ে বললো, 'তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করছো না, জিমি? দশ হাজার ডলারের লোভ থাকলে এতোক্ষণ বসে থাকতাম না আমি। বিশ্বাস করো আমি ভালো চাই তোমার। কেন তোমাকে খুঁজছে ওরা? আমি কি কিছু করতে পারি না তোমার জন্য?'

চেয়ার ছেড়ে ধীরে ধীরে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো জিমি। লেকের স্থির পানির দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে সবকিছু শোনালো সিলভিয়াকে। বোটের কথা, ওয়াকারের কথা, টাকা চুরির পর যা যা ঘটেছে সব বললো ওকে। শুধু টাকার পরিমাণ আর লকারের কথাটা গোপন করে গেলো। একটু থেমে পুনরায় বললো, 'মেডেলটা যদি না হারাতো তাহলে এভাবে পালিয়ে বেড়াতে হতো না আমাকে।'

'কতো টাকা?'

ঘুরে সিলভিয়ার দিকে তাকালো জিমি, 'অনেক।'

'টাকাটা পেলে আমাকে নেবে সাথে?'

'তোমাকে তো আগেই বলেছি, শুধু একটা বোটের জন্য জীবনের ওপর বাজি ধরেছি আমি। টাকাটা পেলেই আমি বোট কিনে সাগরে ভাসবো। ইচ্ছে হলে আসতে পারো।'

'তোমার সাথে নরকেও যেতে রাজী আছি আমি। আচ্ছা, টাকাটা রেখেছো কোথায়?'

সিলভিয়ার দিকে অর্থপূর্ণ হাসি হাসলো জিমি। 'ইস্ট সিটিতে।'

'আনবে কি ভাবে? সেখানে যাওয়া তো মোটেই নিরাপদ নয়। পত্রিকার বিজ্ঞপ্তির কথা সকলেই জেনে গেছে এতোক্ষণে।'

'হ্যাঁ, সাংঘাতিক রিস্ক।'

'আমি কি সাহায্য করতে পারি? ওরা তো আমাকে চেনে না।'

হুঁশিয়ারীর একটা ছোট্ট লাল আলো জ্বলে উঠলো জিমির মনের মধ্যে। মনে মনে ভাবলো, ধরা যাক টাকাটা কোথায় আছে বলে দিয়ে চাবিটা দিয়ে দিলো সিলভিয়াকে। একটা গাড়ি ভাড়া করে ইস্টসিটিতে পৌঁছে লকার থেকে ব্যাগ দু'টো বের করে আনলো সিলভিয়া। তারপর ? তারপর ও যে আবার ফিরে আসবে তার নিশ্চয়তা কোথায় ? শুধু ওকেই বা দোষ দিয়ে লাভ কি। এতোগুলো টাকা হাতে পেলে যে কেউই বদলে যেতে পারে মুহূর্তের মধ্যে।

এমন সময় ট্রাকের শব্দ পাওয়া গেলো। সিলভিয়ার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে চট্ করে উঠে দাঁড়ালো জিমি। বললো, 'হ্যারিয়েট এসে গেছে। এ ব্যাপারে আগামী কাল কথা বলবো আমরা।'

জিমি ডেকে গিয়ে বসলো। সিলভিয়া চলে গেলো কিচেনে।

কিছুক্ষণ সাঁতার কেটে জামা কাপড় পাল্টে জিমির পাশে এসে বসলো হ্যারিয়েট।

'কেমন কাটলো দিনটা ?' একটা সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞেস করলো হ্যারিয়েট।

'সুন্দর। আপনার ?'

'এতোদিন যেমন কেটেছে,' ধোঁয়া ছেড়ে বললো হ্যারিয়েট। 'সিলভিয়া কি বেরিয়েছিলো আজ ?'

'হ্যাঁ, স্টোরে গিয়েছিলো দুবার।'

'তাহলে সারাদিনই একসাথে ছিলেন আপনারা, অ্যাঁ ?' ফিক ফিক করে অশ্লীল হাসি হাসলো হ্যারিয়েট।

'দেখুন, সিলভিয়া আপনার স্ত্রী। ওর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকা উচিত আপনার।' একটু ঝাঁঝ মিশিয়ে বললো জিমি।

'আহা! এতো চটছেন কেন। আপনি আমাদের পেইং-গেস্ট।

গেস্টের মনোরঞ্জনের জন্য সিলভিয়া যদি কিছু করে থাকে তাতে খারাপটা কোথায়।'

মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো জিমির। 'প্রসঙ্গটা বাদ দিন দয়া করে।'

'বুঝেছি লজ্জা পাচ্ছেন আপনি,' দেঁতো হাসি হেসে বললো হ্যারিয়েট। 'কিন্তু যতো সুন্দর ফিগারই থাকুক না কেন, আপনাকে কোনো আনন্দ দিতে পারবে না ও। অনেক পুরুষের বিছানায় রাত কেটেছে ওর। কিন্তু পুরুষদের প্রকৃত আনন্দ দেবার ছলাকলাগুলো এখনও রপ্ত করতে পারেনি।'

সিলভিয়া এসে দাঁড়ালো ওদের পাশে। 'খাবার রেডি।'

একসাথে খেতে বসলো তিনজন। কারো মুখে কথা নেই। সবার মনেই যেন চিন্তার একটা ঝড় বইছে। খাওয়া প্রায় শেষ। এমন সময় হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো হ্যারিয়েট, 'আপনার কি ছোট ভাই আছে, মিঃ জিমি ?'

সতর্ক হয়ে গেলো জিমি ? সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো, 'না।'

'রিচভিল্লি টাইমসে ছবিসহ দারুণ একটা বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছে আজ। দশ হাজার ডলার পুরস্কার। একটা কপি নিয়ে এসেছি আমি।'

খাওয়া শেষ করে উঠে গিয়ে তার জ্যাকেটের পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা খবরের কাগজ নিয়ে এলো হ্যারিয়েট। দ্রুত দৃষ্টি বিনিময় করলো জিমি ও সিলভিয়া। চোখে চোখে কথা হলো ওদের। বিজ্ঞপ্তিটা জিমির সামনে মেলে ধরলো হ্যারিয়েট, 'দেখুন তো বেশ মিল আছে আপনার সাথে, তাই না ? প্রথমে তো আপনার ছোট ভাই মনে করে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম আমি।'

'কোনো কালেও আমার ছোট ভাই-টাই ছিলো না।'

ছবিটা সিলভিয়াকে দেখালো হ্যারিয়েট। 'দেখো, ঠিক মিঃ জিমির মতো লাগছে না দেখতে?'

ছবিটার ওপর একটু ঝুঁকে এলো সিলভিয়া। স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো, 'হতে পারে। আমি তো আর বিশেষজ্ঞ নই।'

পেপারটা নিয়ে লিভিং রুমে চলে গেলো হ্যারিয়েট। এঁটো বাসনপত্র গুছিয়ে বেসিনে রাখলো সিলভিয়া। জিমি সাহায্য করলো ওকে। দু'জনেই খুব টেনশনে আছে। কেউ কোনো কথা বললো না। চুপচাপ বাসনপত্র ধুতে লাগলো সিলভিয়া। টেবিল মুছে হাত ধুয়ে লিভিং রুমে চলে এলো জিমি।

একটা সিগারেট ধরিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে তখনও ছবিটা দেখছে হ্যারিয়েট। জিমি ঢুকতেই তার দিকে তাকিয়ে বললো, 'খুব মজার ব্যাপার। স্মৃতিভ্রম ঘটেছে এমন একটা লোকের জন্য দশ হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে।'

হ্যারিয়েটের পাশে এসে বসলো জিমি। 'খুব বড় লোকের ছেলে বোধহয়।'

'কিন্তু চেহারা দেখলে তো মনে হয় না। যাই হোক, দশ হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা চাট্টিখানি কথা নয়। টাকাটা পেলে এক সঙ্গে তিনটা ট্রাক কিনে ফেলতাম আমি।' চকচকে করে উঠলো হ্যারিয়েটের চোখ।

'ঐ টাকার কল্পনা না করে একটার আয় দিয়ে কি ভাবে এর সংখ্যা বাড়ানো যায়, ভেবেছেন কখনও?' বিজ্ঞাপন থেকে হ্যারিয়েটের মনোযোগ অন্যদিকে সরাবার চেষ্টা করলো জিমি।

'কি ভাবে?'

'আপনি তো রোজ চিংড়ির ঝুড়ি নিয়ে রিচভিল্লি যান, তাই না?'

'যাই, তাতে কি?'

'কিন্তু আসার সময় খালি ট্রাক না এনে কোনো কিছু ভাড়া আনলেই পারেন।'

হো হো করে হেসে উঠলো হ্যারিয়েট। 'সে চেষ্টা কি করিনি মনে করেন? সমস্ত ট্রাক ভরে থাকে চিংড়ির খোসায়। ওর ধারে কাছেও ঘেঁষতে চায় না কেউ। এ ছাড়া রিচভিল্লি থেকে নেইও কিছু আনার মতো।'

নিজের রুমে ফিরে এলো জিমি। বিছানায় শুয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে। চেষ্টা করেও ঘুমুতে পারছে না। বারবার শুধু সিলভিয়ার কথা ভাবছে। সিলভিয়াকে লকারে পাঠানো খুব সহজ। কেউ চিনবে না ওকে। কিন্তু টাকা নিয়ে কি আর ফিরে আসবে? কোন ভরসায় বিশ্বাস করবে ওকে। চোখ বন্ধ করে ঘুমুতে চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না।

নিজের রুমে ফিরে এলো সিলভিয়া। শুয়ে শুয়ে দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনলো জিমি। আশ্চর্য মেয়ে। আবার ভাবলো ওর কথা। কি যেন যাদু জানে মেয়েটা। সুন্দর একটা ফিগার ভেসে উঠলো চোখের সামনে। চাদরটা টেনে পাশ ফিরে শুলো জিমি।

সবেমাত্র চোখ দুটো লেগে এসেছে। হঠাৎ মৃদু একটা শব্দে তন্দ্রাটা কেটে গেলো ওর। কিছুদিন যাবৎ বিপদের মধ্যে থেকে থেকে ইন্দ্রিয় যেন বেশি সচেতন হয়ে উঠেছে। জানালা দিয়ে আসা চাঁদের আবছা আলোতে দেখলো, ধীরে ধীরে ফাঁক হয়ে যাচ্ছে ওর রুমের দরজাটা। চট করে হাত চলে গেলো বালিশের নিচে রাখা পিস্তলের বাটে। পর মুহূর্তেই আধখোলা দরজায় দেখা গেলো হ্যারিয়েটকে।

সন্তর্পণে উঁকি দিচ্ছে ভেতরে। মৃদু নাক ডেকে ঘুমের ভান করলো জিমি। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেলো হ্যারিয়েট।

নিঃশব্দে বিছানা থেকে নামলো জিমি। দরজা খুলে উঁকি দিলো বাইরে। হ্যারিয়েটের এভাবে আসার কারণটা কি? চুপি চুপি কি দেখলো।

একটু পর দরজা খোলার শব্দ শোনা গেলো সিলভিয়ার ঘরের। সেই সাথে হ্যারিয়েটের চাপা গলা। 'ডেকে চলো, কোনো শব্দ করো না……ও ঘুমোচ্ছে।'

নিঃশব্দে ডেকে চলে গেলো সিলভিয়া আর হ্যারিয়েট। চাঁদের মৃদু আলোতে প্রেতাত্মার মতো লাগছে ওদের। কি করছে ওরা এতো গোপনে। কৌতূহল বেড়ে গেলো জিমির। পা টিপে টিপে লিভিং রুমে এসে জানালার আড়ালে দাঁড়ালো। দৃষ্টি ডেকের দিকে।

ডেক রেলিং-এ হেলান দিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে ওরা। আবছা চাঁদের আলো পড়েছে ডেকে। হ্যারিয়েটের পরনে পাজামা, খালি গা। সিলভিয়ার শরীরে কিছু নেই।

'দেখো তো চেনো কিনা এখন! পেন্সিল দিয়ে দাড়ি এঁকেছি ছবিটায়। আমি শিওর যে এই লোকই জিমি মেহ্‌তা।' খবরের কাগজের ওপর টর্চের আলো ফেলে ফিস ফিস করে বললো হ্যারিয়েট।

নিস্তব্ধ রাতে হ্যারিয়েটের চাপা স্বর স্পষ্ট শুনতে পেলো জিমি।

'কি বলছো তুমি?' সিলভিয়াও বললো ফিসফিস করে। 'দেখছো না জিমির চেয়ে কমপক্ষে বিশ-বাইশ বছরের ছোট হবে ছবির লোকটা।'

'তা হবে, কিন্তু ছোট বেলার ছবিও হতে পারে। বসো, কথা আছে তোমার সাথে।'

পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে জিমি। নিঃশ্বাস ফেলতেও ভয় পাচ্ছে।

ডেকে রাখা দুটো বেতের চেয়ারে পাশাপাশি বসলো ওরা।

'আমি শিওর, এই ছবি জিমি মেহ্‌তার,' বললো হ্যারিয়েট। 'হারানো লোকটা তার স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছে বলেই জিমি মেহ্‌তার পরিবর্তে আমাদেরকে জিমি মেহ্‌লার বলেছে। দাড়ি এঁকে খুব গভীর ভাবে ছবিটা দেখেছি আমি। এ লোক জিমি মেহ্‌তা না হয়েই যায় না। একেই থমসন অ্যাণ্ড থমসন খুঁজে বেড়াচ্ছে। দশ হাজার ডলার। কল্পনা করতে পারো?'

সিলভিয়া কি বলে তা শোনার জন্য দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছে জিমি। ওকে বিশ্বাস করা যায় কিনা এখনই প্রমাণ হয়ে যাবে তা।

'কিন্তু জিমির আচার-ব্যবহারে স্মৃতিভ্রমের কোনো লক্ষণ পাইনি আমি,' আস্তে আস্তে বললো সিলভিয়া। 'বিকেলেও নানান বিষয়ে টুকিটাকি কথা হয়েছে আমার। এখানে আসার আগে একজনের রেন্ট কালেক্টর হিসেবে চাকরি করতো। আমার মনে হয় ভুল করেছো তুমি।'

'মেনে নিলাম ভুল করেছি। কিন্তু টেলিফোনে ওদেরকে আসতে বললে ক্ষতিটা কি। এমন টেলিফোন তো ডজনে ডজনে পাচ্ছে ওরা। একবার এসে দেখে যাক। কোনো ক্ষতি তো হচ্ছে না আমাদের।'

'ধরা যাক,' সিলভিয়া বললো, 'টেলিফোন করে ওদেরকে আসতে বললাম এবং এসে ওদের লোক ওরা নিয়ে গেলো, তারপর?'

'তারপর মানে? পুরস্কার। দশ হাজার ডলার। এক হাজার তোমাকে দেবো। বাকিটায় তিনটা ট্রাক হয়ে যাবে আমার।'

'কিন্তু তার আগে আরো শিওর হওয়া উচিত আমাদের। জিমি তো আর চলে যাচ্ছে না। আগামীকাল মাছ ধরতে পাঠিয়ে ওর সব-

কিছু চেক করবো আমি। নামের গোলমালটা ধরতে পারলেই নিশ্চিত হতে পারবো আমরা।'

'আরো একটা জিনিস দেখবে,' বললো হ্যারিয়েট। 'ওর গলায় অথবা স্যুটকেসে একটা সেন্ট ক্রিস্টোফার মেডেল থাকতে পারে। ওটা পেয়ে গেলে কোনো সন্দেহই থাকবে না আর। কিন্তু এসব পরীক্ষা করার আগে টেলিফোন করতে ক্ষতি কি আমাদের?'

'কেন বুঝতে চাইছো না তুমি,' নিরাশ হয়ে বললো সিলভিয়া। 'ঘটে কি কিছুই নেই তোমার? পুরোপুরি শিওর হতে পারলে বার্গেনিং করে আরো দশ হাজার ডলার দাবী করতে পারবো আমরা। এটা হবে বাড়তি আদায়। তোমার পাঁচ আর আমার পাঁচ।'

'তাই তো,' কিছুক্ষণ ভেবে বললো হ্যারিয়েট। 'অতোদূর ভাবিনি আমি। রোজ দু'শো চল্লিশ মাইল ট্রাক চালিয়ে সত্যি মাথার মগজ পোড়ামাটি হয়ে গেছে আমার। কিন্তু পুরো পাঁচ হাজার পাবে না তুমি। তিন হাজার দেবো তোমাকে।'

'অলরাইট। আমি তিন।'

উঠে দাঁড়ালো হ্যারিয়েট। 'ঠিক আছে, কালই ওর জিনিসপত্রগুলো চেক করে দেখো। মনে রেখো বিশ হাজার ডলার।'

নিঃশব্দে রুমে ফিরে এলো জিমি। মনে মনে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলো সিলভিয়াকে। ওকে বিশ্বাস করা যায় এখন। অন্তত আগামী দিনটা নিশ্চিন্ত থাকা যাবে। কিন্তু তারপর···? বাকি রাত ঘুম হলো না আর।

ঝড়ের মতো ওয়াকারের অফিসে ঢুকলো আর্থার। ধপ করে একটা চেয়ারে বসে বললো, 'এ পর্যন্ত সাড়ে তিনশো টেলিফোন পেয়েছে থমসন। মরার দশা হয়েছে বেচারার।'

'ইট ওয়াজ মাই ব্রাইট আইডিয়া,' ঠোঁটের কোনে একটু হাসি ঝুলিয়ে বললো ওয়াকার।

'ব্রাইট আইডিয়া ঠিকই, কিন্তু সাড়ে তিনশো কুত্তার বাচ্চা একই লোককে ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে সনাক্ত করলো কি ভাবে? একটা একটা করে চেক করে দেখছি, একটু সময় লাগবে।'

'সেটা তোমার কাজ। আই পে, ইউ প্রোডিউস। তবে একটা কথা ঠিক, গ্রে হাউণ্ড লকারে টাকাগুলো রেখে গিয়ে থাকলে ওগুলো আর পাচ্ছে না ও। সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে।'

আট

হ্যারিয়েট ট্রাক নিয়ে চলে যাবার পর জিমির রুমে ঢুকলো সিলভিয়া। চোখ বন্ধ করে শুয়েছিলো জিমি। দরজা খোলার শব্দে চোখ খুললো। বেড়ে বসে বললো, 'কাল রাতে ওর সাথে কথা হয়েছে আমার।'

'হ্যাঁ, আড়ি পেতে সব শুনেছি আমি। সত্যি সিলভিয়া তোমার তুলনা হয় না। আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি তোমাকে। কিন্তু রাতে এসে সবকিছু যখন জানতে চাইবে তখন কি বলবে?'

'সেজন্য চিন্তা করো না। আমি সব ভেবে রেখেছি। ওকে বলবো আমি তোমার ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপোর্ট পরীক্ষা করেছি। ওতে মেহুলার লেখা আছে। তাছাড়া মেডেলটাও পাওয়া যায়নি।'

এদিক ওদিক মাথা নাড়লো জিমি। বললো, 'হ্যারিয়েটকে

থামানো যাবে না এতে। ও যা বলেছে তাই করবে। শুধু টেলিফোনের খরচ, আর তো কোনো লোকসান নেই ওর। টেলিফোন ও করবেই।'

'তাহলে চলো পালিয়ে যাই আমরা', জিমির চুলে আঙুল বুলিয়ে বললো সিলভিয়া। 'একটা গাড়ি ভাড়া করে ইস্ট সিটিতে গিয়ে টাকাটা তুলে অন্য কোথাও চলে যাবো, কি বলো?'

'যতো সহজে বললে ততো সহজ না কাজটা।' আধশোয়া হয়ে বসলো জিমি 'কোথায় যে আমার জন্য ফাঁদ পাতা নেই, তা আমি নিজেই জানি না।'

'কিন্তু আমাকে তো চেনে না ওরা। তুমি দূরে কোথাও লুকিয়ে থেকো, আমি বের করে আনবো ব্যাগ দুটো।'

'জো ওয়াকারকে তুমি চেনো না সিলভিয়া। ইস্ট সিটি এখন গিজ গিজ করছে ওয়াকারের লোকে। প্রতিটা লোকের কাছে ডেসক্রিপসন দেয়া হয়েছে ব্যাগ দুটোর। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ধরা পড়ে যাবে তুমি।'

'তাহলে বড় একটা ট্রাঙ্ক কিনে ওর মধ্যে ভরে নেবো। কেউ দেখতে পাবে না।'

ব্যাপারটা খুলে বলা দরকার সিলভিয়াকে। মনে মনে ভাবলো জিমি।

'শোনো, গ্রে হাউণ্ড বাস স্টেশনের লেফ্‌ট-লাগেজ লকারে রাখা আছে ব্যাগ দুটো। জো ওয়াকারের অফিসের ঠিক সামনে লকারটা। এতোদিনে বোধহয় গার্ড বসানো হয়েছে সেখানে। তাদের অগোচরে বড় একটা ট্রাঙ্ক নিয়ে বেরোনো সম্ভব নয়। কোনো কিছু করার আগে খুব ভেবে চিন্তে করতে হবে। কখন গার্ড থাকে, কখন শিফটিং হয়,

সব খবর নিতে হবে আগে।'

'এতো দূর থেকে কি ভাবে খবর নেবে?'

'এখানে টেলিফোন বুথ আছে কোথাও?'

'ওপারে স্টোরে আছে। সাড়ে সাতটার আগে খুলবে না।'

হাত তুলে ঘড়ি দেখলো জিমি। পাঁচটা চল্লিশ।

'ঠিক আছে, তোমার সাথে যাবো আমি।'

'কিন্তু নতুন লোক দেখে কেউ যদি প্রশ্ন করে?' চিন্তিত হয়ে বললো সিলভিয়া।

'সেটা তুমি ম্যানেজ করবে।'

একটু ভেবে বললো সিলভিয়া, 'এতো ভোরে বেশি লোকজন আসে না স্টোরে। তবে লু কেরেলী কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবো তুমি আমার সৎভাই, বেড়াতে এসেছো এখানে।'

'লু কেরেলী।' আশ্চর্য হলো জিমি। 'কে সে?'

'স্টোরের মালিক, ইটালীয়ান। খুব রসিক লোক। কিন্তু ফোন করা কি একান্তই দরকার?'

'হ্যাঁ, আগে জানতে হবে সবকিছু। নয়তো বাঘের খাঁচায় গিয়ে পড়বো।'

মোটর বোট পাড়ে ভিড়তেই লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে গেলো সিলভিয়া। দড়িটা ওর দিকে ছুড়ে দিলো জিমি। একটা গাছের সাথে বোটটা বেঁধে ফেললো ও।

জিমির পরনে ট্রাউজার আর বুশ জ্যাকেটের নিচে হোলস্টারে পয়েন্ট থারটি এইট। কাঁচা একটু পথ হেঁটে আসার পরই খোলা স্টোরটা নজরে পড়লো ওর। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি বুলালো একবার।

কিন্তু এতো সকালে লোকজনের তেমন একটা ভিড় নেই।

'ঐ কোনের দিকে কল বুথ,' আঙুল তুলে জিমিকে বুথ দেখালো সিলভিয়া। 'তুমি ফোন সেরে আসো, ততোক্ষণে লু কেরেলীর সাথে গল্প করি আমি।'

টেলিফোন বুথে ঢুকে দরজা বন্ধ করলো জিমি। ডায়াল করে অস্থিরভাবে অপেক্ষা করতে লাগলো।

ববের ঘুম জড়িত কণ্ঠ শোনা গেলো একটু পর, 'কে ?'

'বব ? জিমি বলছি।'

'কে ?'

'জিমি।'

ভয়ার্ত একটা গোঙানীর শব্দ ভেসে এলো ফোনে।

'শোন, বব, কি খবর ওদিকের ?'

'আমার সাথে যোগাযোগ করতে মানা করেছিলাম না আপনাকে ! আপনি কি সত্যিই বিপদে ফেলতে চান আমাকে ?'

'বব ! তুমি না আমার বন্ধু······ওদিকের কি খবর তাই বলো।'

'জানি না······কিছুই জানি না। ওরা খুব কম কথা বলে এখন। শপথ করে বলছি, কিছুই জানি না।'

'একটা কাজ করতে হবে তোমাকে, বব।'

'আমি ? আমাকে সত্যিই বিপদে ফেলবেন আপনি ? এমনিতেই সমস্ত সেভিংস নিয়ে গেছেন আমার। লিজার খুব টাকার প্রয়োজন, ছোট ভাইটা······'

'বাজে বকো না বব', বাধা দিয়ে বললো জিমি। 'বলেছি তো তোমার সব টাকা আমি ফেরত দেবো। আর কটা দিন অপেক্ষা করো। কি বলছি মন দিয়ে শোনো। গ্রে হাউণ্ড বাস স্টেশনটা চেনো ?'

'হ্যা।'

তুমি আজই একবার ওখানে গিয়ে একটা খবরের কাগজ কিনবে। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে পড়ার ভান করবে আর আশে পাশে লক্ষ্য করবে। আসল কথা ওখানে জো ওয়াকার বা মাফিয়ার কোনো লোক কাছে কিনা ওয়াচ করবে। একটু আড়াল থেকে দেখো। কেউ যেন বুঝতে না পারে। পারবে তো ?'

'লোক আছে ওখানে। কাল রাতে সিগারেট কেনার জন্য বাস স্ট্যাণ্ডে গিয়েছিলাম। পিটার আর হেনরীকে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি।'

একটু চিন্তা করলো জিমি। ওয়াকারের বোধহয় লকারের ওপর সন্দেহ হয়েছে।

'ঠিক আছে, বব। চিন্তা করো না। খুব তাড়াতাড়ি তোমার টাকা পেয়ে যাবে।' লাইন কেটে দিলো জিমি।

ফোন ছেড়ে দিয়ে অনেকক্ষণ বুথে দাঁড়িয়ে রইলো ও। ধৈর্য ধরতে হবে তাকে। কতোদিন গার্ড থাকবে বলা যায় না। ওয়াকার তো শিশুর নয় যে টাকাগুলো লকারে আছে। শুধু সন্দেহ করেছে। কিন্তু হ্যারিয়েটকে কি ভাবে থামাবে। ভাবতে ভাবতে বুথ থেকে বেরিয়ে এলো ও।

'জিমি, এদিকে এসো। লু কেরেলীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেই তোমাকে।' কাউন্টারের সামনে একটা উঁচু টুলে বসে আছে সিলভিয়া। ওপাশে বেটে এবং ভীষণ মোটা এক লোক কথা বলছে ওর সাথে।

অচেনা কোনো লোকের সাথে কথা বলার ইচ্ছা ছিলো না জিমির। তাছাড়া স্টোরেও লোকজনের আনাগোনা বাড়ছে। কিন্তু পাছে কিছু সন্দেহ করে বসে লু কেরেলী, এই ভেবে দাঁড়াতে হলো তাকে।

'গ্লাড টু মিট ইউ।' জিমির দিকে মোটা তুলতুলে হাত বাড়িয়ে দিলো লু কেরেলী। 'কিন্তু মিসেস হ্যারিয়েটের যে ভাই আছে তা একটু আগে জানলাম আমি। লিটিল ক্রিকে আসার জন্য স্বাগত জানাচ্ছি।' কান পর্যন্ত হাসি ছড়িয়ে পড়লো পঞ্চাশ বছরের মোটকুর।

'একটা ব্যবসার কাজে মিয়ামী যাচ্ছিলাম,' বললো জিমি। 'ভাবলাম পথেই যখন বোনটা থাকে একবার দেখা করেই যাই ওর সাথে।'

'খুব ভালো, খুব ভালো।' সমস্ত শরীর দুলিয়ে হাসলো লু কেরেলী। তার চোখ আঠার মতো সেঁটে আছে জিমির মুখের উপর। হুঁশিয়ারী ঘণ্টা বেজে উঠলো জিমির মনের ভেতর। মুখ ঘুরিয়ে স্টোরের এটা ওটা দেখতে লাগলো। যেন লু কেরেলী ভালোভাবে দেখতে না পারে তাকে।

'আমার মতো আপনিও কি একজন ইটালীয়ান?' হাসিমুখে জানতে চাইলো লু কেরেলী।

'আমার মা ছিলেন ইটালীয়ান,' বললো জিমি। 'বাবা সুইডিশ।' সিলভিয়ার দিকে তাকালো ও। মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলো সিলভিয়া।

'অনেকদিন থাকার ইচ্ছে আছে নাকি এখানে?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জিমির দিকে তাকালো লু কেরেলী।

'সিলভিয়া প্রায়ই চিঠিতে লিখতো জায়গাটা চমৎকার। কিন্তু এতো চমৎকার হবে ভাবিনি।' জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করলো জিমি। 'ক'দিন পর গেলেও চলবে ওখানে। খুব বেশি তাড়া নেই আমার।'

বেরিয়ে এলো ওরা দুজন।

স্টোরের দরজায় দাঁড়িয়ে ওদের চলে যাওয়া দেখলো লু কেরেলী। ধীরে ধীরে মুখের রঙ বদলে যাচ্ছে তার। খেয়াল নেই কাস্টমারদের

দিকে। দ্রুত কাউন্টারের ড্রয়ার থেকে গতকালের পত্রিকাটা বের করে চলে গেলো একটা র‍্যাকের আড়ালে। থমসন অ্যাণ্ড থমসনের বিজ্ঞপ্তিটা বের করে পেন্সিল দিয়ে নিখুঁত ভাবে দাড়ি আঁকলো ছবিটায়। ছবিটা ভালো ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিজে নিজেই মাথা দোলালো। তারপর দ্রুত বুথে গিয়ে রিসিভার তুললো।

'লু কেরেলী বলছি লিটিল ক্রিক থেকে। এইমাত্র জিমি নামে একজন লোক এসেছিলো আমার স্টোরে। এই এলাকায় এই প্রথম এসেছে সে। সিলভিয়া নামে আমার এক পরিচিতা মহিলার সৎ ভাই হিসেবে পরিচয় দিয়ে তার হাউস বোটেই আছে। আমি বাজি রেখে বলতে পারি বিজ্ঞপ্তির ছবি আর এই লোক একই ব্যক্তি। পারলে আজই চলে আসুন আপনারা। সায়মারা পর্যন্ত প্লেন রুট আছে। তার পাশেই লিটিল ক্রিক।'

'ঠিক আছে, কাউকে পঠিয়ে দেবো আমরা। আরো অনেক ফোন পেয়েছি এ ধরনের। প্রত্যেকটাই চেক আউট করতে হচ্ছে। যা হোক, তবুও কাউকে পাঠাবো।'

'কখন?'

'তা কি করে বলবো? আমাদের লোক ফ্রী হলেই পাঠিয়ে দেবো।'

'পুরস্কারের টাকাটা পাচ্ছি তাহলে?'

'আমরা যাকে চাই, সে লোক যদি এ হয়, তবে নিশ্চয়ই পাবেন।' লাইন কেটে দিলো অপর প্রান্ত থেকে।

ডেকে ফিরে এসে একটা বেতের চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লো জিমি।

'কি খবর?' রেইলের সাথে বোটটা বেঁধে জিমির পাশে এসে বসলো সিলভিয়া।

'ভালো নয়,' শুকনো গলায় বললো জিমি। 'নজর রাখা হচ্ছে লকারগুলোর ওপর।'

নিরাশ ভঙ্গীতে জিমির দিকে তাকালো সিলভিয়া। 'তাহলে কি করবে এখন?'

'তাই ভাবছি, কি করা যায়,' লেকের ওপারে পাইন গাছের সারির দিকে তাকিয়ে বললো জিমি। 'বছর দুই লুকিয়ে থেকে অপেক্ষা করতে হবে মনে হয়।'

'দু'বছর! বল কি?'

'হ্যাঁ, ওটা আমার প্ল্যানও ছিলো। কিন্তু মেডেলটার জন্যই ওলট পালট হয়ে গেলো সবকিছু। এখন যতোদিন ওটা লকারে আছে ততোদিন নিরাপদে থাকবে। এই মুহূর্তে ওটা বের করতে যাওয়া মানে নিশ্চিত মৃত্যু। কতোদিন আর ওয়াকার গার্ড দিয়ে রাখবে। একদিন না একদিন লোক ফিরিয়ে নেবেই সে। বলা যায় না এক মাস পরও হতে পারে আবার ছ'মাসও লাগতে পারে। এজন্য ইস্ট সিটিতে মাঝে মধ্যে টেলিফোনে যোগাযোগ রাখতে হবে।'

'কি৷ তোমার কি ছ'মাস থাকার ইচ্ছে আছে এখানে?'

'না, ভাবছি টাম্পা চলে যাবো। বোটে একটা কিছু জুটিয়ে নেবো সেখানে।'

'তাহলে আমি?' হতাশ হয়ে বললো সিলভিয়া।

'কিছু টাকা আছে আমার সাথে। ইচ্ছে করলে আসতে পারো তুমি।'

'একটা কথা তুমি এখনও বলোনি আমাকে, জিমি?'

'কি?'

'কতো টাকা চুরি করেছো তুমি?'

'প্রায় পঞ্চাশ হাজার।' মিথ্যা কথা বললো জিমি।

'বিশ্বাস হচ্ছে না। মাত্র পঞ্চাশ হাজার ডলারের জন্য তোমার মতো লোক জীবনের ঝুঁকি নিতে পারে না। আমার মনে হয় আরো বেশি হবে। তুমি বিশ্বাস করছো না আমাকে?'

'গুণে দেখিনি। বেশিও হতে পারে কমও হতে পারে। ঠিক বলতে পারছি না।'

অন্যমনস্ক ভাবে কি যেন ভাবতে লাগলো সিলভিয়া। তার মুখের দিকে তাকিয়ে শান্ত ভাবে বললো জিমি, 'তুমি কি ভাবছো জানি আমি।'

'কি?'

'ভাবছো অনিশ্চিত পঞ্চাশ হাজারের চেয়ে নিশ্চিত দশ হাজারই ভালো, তাই না?'

মুখটা কঠিন হলো সিলভিয়ার। এপাশ ওপাশ মাথা নেড়ে বললো, 'না, অন্য কিছু ভাবছি আমি। ভাবছি, এতো কিছু ছেড়ে সাগর আর বোটের চিন্তা কি করে ঢুকলো তোমার মাথায়।'

'যদি তাই ভেবে থাকো ভালো। আশা করি এমন কিছু ভাববে না যার জন্য মাশুল দিতে হয়। তাই দশ হাজার ডলারের ভাবনা যাতে তোমার মাথায় না আসে সে জন্য বলছি, ধরো, লোভে পড়ে অ্যাটর্নিদের খবর দিলে—কিন্তু তারপর? তারপর হয়তো ভাবছো ওরা এসে তোমাকে পুরস্কারের টাকাটা দিয়ে আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। যদি এ পর্যন্তই ভেবে থাকো তবে ভুল করেছো তুমি। কি হবে শোনো, খবর পেয়ে ওরা প্রস্তুত হয়েই আসবে এবং জীবন্ত ধরে নিতে চাইবে আমাকে, নয়তো টাকার খোঁজটা পাচ্ছে না। কিন্তু জীবন্ত ধরা দিচ্ছি না আমি। এ ব্যাপারে তুমি একশো ভাগ নিশ্চিত থাকতে পারো।

কেননা ওয়াকারকে ক্রস করার পরিণতি কি ভয়াবহ তা আমার অজানা নয়। ফলে সশস্ত্র একটা সংঘর্ষ অনিবার্য এবং একটা বুলেট তোমাকেও স্তব্ধ করে দিতে পারে। কারণ টাকার খোঁজটা আমি ছাড়া আর তুমিই জানো। তাহলে কে পাচ্ছে পুরস্কারের টাকাটা? কেউ না। তাই সাবধান করে দিচ্ছি, মাথায় যদি অন্য কোনো প্লান এঁটে থাকো, বাদ দাও।'

জিমির কাঁধে একটা হাত রাখলো সিলভিয়া। 'বিশ্বাস করো জিমি, কখনও তোমার সাথে বিট্রে করবো না আমি। যদি মরতে হয় দু'জন একসাথে মরবো, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করবো না কোনোদিন। এসব চিন্তা ছেড়ে এখন শুধু হ্যারিয়েটের কথা ভাবো, ওকে সামলাবে কি ভাবে?'

'হ্যাঁ, সে ব্যাপারেও ভেবে রেখেছি আমি। স্টোর থেকে বেরোবার পরই প্লানটা এসেছে আমার মাথায়। শুধু পাসপোর্ট আর ড্রাইভিং লাইসেন্স চেক করার কথা বলে থামানো যাবে না ওকে। রাতে এসে ও জিজ্ঞেস করলে কি বলবে শোনো, আমি মাছ ধরতে গেলে আমার স্যুটকেসটা পরীক্ষা করার চেষ্টা করেছো তুমি। কিন্তু তালা মারা থাকায় তোমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। পরে বিকেলে পেপার কেনার অজুহাতে স্টোরে গিয়ে টেলিফোনে অ্যাটর্নিদের বলেছো যে, যে লোকটাকে ওরা খুঁজছে ঠিক ঐরকম একটা লোককে লিটিল ক্রিকে দেখা গেছে আজ। ওরা কি জবাব দিয়েছে বলবে?'

একটু চিন্তা করে বললো সিলভিয়া, 'ওরা বললো, গতরাতে মিয়ামীতে পাওয়া গেছে লোকটাকে, ঠিক?'

'চমৎকার। কিন্তু হ্যারিয়েট কি মানবে এটা?'

'মানবে। কেননা আমাকে পরীক্ষা করার জন্য অতোদূরে টেলিফোন করে পয়সা নষ্ট করতে যাবে না ও।'

'হ্যাঁ, যদি তাই হয়—পুরো সপ্তাহটা থাকতে পারবো এখানে।'

'লাভ কি এতো দেরি করে। আগামীকালও তো চলে যেতে পারি।'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লো জিমি। 'না, তড়িঘড়ি নয়। এভাবে হুট করে চলে গেলে সন্দেহ করবে ও। বলা যায় না, অ্যাটর্নিদের সাথে যোগাযোগ করেও বসতে পারে। তাই আরো পাঁচটা দিন থাকতে হবে এখানে। এর মধ্যে আমার প্রেমে পড়ে যাবে তুমি। শুধু যাবার সময় ছোট্ট একটা চিঠি লিখে রেখে যাবে—জিমির প্রেমে পড়ে ওর সাথে চলে গেলাম। বিশ্বাস করো, এটা শুধু একটা ধৈর্যের খেলা।'

'শুধু ধৈর্য আর ধৈর্য,' বিরক্ত হয়ে বললো সিলভিয়া। 'সারাটা জীবন শুধু ধৈর্যই ধরলাম, কিন্তু কি পেলাম?'

কথা বললো না জিমি। চুপচাপ আরো কিছুক্ষণ বসে রইলো। তারপর রুমে গিয়ে টান টান হয়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়।

বাড়ি যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো জো ওয়াকার। তখনই আর্থারের ফোন এলো। 'এই মাত্র একটা দারুণ খবর পেলাম মিঃ জো,' বললো আর্থার। 'মেহুতার হুবহু বর্ণনা দিয়ে লিটিল ক্রিক থেকে লু কেরেলী নামে এক লোক টেলিফোন করেছে। খুব জোর দিয়ে বলছে সে।'

'সো হোয়াট্ বদার মি?' বিরক্তির সাথে বললো ওয়াকার। 'ওকে খোঁজার দায়িত্ব তোমাকেই দেয়া হয়েছে, তুমিই দেখো কি করবে।'

'ওকে আইডেন্টিফাই করার জন্য আপনার একজন লোক দরকার। সারমারায় এজেন্ট আছে আমাদের, আপনার লোক শুধু আইডেন্টিফাই করে দেবে।' এরপর রাস্তাটা বললো আর্থার। ব্লু নাইল হোটেলে

দেখা করতে হবে লরেন্স মরোর সঙ্গে।

'হ্যাঁ, তা দেয়া যাবে। এক্ষুণি বলে দিচ্ছি পিটারকে।'

লাইন কেটে একটা প্যাডে সবকিছু লিখে রবিনের দিকে তাকালো ওয়াকার। 'পিটার কোথায় আছে দেখো। এটা দিয়ে পরের ফ্লাইটেই সায়মারা চলে যেতে বলবে ওকে। ওখানে জিমিকে আইডেন্টিফাই করবে ও।'

বো করে বেরিয়ে গেলো রবিন। গ্রে হাউণ্ড বাস স্টেশনের সামনেই পেয়ে গেলো পিটারকে। চিঠিটা হাতে দিয়ে ওয়াকারের নির্দেশ জানিয়ে দিলো ওকে।

সায়মারা এয়ারপোর্ট। এগারোটার কিছুপর একটা এয়ার ট্যাক্সি থেকে নেমে এলো পিটার। ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে এলো ব্লু নাইল হোটেলে। লনে রঙীন ফোয়ারা আর মার্বেল পাথরের টেবিলের ওপর কারুকাজ করা বড় বড় ছাতা দেখে বিস্মিত হলো সে। গেট থেকে লনের মাঝখান দিয়ে কার্পেট মোড়া রাস্তা চলে গেছে মেইন বিল্ডিং পর্যন্ত। দু'পাশে পিতলের টবে বিচিত্র পাতাবাহারের সমাহার।

প্যান্ট শার্ট টেনেটুনে সোজা করে মেইন বিল্ডিং এর গেটে এলো ও।

সাদা ট্রাউজার আর রক্ত বর্ণের জ্যাকেট পরা এক লোক হাত তুলে বাধা দিলো।

'কি চাই?'

'লরেন্স মরোকে দরকার,' বাধা পেয়ে বিরক্ত হয়ে বললো পিটার।

'মিস্টার মরো খুব ব্যস্ত এখন, দেখা করা যাবে না।'

'তাকে বলুন মিঃ জো ওয়াকার পাঠিয়েছেন আমাকে।'

দরজা থেকে সরে দাঁড়ালো লাল জ্যাকেট, 'মাফ করবেন, সোজা চলে যান আপনি। বারের পূব দিকে প্রথম ঘরটায় বসেন তিনি।'

বিরাট ডেস্কের পেছনে বসে কি যেন লিখছিলো লরেন্স মরো। পিটারকে দেখেই কলম বন্ধ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো। পঁয়ষট্টি বছরের ওপর বয়স। নাকের হাড় ভাঙা।

মরা ইলিশের দৃষ্টিতে পিটারের দিকে তাকালো সে।

'বসো, হ্যাভ এ সিগার।' ডেস্কে রাখা একটা সোনার কৌটো ঠেলে দিলো ওর দিকে।

'চুরুটে অভ্যস্ত নই।' হেসে কৌটোটা ফেরত দিলো পিটার। মরোকে দেখছে সে। এক কালে মাফিয়ার সেরা লোক ছিলো মরো। বয়স হয়েছে এখন। তবুও একটা নিষ্ঠুর ভাব ফুটে রয়েছে চেহারায়।

একটা চুরুট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললো মরো, জো কেমন আছে?'

'খুব একটা ভালো নেই। এতো বড় একটা চুরির পর ভালো না থাকারই কথা।'

'ওয়াকারের টাকা চুরি, অ্যাঁ?' হো হো করে হেসে উঠলো লরেন্স মরো। 'তা ঠিক, এতো টাকা চুরি হলে কারই বা মাথা ঠিক থাকে।'

কোনো কথা বললো না পিটার।

'বিগম্যানের বিভিন্ন ধরনের কাজের অর্ডার পাই আমি,' বললো মরো।' কিন্তু এটা একটু ভিন্ন ধরনের। আমার সমস্ত লোকই বিভিন্ন পয়েন্টে ব্যস্ত এখন। এক কাজ করো তুমি। লিটিল ক্রিক গিয়ে একটা বোট ভাড়া করে নজর রাখো হাউস বোটটার ওপর। ওকে দেখতে পেলেই খবর দেবে আমাকে। পরের ব্যবস্থাটা আমিই করবো।'

'আর কেউ যাচ্ছে না আমার সঙ্গে?' ভয়টা গোপন করলো পিটার।

'বলছি তো, আমার লোকেরা সব ব্যস্ত।' রুপোর ছাইদানীতে চুরুটের ছাই ঝাড়লো মরো। 'তোমাকে তো কিছু করতে হচ্ছে না। শুধু দূর থেকে লক্ষ্য রাখবে হাউস বোটটার ওপর।' বেল টিপে দরজার দিকে তাকালো মরো। লম্বা চুলো এক ছোকরা এসে বো করে দাঁড়ালো ডেস্কের সামনে।

'কার্লো,' লরেন্স মরো বললো, 'তুমি লু কেরেলীর কাছে নিয়ে যাও একে। কেরেলীকে বলা আছে সব। আমার কথা বলো।'

পিটারকে তার সাথে বেরিয়ে আসার ইশারা করলো কার্লো।

পৌনে বারোটার সময় লু কেরেলীর স্টোরের সামনে এসে পৌঁছলো ওরা। গ্লোভ কম্পার্টমেন্ট থেকে ছোট্ট একটা বায়নোকুলার বের করে পিটারের হাতে দিলো কার্লো। 'রাখুন এটা, কাজে লাগবে।'

বায়নোকুলারটা কাঁধে ঝুলিয়ে স্টোরে ঢুকলো পিটার। লু কেরেলী ও তার স্ত্রী দুজনেই কাস্টমার নিয়ে ব্যস্ত। কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই কেরেলীর দৃষ্টি পড়লো ওর ওপর।

'সিনর মরো পাঠিয়েছেন তোমাকে?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো পিটার।

স্ত্রীর ওপর ভার ছেড়ে দিয়ে পিটারকে নিয়ে স্টোরের পেছনে লিভিং রুমে এলো কেরেলী। ড্রয়ার থেকে কাগজ কলম বের করে একটা নকশা এঁকে লেক এবং হাউস বোটটার পজিশন বুঝিয়ে দিলো 'আমার বোট আর ছিপ নিয়ে চলে যাও এখন। আরো অনেকে মাছ ধরছে ওখানে। ছিপ ফেলে মাছ ধরার ভান করবে আর নজর রাখবে। কেউ কিছু সন্দেহ করবে না।'

'ভালোই করেছেন প্ল্যানটা। কিন্তু তার আগে কিছু খেতে দিতে

হবে আর লাগবে একটা বুশ হ্যাট।'

স্টোরের পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো লু কেরেলী। কিচেন থেকে কেক আর পুডিং নিয়ে ফিরে এলো। 'খাও, হ্যাটটা নিয়ে আসছি আমি।'

আবার বেরিয়ে গিয়ে একটা বুশ হ্যাট ও হুইল ছিপ নিয়ে কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বললো, 'চলো বোটটা দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাকে।'

লেকের পাড়ে বাঁধা বোটের কাছে এলো ওরা।

'এখন বলো আমার পুরস্কারের কি করেছ? যদি তোমাদের লোক হয় তবে আমিই প্রথম সন্ধানদাতা এবং ঘোষণা অনুযায়ী দশ হাজার ডলার আমারই প্রাপ্য, তাই না?'

'হ্যাঁ, ও যদি আমাদের লোক হয়।' লাফ দিয়ে বোটে উঠে ইঞ্জিন স্টার্ট দিলো পিটার।

লেকের মাঝখানে এসে বন্ধ করে দিলো ইঞ্জিন। পানিতে বড়শি ফেলে বায়নোকুলার লাগালো চোখে। এক লাফে হাউস বোটটা চলে এলো চোখের সামনে। কিছুক্ষণ পর পর ছিপ টানলো আবার ফেললো। এবং সেই ফাঁকে বায়নোকুলার দিয়ে দেখলো ওদিকে। কিন্তু একটা পোষা বেড়ালও দেখতে পেলো না ও।

নয়

রাতে হ্যারিয়েটের শর্ট গানটা ধার চাইলো জিমি। 'কাল একবার শিকারে যাবো। হাতের টিপ খুব ভালো ছিলো এক সময়। অনেক

দিন প্রাকটিস্ নেই। ভাবছি, হাতের নিশানাটা ঠিক করে নেবো, সেই সাথে দু'চারটা বুনো হাঁসটাঁসও পাই কিনা।'

'অবশ্য নেবেন', বললো হ্যারিয়েট। 'আমার তো আর সময় হয় না এখন। দেখুন কিছু পাওয়া যায় কিনা।'

পরদিন সকালে হ্যারিয়েট চলে যাবার পর এক পকেট কার্তুজ ও শট গানটা হাতে করে কিচেনে ঢুকলো জিমি। ওর হাতে শট গান দেখে মুখ সাদা হয়ে গেলো সিলভিয়ার। 'কি ব্যাপার জিমি?' ঢোক গিলে কোনো রকমে বললো সে।

সিলভিয়ার চেহারা দেখে হেসে ফেললো জিমি। বললো, 'ভয় নেই, একটু টার্গেট প্রাকটিস্ করে আসি। আর তোমার জন্য কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখি।'

স্বস্তি ফুটে উঠলো সিলভিয়ার চোখে মুখে। 'বেশি দূরে যেয়ো না। গভীর জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেললে বেরোতে পারবে না আর।'

প্রায় দেড়টা পর্যন্ত জঙ্গলের এদিক সেদিক ঘুরে পাঁচটা বুনো হাঁস ও দুটো কবুতর শিকার করলো জিমি। ফিরে এসে দেখলো সিলভিয়া রান্নায় ব্যস্ত। জিমির হাতে সাতটা পাখি দেখে আনন্দে চিৎকার করে উঠলো ও। 'তুমি তো দারুণ শিকারী!' জিমির হাত থেকে পাখিগুলো নিয়ে পালকে হাত বুলাতে লাগলো সিলভিয়া। 'বুনো হাঁস খুব প্রিয় আমার। তোমার?'

'আমারও,' শট গানটা ফ্রিজের ওপর রেখে বললো জিমি। 'ভালো শিকারীরা সবসময় ভালো শিকারই করে থাকে। সে শিকার ঘরেই হোক আর জঙ্গলেই হোক।'

মুখ লাল হয়ে গেলো সিলভিয়ার। কপট ধমকের সুরে বললো, 'যাও ভাগো, লাঞ্চ রেডি হয়ে গেলে ডাকবো।'

মুচকি হেসে শটগানটা নিয়ে বেরিয়ে এলো জিমি। অনেকক্ষণ জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো সে। বেডরুমে গিয়ে জুতা মোজা না খুলেই শুয়ে পড়লো চিৎ হয়ে। মিনিট পনেরো পর সবে-মাত্র চোখ দুটো লেগে এসেছে, এমন সময় কিচেন থেকে ডাক শোনা গেলো সিলভিয়ার। চোখ খুলে ঘড়ির দিকে তাকালো। দুটো দশ। উঠে হাত মুখ ধুয়ে খাবার টেবিলে গিয়ে বসলো। ঘুমের রেশটা কাটেনি এখনও।

'ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি?' টেবিলে বসতেই বললো সিলভিয়া।

'ঘুমোতে আর দিলে কই। যেভাবে চিৎকার শুরু করেছো, আমি তো ভেবেছিলাম স্বয়ং মাফিয়া এসে হাজির হয়ে গেছে।'

'তবু ভালো একটু ঘুমিয়েছো। খাবার পর কিন্তু শোয়া চলবেনা'

'কেন?' অবাক হয়ে তাকালো জিমি।

'এতোগুলো পাখি খুঁটে খুঁটে পরিষ্কার করতে পারবো না আমি। তুমি কেটে কুটে সব ঠিক করে দেবে, আমি শুধু রান্না করবো। তাছাড়া টমেটো সস্ আনার জন্য একবার স্টোরে যেতে হবে আমাকে সস্ ছাড়া বুনো হাঁসের রোস্ট খেয়ে মজা নেই।'

'অলরাইট। আমি সব ঠিক করে দেবো। কিন্তু রান্নাটা ভালো হওয়া চাই।'

খেয়ে উঠতে প্রায় তিনটা বেজে গেলো। রুমে গিয়ে একটা চেয়ারে গা এলিয়ে বসলো জিমি। অলস মুহূর্তগুলো কাটতে চাচ্ছে না আর। খোলা আলো বাতাস থেকে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে সে।

'আমি স্টোরে যাচ্ছি। ডাক আসার অপেক্ষা করতে হতে পারে। এদিকে সব ঠিক করে রেখো তুমি।'

'এসো। জলদি ফেরার চেষ্টা করো।'

'শিওর।' বেরিয়ে গেলো সিলভিয়া।

বারোটা থেকে হাউস বোটের দিকে তাকিয়ে আছে পিটার। এ পর্যন্ত কিছুই দেখতে পায়নি সে। ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠছে আর ওয়াকারের চোদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করছে মনে মনে। এ কাজের জন্য কি আর কাউকে পেলো না ও?

কপালের ঘাম মুছে পুনরায় যেই হাউস বোটের দিকে তাকিয়েছে ঠিক তখনই ডেকে এসে বোটে চড়লো সিলভিয়া। সিধে হয়ে বসলো ও। দ্রুত মুখ নিচু করে তাকিয়ে রইলো বড়শির ফাৎনার দিকে। একটু পর ওর বোটের থেকে প্রায় দেড়শো গজ দূর দিয়ে লিটল ক্রিকের দিকে চলে গেলো সিলভিয়া।

পরবর্তী দেড়টা ঘন্টা জিমি যখন কিচেনে ব্যস্ত, প্রচণ্ড রোদে ঘামে ভেজা শরীর নিয়ে তখনও বারবার হাউস বোটের দিকে তাকাচ্ছিলো পিটার। সূর্যের তেজ কমে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। তারপর একসময় লেকের অন্যান্য শিকারীরা চলে গেলো একে একে কারো মনে সন্দেহ জাগতে পারে ভেবে ফিরে যাবার তাড়া অনুভব করলো পিটার।

ছিপ তুলে সুতো পেঁচিয়ে ইঞ্জিনের কাছে গেলো। স্টার্টিং কর্ড ধরে টান মারলো জোরে। কয়েকবার ঘর ঘর শব্দ হলো শুধু। স্টার্ট নিলো না ইঞ্জিনে। আরো কয়েকবার চেষ্টা করলো। কিন্তু একই শব্দ হলো বার বার। সারাদিনের ক্লান্তি আর অবসাদে ভেঙে পড়লো পিটার। রীতিমতো ভয় পাচ্ছে সে এখন। বোটের কোনায় বসে হাঁপাচ্ছে। ইঞ্জিন সম্পর্কে কোনো আইডিয়া নেই ওর। এমনকি সাঁতার পর্যন্ত জানে না। ঘামে শার্ট ভিজে লেপ্টে গেছে গায়ের সঙ্গে। শার্ট হোলস্টার দুটোই খুলে ফেললো ও। তারপর সাহায্যের আশায়

নিরাশ হয়ে তাকালো এদিক ওদিক। আরো কিছুক্ষণ কেটে গেলো এভাবে। এখন সে ছাড়া আর কেউ নেই লেকে। যে কোনো লোকে-রই সন্দেহ হতে পারে। মরিয়া হয়ে উঠলো মনে মনে। শেষ চেষ্টা করার জন্য যেই উঠতে যাবে তখনই একটা ফট ফট শব্দ শুনে কান খাড়া করলো সে। তাকিয়ে দেখলো, হাউস বোটে ফিরে আসছে সিলভিয়া।

চিৎকার করে দু'হাত তুলে ওকে কাছে আসার জন্য ডাকলো পিটার। বোটের নাক ঘুরিয়ে স্পীড স্লো করলো সিলভিয়া।

'এনি ট্রাবল?' পিটারের বোটের গা ঘেঁষে বোট দাঁড় করিয়ে জানতে চাইলো ও।

'কিযে হলো ইঞ্জিনটার বুঝতে পারছি না। স্টার্ট হচ্ছে না।'

'খুব গরমে বোধহয় তেল উঠে গেছে প্লাগে,' বললো সিলভিয়া। 'খুলে পরিষ্কার করে লাগিয়ে নিন, স্টার্ট হয়ে যাবে।'

'কিন্তু আমার সাথে যে টুলকিট নেই।' বোটের এদিক-ওদিক তাকালো পিটার।

'আমার বোটে আছে। দাঁড়ান, আমি ঠিক করে দিচ্ছি।' ইঞ্জিন বন্ধ করে টুলকিট নিয়ে ওর বোটে উঠে এলো সিলভিয়া। সাথে সাথে পা দিয়ে লাথি মেরে হোলস্টারটা একটা সীটের নিচে ঢুকিয়ে দিলো পিটার। দেখেও না দেখার ভান করলো সিলভিয়া।

টুলকিট থেকে একটা প্লাগরেঞ্চ বের করে উপুড় হয়ে প্লাগটা খুলতে লাগলো ও। হা করে তাকিয়ে রইলো পিটার ওর ভারী নিতম্বের দিকে।

প্লাগটা খুলে পিটারকে দেখালো সিলভিয়া। 'কতো তেল জমেছে দেখছেন? এজন্যই স্টার্ট হচ্ছিলো না ইঞ্জিন।' একটা ন্যাকড়া দিয়ে

মুছতে মুছতে ফের বললো, 'আপনি বোধহয় নতুন এসেছেন, তাই না ?'

'হ্যাঁ, তাই। লু কেরেলী আমার বন্ধু মানুষ। বেড়াতে এসেছি ওর কাছে।'

'লু কেরেলী আমারও বন্ধু,' প্লাগটা লাগাতে লাগাতে বললো সিলভিয়া। 'প্রায়ই ওর স্টোরে গিয়ে আড্ডা মারি আমি। খুব বেশি একটা নতুন মুখ দেখা যায় না এখানে। তাই নতুন কাউকে দেখলে খুব ভালো লাগে।'

'আমারও,' বললো পিটার। 'আর সে মুখ যদি সুন্দর হয় তবে তো কথাই নেই।'

কোনো মন্তব্য না করে টুলকিট নিয়ে বোটে ফিরে এলো সিলভিয়া। আঙুল তুলে হাউস বোটটা দেখিয়ে বললো, 'ওখানে থাকি আমি আসবেন সময় পেলে। একা খুব বোরিং লাগে। ট্রাক ব্যবসায়ী স্বামী সকাল সাড়ে পাঁচটায় বেরোয় আর সন্ধ্যায় ফেরে। একটা সৎভাই এসেছিলো, আজ সকালে চলে গেলো মিয়ামী। আবার একা হয়ে গেছি। সময় পেলে পাঁচটার পর এসে কফি খেয়ে যাবেন, কেমন ?'

কিছু বলতে যাচ্ছিলো পিটার। কিন্তু তার আগেই ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে হাউস বোটের দিকে চলে গেলো সিলভিয়া।

অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলো পিটার। বুকের ভেতর ধুক-ধুক শব্দ হচ্ছে তার। কেমন যেন খাপছাড়া লাগছে ব্যাপারটা। জানা নেই, শোনা নেই হঠাৎ এমন উলঙ্গভাবে বাড়িতে আমন্ত্রণ করার কারণ কি। ট্র্যাপ নয়তো ? মনে মনে বললো সে। তাই বা কি করে হয়। মেয়েটা তো আর চেনে না তাকে। তাছাড়া তার বাড়িতে জিমি বা

অন্য যে-কেউ ছিলো সে তো মিয়ামী চলে গেছে বলে জানালো মেয়েটা। হয়তো তাই হবে। এজন্যই হাউস বোটে দেখতে পায়নি কাউকে। একটা চান্স নিয়ে দেখবে কিনা ভাবতে ভাবতে ফিরে এলো পিটার।

স্টোরেই বসা ছিলো লু কেরেলী। পিটারকে দেখেই জিজ্ঞেস করলো, 'কি, দেখলে ওকে ?'

'না, তবে মেয়েটাকে দেখেছি। ইঞ্জিন বিগড়ে গিয়েছিলো বোটের। মেয়েটাই ঠিক করে দিয়েছে। ওর ভাই নাকি মিয়ামী চলে গেছে আজ সকালে। পাঁচটার পর কফি খেতে যেতে বলেছে আমাকে। কি বলেন, যাবো ?'

মাথা নেড়ে নিষেধ করলো কেরেলী। বললো, 'ওখানে গেলেই ট্র্যাপে পড়বে তুমি। বুঝেছি, মেয়েটার ফিগার দেখে জিহ্বায় পানি এসে গেছে তোমার। কিন্তু মনে রেখো, ওর প্যান্টি খোলার সাধ ত্যাগ করতে পারলে বহু মেয়ের প্যান্টি খোলার সুযোগ পাবে জীবনে। তা না হলে এখানেই শেষ। বলা যায় না তোমাদের লোক হয়তো এখনও লুকিয়ে আছে ওখানে, আর তুমি যে তাকে খুঁজছো তাও জানতে পারে মেয়েটা।'

হাতের চেটো দিয়ে মুখের ঘাম মুছলো পিটার। 'কিন্তু আমি যে জিমিকে খুঁজছি তাই বা কি করে জানবে মেয়েটা। একজন অচেনা লোককে কোন্ দুঃখে ট্র্যাপে ফেলতে যাবে ও।

অনেকক্ষণ পিটারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো লু কেরেলী। তারপর আস্তে আস্তে এদিক-ওদিক মাথা নেড়ে বললো, 'ঠিক জানিনা আমি। তবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যেতে চাইলে যেতে পারো।'

'আমি শিওর, ওখানে নেই কেউ। যেভাবে বললো মেয়েটা তাতে

বিশ্বাস করা যায় তাকে। তাছাড়া জিমি ওখানে থাকলে তার গোপনীয়তা রক্ষার খাতিরে অপরিচিত কোনো লোককে বাড়িতে ডাকতো না।'

আর কোনো কথা বললো না কেরেলী।

পাখিগুলো কেটে ঠিকঠাক করে উঠতে যাবে জিমি এমন সময় ফট্‌ফট্‌ শব্দ শুনে জানালার পর্দা সরিয়ে লেকের দিকে উঁকি দিলো জিমি। দ্রুত ফিরে আসছে সিলভিয়া। অনেক দূরে আরো একটা বোট দেখলো। মাথায় বুশ হ্যাট। লিটিল ক্রিকের দিকে ফিরে যাচ্ছে কেউ।

ডেকে না এসে বোট নিয়ে সোজা কিচেনের জানালার কাছে চলে এলো সিলভিয়া। চিৎকার করে বললো, 'বাইরে বেরিও না। পর্দা নামিয়ে দাও।'

সিলভিয়ার গলায় এমন একটা উত্তেজিত ভাব ছিলো, মুহূর্তে সতর্ক হয়ে গেলো জিমি। বিপদের গন্ধ পেলো ও। দ্রুত কিচেন থেকে লিভিং রুমে এসে সিলভিয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো।

সিলভিয়া ঢুকতেই উঠে দাঁড়ালো জিমি। 'কি ব্যাপার?'

'ইঞ্জিন বিগড়ে গিয়েছিলো একটা লোকের,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো সিলভিয়া, 'তার কাছে টুলকিট না থাকায় আমার সাহায্য চায়। কিন্তু আমি বোটে উঠতেই পাশে রাখা পিস্তলটা পা দিয়ে দ্রুত একটা সীটের নিচে ঠেলে দিলো সে। না দেখার ভান করলাম আমি। লু কেরেলীর বন্ধু বলে পরিচয় দিলো আমাকে।'

'কেমন দেখতে? বয়স?' জিমির কণ্ঠে উৎকণ্ঠা।

'পাতলা মতো সুন্দর চেহারা, বয়স তিরিশের কাছাকাছি হবে। ডান বাহুতে একটা নগ্ন মেয়ের উল্কি।'

একটা গভীর নিঃশ্বাস ছাড়লো জিমি। হাতে উল্কি আঁকা। অর্থাৎ পিটার উড।

'চিনতে পেরেছো?' জিমির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে জানতে চাইলো সিলভিয়া। 'ও কি ওয়াকারের লোক?'

'হ্যাঁ, খুব কাছে এসে গেছে ওরা।'

'কিন্তু ওকে যে পাঁচটার পর আসতে বলেছি এখানে?'

'সর্বনাশ করেছো।' কঠিন হয়ে গেলো জিমির চেহারা। 'আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা উচিত নয় আমার।'

'না,' বললো সিলভিয়া। 'ইচ্ছে করলে ওকে একটা ব্লাফ দিতে পারি আমরা। তুমি কিছুক্ষণের জন্য একটু জঙ্গলের দিকে চলে যাও। ও যদি এসেই পড়ে, তবে যা করার আমিই করবো।'

'সত্যি আসতে বলেছো ওকে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু ও যে ওয়াকারের লোক তা তো জানতাম না আমি। বিশ্বাস করো, না জেনেই ওকে আসতে বলেছি এখানে। এতে ভুল হলেও একদিক দিয়ে লাভবান হচ্ছি আমরা।'

'কি ভাবে?' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো জিমি।

'এখানে এসে তোমাকে না দেখলে এ বাড়িটার ওপর আর সন্দেহ থাকবে না ওদের।'

'কিন্তু তুমি জানো না সিলভিয়া। পিটারকে চিনি আমি। প্যাঁচে ফেলে ঠিকই কথা বের করে ফেলবে ও। আরো একটা কথা মনে রেখো, ও একা আসবে না এখানে।'

'আমাকেও চেনোনি তুমি, জিমি। যতো প্যাঁচই থাকুক ওর মাথায়, সবই গোল পাকিয়ে যাবে আমার কাছে এলে। আর যে ক'জনই আসুক না কেন, সেজন্য মোটেও ভাবি না আমি। এখন পর্যন্ত

পৃথিবীতে এমন কোনো পুরুষ জন্মেনি যাকে আমি সামলাতে পারবো না। তুমি শুধু জঙ্গলে গিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো। হ্যারিয়েট আসার আগেই বিদেয় করে দেবো ওদের।'

চট করে হ্যারিয়েটের কথা মনে পড়লো জিমির। 'জীবনে আমি যতো চিংড়ি মাছ দেখেছি তার চেয়েও বেশি নগ্ন পুরুষ দেখেছে সিলভিয়া।' তাহলে সত্যি কথাই বলেছিলো হ্যারিয়েট।

'ঠিক আছে, তাই হবে।' পিস্তলটা পরীক্ষা করে দরজার দিকে এগোলো জিমি।

জঙ্গলের এমন একটা জায়গায় গিয়ে বসলো যেখান থেকে লেক এবং হাউস বোটের ওপর নজর রাখা যায় ভালোভাবে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো জিমি লেকের দিকে।

হুইস্কিতে পুরো লোড হয়ে ফের লু কেরেলীর বোটে চড়লো পিটার। নেশা করার অবশ্য দুটো কারণ আছে। প্রথমতঃ সারাদিনের ক্লান্তি আর অবসন্নতা দূর করে চাঙ্গা হওয়া, দ্বিতীয়তঃ মন থেকে জিমির ভয়টা তাড়ানো। আসার সময় একটা কোট ধার করে এনেছে লু কেরেলীর কাছ থেকে। সোলডার হোলস্টারের অস্তিত্বটা বাইরে থেকে যাতে কেউ বুঝতে না পারে। ট্যাংকের তেল এবং পিস্তল পরীক্ষা করে ইঞ্জিন স্টার্ট দিলো পিটার।

হাউস বোটের কাছে আসতেই সিলভিয়াকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো ডেকে। অর্ধ নগ্ন। ইঞ্জিন বন্ধ করে বোট বাধার দড়িটা ছুড়ে দিলো সিলভিয়ার দিকে।

'জানতাম আপনি আসবেন,' ডেক রেইলের সাথে দড়িটা বেঁধে বললো সিলভিয়া।

'হ্যাঁ।' কোটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে দ্রুত হাউস

বোটটা দেখে নিয়ে ডেকে উঠে এলো পিটার।

'আসুন।' লিভিং রুমের দিকে এগোলো সিলভিয়া।

সিলভিয়াকে গার্ড হিসেবে রেখে বেড়ালের মতো নিঃশব্দে লিভিং রুমে এলো পিটার। ঢুকেই রুমটা দেখে নিলো চট্ করে। একটা হাত তখনও কোটের ভেতর।

'আর কেউ নেই তো এখানে?' বললো পিটার, 'এসব কাজে খুব নিরিবিলি পছন্দ করি আমি।'

খিল খিল করে হেসে উঠলো সিলভিয়া। হাসির তালে তালে ভরাট বুক দুলে উঠলো ওর। আর কেউ বলতে পিটার কি সন্দেহ করেছে বুঝতে বাকি রইলো না ওর।

'আসুন আমার সঙ্গে।' পিটারের সন্দেহ দূর করার জন্য সবগুলো বেডরুম, কিচেন, শাওয়ার সব দেখিয়ে লিভিংরুমে ফিরে এলো আবার।

'একটু বসুন, কফি নিয়ে আসছি।'

কিচেনের দিকে চলে গেলো সিলভিয়া। পেছন থেকে ওর ভারী নিতম্বের দোল দেখে অস্থির হয়ে উঠলো পিটার। তর সইছে না ওর।

প্রায় দশ মিনিট পর ট্রেতে করে কফি আর চিপস্ নিয়ে ফিরে এলো সিলভিয়া। আরো একটা কাপড় কমে গেছে শরীর থেকে। পিটারকে ঘায়েল করার চেষ্টা করছে ও।

'দারুণ বানিয়েছেন তো।' কাপে চুমুক দিয়ে বললো পিটার।

'জিমিও সবসময় তাই বলতো।' পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে আবার খিল খিল করে হাসলো সিলভিয়া।

'জিমি? হু ইজ দ্যাট? ইওর স্টেপ-ব্রাদার?' পিটারের চোখে বিস্ময়ের ছাপ।

'কোনো কালেই আমার কোনো ভাইটাই ছিলো না। একটা সম্পর্ক ছাড়া এক বাড়িতে থাকি কিভাবে, বলুন? মানুষে কি বলবে?'

'এখানে কিভাবে এলো ও?' এক চুমুক খেয়েই কাপ রাখলো পিটার।

'আমার স্বামী নিয়ে এসেছিলো। তিনদিন ছিলো এখানে! চমৎকার লোক। গুড ইন বেড। কিন্তু খুব কুসংস্কারাচ্ছন্ন। সবসময়ই কেবল একটা হারানো সেন্ট ক্রিস্টোফার মেডেলের কথা ভেবে মন মরা হয়ে থাকতো।'

'কোথায় যেন গেছে বলেছিলেন?'

'প্রথমে মিয়ামী যাবে বলেছিলো। সেখান থেকে বোট ভাড়া করে হাভানা।'

'কোনো ব্যাগেজ ছিলো ওর সাথে?'

'বড় একটা স্যুটকেস ছিলো। কিন্তু ওর ব্যাপারে এতো উৎসাহী কেন আপনি?'

জবাব দিলো না পিটার। সে ভাবছে, এক্ষুণি লু কেরেলীর ওখান থেকে ফোন করে খবরটা জানানো উচিত বসকে। যাতে মিয়ামী ত্যাগ করার আগেই ধরা পড়ে শুওরটা।

উঠে দাঁড়ালো পিটার। সিলভিয়ার লোভনীয় দেহের প্রতি আর কোনো উৎসাহ নেই ওর। এখন শুধু একটাই কাজ: বসের কাছে খবরটা পৌঁছানো।

সিলভিয়াও উঠে দাঁড়ালো। 'কি ব্যাপার, হঠাৎ কি হলো আপনার?'

'একটা জরুরী কাজের কথা মনে পড়ে গেছে হঠাৎ। দুঃখিত, আর এক মিনিটও থাকতে পারছি না আমি। কোন রুমের বিছানাটা বেশি

নরম তা আরেকদিন এসে পরীক্ষা করা যাবে।' ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলো পিটার।

নিঃশব্দে হাসলো সিলভিয়া। টার্গেটমতো হিট করতে পেরে দারুণ খুশি হয়েছে ও।

জঙ্গলের ভেতর মশার কামড় আর গুন গুন শব্দ পাগল করে তুলেছে জিমিকে। উঠে অন্য জায়গায় গিয়ে বসবে এমন সময় দ্রুত ডেকে বেরিয়ে এলো পিটার। দাড় খুলে লাফ দিয়ে নামলো বোটে। ইঞ্জিন স্টার্ট করে ওপারের দিকে চলে গেলো দ্রুত।

সিলভিয়ার প্রতি একটা ঘৃণা জন্মে গেলো জিমির। কি দরকার ছিলো পিটারকে ডেকে আনার। শুধু কি তৃষ্ণা? টাকা? নাকি অন্য কিছু!

ভাবতে ভাবতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে হাউস বোটের দিকে এগোলো জিমি। পাখির মাংস নিয়ে ব্যস্ত ছিলো সিলভিয়া। প্যান্ট শার্ট পরে নিয়েছে ইতিমধ্যে। জিমি ঢুকতেই পিটারের সাথে কি কি কথা বার্তা হলো সব বলে গেলো এক নিঃশ্বাসে।

'আমার মনে হয়, ও বিশ্বাস করেছে। তোমার সাথে বড় একটা স্যুটকেস ছিলো তাও বলেছি। কি, ঠিক করিনি?'

কথা বললো না জিমি। ভাবছে সে, ওয়াকারকে যদি সত্যিই বিশ্বাস করাতে পারে পিটার তবে হাল ছেড়ে দেবে সে। কেননা হাভানায় চলে যাওয়া মানে তার ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাওয়া।

'কি হলো, কথা বলছো না যে?'

এবারও কিছু বললো না জিমি। পিটারের সাথে আর কি করেছে এতোক্ষণ শুধু সেই ভাবনাটাই অস্থির করে তুলছে ওকে।'

'তোমার তৃষ্ণা কি মেটে না, সিলভিয়া?'

'কি বলছো তুমি ?' জিমির কথার ইঙ্গিতটা বুঝতে অসুবিধা হলো না সিলভিয়ার। ধরা গলায় বললো, 'এই কি তোমার শেষ কথা, জিমি ? একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দিলে না ? জানতাম ভুল বুঝবে তুমি। কিন্তু তোমার ভালোর জন্যই তো এতো কিছু করতে হলো আমাকে। ওকে এখানে ডেকেছিলাম তোমার ভালোর জন্যই। যদি মনে করে থাকো বিছানায় গেছি ওর সাথে তাও তোমার ভালোর জন্যই। পিটারের বোটে পিস্তল দেখেই তোমার কথা ভেবে মনটা খারাপ হয়ে গেলো আমার। কেন জানি না বার বার শুধু মনে হচ্ছিলো ও মাফিয়ার লোক। তোমার জন্যই এসেছে এখানে। তাই ডাকলাম ওকে। এখানে না এলে তোমার হাভানা যাবার গল্প কখনও বিশ্বাস করতো না ও। কিন্তু যার জন্য এতো কিছু করলাম সে-ই শেষ পর্যন্ত অবিশ্বাস করলো আমাকে ?' কুকারটা বন্ধ করে ঝড়ের বেগে কিচেন থেকে বেরিয়ে গেলো সিলভিয়া।

জিমিও এলো পিছু পিছু। বেড রুমে এসে বালিশে মুখ গুঁজে আছড়ে পড়লো সিলভিয়া। কেঁপে কেঁপে উঠছে ওর শরীর। কাঁদছে। পাশে বসে আলতো করে ওর মাথায় একটা হাত রাখলো জিমি।

'দুঃখিত সিলভিয়া। না জেনে কষ্ট দিয়েছি তোমাকে। সত্যি তুমি অনেক করেছো আমার জন্য। আশা করি যা বলেছি ভুলে যাবে।'

ধীরে ধীরে উঠে বসলো সিলভিয়া। টপ টপ করে পানি পড়ছে ওর দু'চোখের কোল বেয়ে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো, 'না, ঠিকই বলেছো তুমি, জিমি। এ তৃষ্ণা আমার কোনো দিনও মিটবে না।' একটু দম নিয়ে বললো, 'প্রশ্নটা যখন করেছোই তবে শোনো। হ্যারিয়েটের সাথে বিয়ের আগে একজন বিজি কল গার্ল ছিলাম আমি। পুরুষের সাথে আমার সম্পর্ক ছিলো শুধু দেহের। মনের কোনো

বালাই ছিলো না সেখানে।'

'আমার সাথেও কি তাই ?' সিলভিয়ার দু'কাঁধ ধরে ঝাকি দিলো জিমি।

'না, জিমি। তুমিই আমার জীবনের প্রথম পুরুষ যাকে নিয়ে আমার ভাবনা হয়, যার জন্য জীবনের ঝুঁকি পর্যন্ত নিয়েছি আমি। এমন করে কাউকে নিয়ে কখনও ভাবিনি। একে ভালোবাসা বলা যায় কিনা জানি না, তবে তুমি ভালো থাকো এটুকুই চাই।'

সিলভিয়াকে কাছে টেনে নিলো জিমি। পিঠে হাত বুলিয়ে বললো, 'জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে তুমি যা করলে আমার জন্য, আমি চির ঋণী থাকবো তোমার কাছে। আমিও চাই তুমি ভালো থাকো।'

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছলো সিলভিয়া। জিমির চিবুকটা ধরে নিষ্পলক তাকিয়ে রইলো ওর চোখের দিকে। তারপর মুখ উঁচু করে আলতো করে ঠোঁট ছোঁয়ালো জিমির ঠোঁটে।

অফিসে বসে সাপ্তাহিক আয় ব্যয়ের হিসেব দেখছিলো ওয়াকার। লিটল ক্রিক থেকে পিটারের ফোন পেলো এমন সময়। মাউথপিসটা চেপে ধরে এনড্রুর দিকে তাকালো। 'পিটারের ফোন। এক্সটেনশনটা ধরো। কি বলে ও লিখে রাখো।' তারপর মাউথপিস থেকে হাত সরিয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'পেলে ওকে ?'

'না, বস্। আমি পৌছার ছ'ঘন্টা আগেই চলে গেছে। মেয়েটা বললো, প্রথমে মিয়ামী যাবে পরে বোট ভাড়া করে হাভানায়।'

'হাভানা ?' গলাটা একটু কেঁপে গেলো ওয়াকারের।

'হ্যাঁ, বস্।'

'পিটার, সব খুলে বলো আমাকে।'

পিটার যা শুনেছে সব বললো ওয়াকারকে। স্যুটকেসের কথা, মেডেলের কথা কিছুই বাদ দিলো না।

'আমি চলে আসবো, বস্?'

একটু চিন্তা করলো ওয়াকার।

'না, ওখানেই থাকো। আমি পরে যোগাযোগ করবো তোমার সাথে।' লু কেরেলীর নাম্বারটা নিয়ে রিসিভার রেখে দিলো ওয়াকার।

'টাকা সহ একবার হাভানা চলে গেলে আর কিছুই করার থাকবে না আমাদের,' এনড্রুর দিকে তাকিয়ে বললো ও।

'কিন্তু মেয়েটা সত্যি কথা বলেছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা উচিত, এটা ব্লাফও হতে পারে।'

কিছুক্ষণ ভাবলো ওয়াকার।

'ঠিক আছে, মরোর নাম্বারটা দাও। কথা বলে দেখি ওর সাথে।'

ইনডেক্স দেখে লরেন্স মরোর নাম্বার বের করে দিলো এনড্রু। ডায়াল করার কিছুক্ষণ পর লাইনে এলো মরো।

'মরো? জো বলছি। কেমন আছো?'

'ভালো। তুমি?'

'ভালো না। বড় একটা চুরি হয়ে গেছে ক'দিন আগে।'

'হ্যাঁ, শুনেছি। তোমার লোক আছে এখানে।'

'ঐ ব্যাপারেই আরো ছোট্ট একটা সাহায্য করতে হবে তোমাকে। মেয়েটা...' এনড্রুর দিকে ফিরলো ওয়াকার। 'সিলভিয়া,' ফিস্ ফিস্ করে বললো এনড্রু। 'হ্যাঁ, সিলভিয়া, তোমার ওদিকেই থাকে। লু কেরেলী চেনে ওকে। ও নাকি বলেছে জিমি মিয়ামী গেছে আজ ভোরে। ওখান থেকে বোট ভাড়া করে হাভানা যাবে। মেয়েটা ব্লাফ দেয়ার চেষ্টা করছে কিনা, একটু পরীক্ষা করে দেখা দরকার। তোমার

দু'তিনজন লোক পাঠিয়ে যে ভাবে পারো জেনে নেবে। চাপ প্রয়োগ করতে হলে, করবে। সত্যি কথা বললো কিনা শিওর না হওয়া পর্যন্ত ছাড়বে না। মরে গেলেও আপত্তি নেই। পারবে না মরো?'

'শিওর জো।' হো হো করে হেসে উঠলো লরেন্স মরো। 'মেয়েদের মুখ থেকে কথা বের করার মতো দক্ষ লোক আছে আমার। এসব কাজে ভীষণ আনন্দ পায় ওরা।'

'মনে করো সত্যি কথা বললো মেয়েটা, তারপর?'

'ভেবো না জো। আমি সাথে সাথে ইনফর্ম করবো তোমাকে।' লাইন কেটে দিলো লরেন্স মরো।

লু কেরেলীর কাছে ফোন করে পিটারকে পাঠিয়ে দিতে বললো মরো।

ব্লু নাইল হোটেলে এলো পিটার। ডেস্কে বসে কি যেন একটা মনোযোগ দিয়ে পড়ছিলো মরো। সামনে আরো দু'জন লোক বসা।

পিটার ঢুকতেই ওর দিকে ঘুরে তাকালো লোক দুজন। তাদের মধ্যে বড়টাকে মনে হলো এই মাত্র চিড়িয়াখানার খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছে। ছোটখাট একটা দৈত্য বললে ভুল হবে না। পেশী বহুল শরীর। মনে হয় অসুরের শক্তি রাখে। ছোট করে ছাঁটা চুল। সজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে আছে। মুখে অসংখ্য কাটা দাগ। তার মাঝে কুতকুতে ঘোলা ছুটো চোখ আরো ভীতিজনক করে তুলেছে তাকে। আরো লক্ষ্য করলো পিটার, একটা কান নেই লোকটার। ভাবলো, রাগে পেয়ে কেটে নিয়েছে কেউ। ছোটটার গড়ন বেশি শক্তিশালী নয়। কিন্তু তার চোখ মুখের ভাব দেখে দিয়াশলাই কাঠির কথা মনে হলো পিটারের। যেন একটু ঘষা লাগলেই জ্বলে উঠবে ফস্ করে।

'এসো পিটার,' লরেন্স মরো বললো, 'পরিচয় করিয়ে দেই তোমাকে। বড়টার নাম ডজ আর ছোটটা হার্ডি। সিলভিয়ার কাছে যাবে ওরা। তোমার বসের ধারণা মিথ্যা কথা বলছে মেয়েটা।' ছোট আর বড়র দিকে তাকালো মরো, 'কখন যেতে চাও তোমরা।'

'ওর স্বামী সকাল সাড়ে পাঁচটায় বেরোয় আর সন্ধ্যায় ফেরে,' মাঝখান থেকে বললো পিটার। 'সারাদিনই একা থাকে ও, যে কোনো সময় গেলেই হয়।'

'ঠিক আছে,' ছোট আর বড়কে উদ্দেশ্য করে বললো মরো। 'কাল সকাল ছ'টার দিকেও যাও। কফি খেতে বসে যেয়ো না আবার। আমার বন্ধু খুব উদগ্রীব হয়ে আছে খবরটার জন্য।'

মাথা বো করে বেরিয়ে গেলো ডজ ও হার্ডি।

ভোর সারে পাঁচটায় হ্যারিয়েটের ট্রাকের শব্দে ঘুম ভেঙে গেলো জিমির। বাইরে তাকালো জানালা দিয়ে। কুয়াশায় ঢেকে আছে লেক।

রাতে ভালো ঘুম হয়নি ওর। সিলভিয়ার বানানো গল্প শোনার পর কি ব্যবস্থা নিতে পারে ওয়াকার শুধু তাই ভেবেছে। ওয়াকার কি বিশ্বাস করবে? যদি করে তবে তার দৃষ্টি থাকবে মিয়ামীর দিকে। সেই ফাঁকে ইস্ট সিটিতে যাবার একটা মোক্ষম সুযোগ পেয়ে যাবে ও।

হঠাৎ একটা গাড়ির শব্দ শুনে চমকে উঠলো জিমি। বালিশের তলা থেকে পিস্তলটা নিয়ে দ্রুত চলে এলো হ্যারিয়েটের রুমে। পুরো জেটিটা দেখা যায় ওখান থেকে। জানালা দিয়ে জেটির দিকে উঁকি দিলো জিমি। একটা ফোর্ড এসে থামলো জেটির গোড়ায়। এদিক ওদিক তাকিয়ে দু'জন লোক বেরিয়ে এলো ফোর্ড থেকে। বড়টাকে একটা গরিলার সাথে তুলনা করা যায়।

বাথরুমে হাতমুখ ধুচ্ছিলো সিলভিয়া। রাতের সংক্ষিপ্ত শোবার পোষাক পাল্টায়নি এখনও। গাড়ির শব্দ শুনে ও বেরিয়ে এলো বাথরুম থেকে। দৌড়ে এলো জিমি ওর কাছে, বললো 'দু'জন লোক আসছে এদিকে, লক্ষণ খুব ভালো মনে হচ্ছে না। ভয় নেই, আমি দেখছি।'

'না,' ফিসফিস করে বললো সিলভিয়া। 'কোথাও লুকোও গিয়ে। আমি কথা বলছি ওদের সাথে।' জিমির হাত ধরে টেনে বড় একটা ক্লজিটের সামনে নিয়ে এলো সিলভিয়া। 'ঢুকে পড়ো এটার ভেতর।' ইতস্তত করলো জিমি। এমন সময় ঠক ঠক শব্দ হলো দরজায়। আর এক মুহূর্তও দেরি করলো না জিমি। দ্রুত ভেতরে ঢুকে টেনে দিলো দরজা।

তাড়াতাড়ি রুমে গিয়ে গায়ে একটা বেড-শীট জড়িয়ে নিলো সিলভিয়া। আবার শব্দ শোনা গেলো দরজায়। এবারের শব্দটা একটু জোরে হলো। এক প্রকার দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলো সিলভিয়া। ডজ ও হার্ডি দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়। মুহূর্তে মুখের রঙ বদলে গেলো ওর। কেঁপে উঠলো অন্তরাত্মা। ওরা যে কতো ভয়ঙ্কর তা কারোই অজানা নয়। কিন্তু পরমুহূর্তেই সামলে নিলো ও।

'কি চাই এখানে?' অতি কষ্টে সাহস সঞ্চয় করে বললো সিলভিয়া।

ওকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে লিভিং রুমে ঢুকে পড়লো ডজ। হার্ডিও ঢুকলো ওর পেছনে পেছনে। 'জিমির ব্যাপারে এসেছি আমরা।'

'ও তো নেই এখানে। কাল সকালে চলে গেছে,' ঢোক গিলে বললো সিলভিয়া।

'সত্যি করে বলো।' হুংকার ছেড়ে সিলভিয়ার দিকে এক পা

এগিয়ে এলো ডজ।

'মিয়ামী চলে গেছে কাল সকালে। ওখান থেকে হাভানা যাবে। এর বেশি কিছু জানি না আমি।'

'তা আমরা জানি, খুকী।' থাবা মেরে এক ঝটকায় সিলভিয়ার গায়ের চাদরটা ছুড়ে ফেলে দিলো ডজ। শর্ট নাইট ড্রেসে দাঁড়িয়ে রইলো সিলভিয়া। 'হ্যাঁ, হাভানার কথাও শুনেছি আমরা, খুকী। এবার অন্য কিছু শোনাও।' হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে প্রচণ্ড জোরে সিলভিয়ার গালে চড় মারলো ডজ। ছিটকে গিয়ে দেয়ালের সাথে ধাক্কা খেলো সিলভিয়া। তারপর হাঁটু ভেঙে বসে পড়লো ফ্লোরে। ডজ চুল ধরে টেনে আবার দাঁড় করালো ওকে। হ্যাঁচকা টান মেরে ফর ফর করে ছিঁড়ে ফেললো ওর নাইট ড্রেসটা। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠলো সিলভিয়া। টপ টপ করে পানি ঝরে পড়ছে আঙুলের ফাঁক দিয়ে।

'বলো খুকী, এখনও সময় আছে। নয়তো এমন শিক্ষা দেবো...'

'বার বার এক কথা বলতে ভালো লাগছে না আমার', আর্ত কণ্ঠে বললো সিলভিয়া।

'ঝাঁঝ এখনও কমেনি দেখছি।' হার্ডির দিকে তাকালো ডজ। 'গো অ্যাহেড, বয়, তুমিই শুরু করো আগে। আমি আগে গেলে তোমার জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না আর।'

ক্লজিটের ভেতর দাঁড়িয়ে সবকিছুই শুনছিলো জিমি। মাথায় রক্ত উঠে গেছে তার। খুব আস্তে দরজাটা ফাঁক করে বেরিয়ে এলো ক্লজিট থেকে। খালি পায়ে বেড়ালের মতো নিঃশব্দে প্যাসেজ ধরে লিভিং রুমের দরজায় এসে দাঁড়ালো। হাতে পয়েন্ট থারটি এইট।

হার্ডি এতোক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো সিলভিয়ার আটত্রিশ-

আটাশ-আটত্রিশ মাপের নগ্ন শরীরের দিকে। আর বার বার ঠোঁট ভেজাচ্ছিলো জিভ দিয়ে। শুধু ডজের অনুমতির অপেক্ষায় ছিলো ও। ডজ বলামাত্র উঠে গিয়ে পড়লো সিলভিয়ার ওপর। সরে যেতে চাইলো সিলভিয়া।—কিন্তু পারলো না। কোমর জাপটে ধরে জোর করে ফ্লোরের সাথে ঠেসে ধরলো ওকে। ফোঁস ফোঁস করে দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলছে হার্ডি। উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে সর্বাঙ্গ। এক হাতে সিলভিয়াকে ঠেসে ধরে অন্য হাতে ট্রাউজারের জিপার খুলছে সে। ঠিক সেই মুহূর্তে গুলি করলো জিমি।

বোমার মতো শব্দ হলো গুলির। দু'কান চেপে ধরে এক গড়ান দিয়ে সরে গেলো সিলভিয়া।

হার্ডির মাথার ঠিক পেছনে লেগেছে গুলিটা। আত্মরক্ষার ভঙ্গীতে দু'হাত ওপরে তুলে বিদ্যুৎ বেগে উঠে দাঁড়ালো সে। তারপর মাতালের মতো একটা চক্কর মেরে পড়ে গেলো ধপ করে।

গুলির শব্দ শুনে ঘুরে দাঁড়িয়ে পিস্তলের জন্য পকেটে হাত দিলো ডজ। পারলো না। তার আগেই কপাল লক্ষ্য করে গুলি করলো জিমি। নিখুঁত টিপ। ঠিক যেখানে মারতে চেয়েছিলো সেখানেই লেগেছে। কলজে কাঁপানো চিৎকার করে উঠলো দৈত্যটা। এলোমেলো ভাবে পিছিয়ে গেলো কয়েক পা। হোঁচট খেলো হার্ডির দেহের সঙ্গে। তারপর পড়ে গেলো ঘুরে।

হাঁটু ভেঙ্গে উঠে বসেছে সিলভিয়া। পাশাপাশি দুটো মৃতদেহ দেখে স্তব্ধ হয়ে গেছে ও। কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। চোখের পলক ফেলতেও যেন ভুলে গেছে।

পিস্তল ফেলে দিয়ে দ্রুত সিলভিয়ার কাছে এলো জিমি। হাত ধরে টেনে তুললো ওকে। এনে শুইয়ে দিলো বেডরুমে।

'শুয়ে থাকো চুপচাপ। কি ঘটলো তা নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে।'

দৌড়ে লিভিং রুমে ফিরে এলো জিমি।

কতো যুগ ধরে এই একই ভাবে শুয়ে আছে সিলভিয়া মনে করতে পারছে না। সবকিছুই দুঃস্বপ্নের মতো লাগছে ওর কাছে। বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠছে দুটো মৃত দেহ। চোখ খুলতেও ভয় পাচ্ছে ও। যেন খুললেই দেখতে পাবে মৃত দেহ দুটো। বজ্রাহতের মতো নিশ্চুপ পড়ে রইলো বিছানায়।

সূর্য আরো ওপরে উঠেছে এতোক্ষণে। জানালা দিয়ে তারই আলো এসে পড়েছে সিলভিয়ার চোখে-মুখে। হঠাৎ একটা হাতের ছোঁয়া পেয়ে সারা শরীর শিউড়ে উঠলো ওর।

'চলো, বেরিয়ে পড়ি,' শান্ত গলায় বললো জিমি।

বড় বড় চোখ করে জিমির মুখের দিকে তাকালো সিলভিয়া।

'যাবো, কোথায়?'

'যে কোনো দিকে। ওদের গাড়িটা আছে। এই আমাদের চমৎকার সুযোগ।' ঘাড়ের নিচে হাত দিয়ে সিলভিয়াকে উঠতে সাহায্য করলো জিমি।

'ওদের কি হলো?'

'ফেলে দিয়েছি লেকে। ভুলে যাও ওসব। কাপড় পরে নাও জলদি। প্রতিটি মুহূর্তই এখন মূল্যবান।'

বিছানা থেকে নেমে জিমির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো সিলভিয়া। কোনো তাড়া দেখা গেলো না ওর মধ্যে।

'কি হলো? দেখছো কি? কাপড় পরো। কি কি সঙ্গে নেবে জলদি রেডি করো।'

'ওদেরকে খুন করেছো তুমি! তুমি খুনী! কোথাও যাবো না আমি তোমার সাথে।'

'গেট ড্রেসড্।' আগুন ঝরে পড়লো জিমির কণ্ঠে। তার চোখের দিকে তাকিয়ে আর কিছু বলার সাহস পেলো না সিলভিয়া। চুপচাপ ক্লজিট খুলে এক সেট কাপড় জামা বের করে পরে নিলো।

'আর কিছু নেবে না?'

'না।' চুলে চিরুনী চালাতে চালাতে বললো সিলভিয়া।

জুতো পরা হলে ওকে নিয়ে লিভিং রুমে এলো জিমি।

'একটা চিঠি লেখো হ্যারিয়েটকে। কাগজ কলম নাও। আমি বলছি, তুমি লেখো।'

একটা চেয়ার টেনে টেবিলের সামনে বসলো সিলভিয়া। ড্রয়ার থেকে প্যাড আর কলম বের করে তাকালো জিমির দিকে।

'হ্যাঁ, শুরু করো,' বললো জিমি। 'ডিয়ার হ্যারিয়েট, এখানে আর থাকতে ইচ্ছে করছে না আমার। তাই চলে গেলাম জিমির সাথে। আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি। সিলভিয়া।'

লেখার সময় হাত কাঁপছিলো সিলভিয়ার। কোনোরকমে লিখে চিঠিটা ভাঁজ করে একটা খামে পুরে টেবিলের ওপর রাখলো।

'চলো বেরোই।' রুম থেকে স্যুটকেসটা নিয়ে এসে সিলভিয়ার হাত ধরে জেটির দিকে এগোলো জিমি।

গাড়ির কাছে এসে ঘড়ির দিকে তাকালো। ছ'টা চল্লিশ। মনে মনে ভাবলো, পিটারের চেয়ে অন্তত তিন ঘণ্টা এগিয়ে থাকবে ওরা। বড় এবং ছোটকে ফিরতে না দেখে ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেট করবে পিটার বা অন্য কেউ। এদিক সেদিক ম্যাসেজ পাঠাবে টেলিফোনে, জো ওয়াকারকে জানাবে, তারপর অ্যাকশনে নামবে। ততোক্ষণে

অনেক দুর চলে যাবে ওরা।

ধীরে ধীরে কাঁচা রাস্তা পেরিয়ে হাইওয়েতে উঠলো গাড়ির চাকা। অ্যাকসিলারেটরে চাপ বাড়ালো জিমি। উল্কার বেগে ছুটে চললো ফোর্ড।

দশ

চুপচাপ এক ঘন্টা যাবৎ গাড়ি চালাচ্ছে জিমি। সিলভিয়ার মুখেও কথা নেই। ডায়টোনা বীচ ডানে রেখে হাইওয়ে ওয়ান ধরে সোজা উত্তর দিকে যাচ্ছে এখন। মাঝে মাঝে আড় চোখে তাকাচ্ছে সিলভিয়ার দিকে। উইণ্ডশীল্ডের ভেতর দিয়ে উদাস দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে সিলভিয়া। মরা দুটোর কথা এখনও ভুলতে পারছে না ও।

ঘড়ির দিকে তাকালো জিমি। আরো দুটো ঘন্টা নিরাপদে থাকতে পারবে ওরা। তারপরও অনেক সমস্যা থেকে যাবে। সব দুর করতে হবে একে একে। ওর দাড়ির কথা জানে লু কেরেলী, সুতরাং কেটে ফেলতে হবে এটা। পরনের জামা-কাপড়গুলোও পাল্টাতে হবে। পিটার ও লু কেরেলী যে ডেসক্রিপশন দেবে সিলভিয়ার, তাতে ওর সোনালী ববড্ চুলের কথা অবশ্যই উল্লেখ থাকবে। সুতরাং এটাকেও ঠিক করতে হবে।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা ?' হঠাৎ মুখ খুললো সিলভিয়া।

হাফ ছেড়ে বাঁচলো জিমি। এতোক্ষণ কথা বলতে না পেরে দম

বন্ধ হয়ে আসছিলো ওর।

'কেমন লাগছে এখন ?'

'ভালো। কিন্তু কোথায় যাচ্ছি বললে না ?'

'উত্তর দিকে যাচ্ছি। ওদের খোঁজাখুঁজি শুরু হবার আগেই সেন্ট ডেভিস বে-তে পৌঁছে যাবো আমরা। ছুটির শহর বলা হয় ওটাকে। টুরিস্ট আর গাড়িতে গিজ গিজ করে। ওখানে নেমে গাড়ি ছেড়ে দেবো আমরা।'

'আমার খুব ভয় করছে জিমি। ওদেরকে না মারলেই কি চলতো না ?'

'তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি সিলভিয়া,' শান্ত গলায় বললো জিমি। 'ওরা মাফিয়া। হয় মরো, নয় মারো। এখনও একটা সুযোগ আছে আমাদের। এতোদিন যে কথাটা গোপন রেখেছিলাম তোমার কাছে তাই বলছি, শোনো, এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার ডলার রাখা আছে ব্যাগ দুটোয়। এখন তুমিও জড়িয়ে গেছো এর সাথে। শুধু এজন্যই বলছি। আমার মতো তোমার মাথার ওপরও খড়্গ ঝুলছে মাফিয়ার। যে কোনো মুহূর্তে নেমে আসতে পারে, ইচ্ছে করলেও আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাবার পথ নেই তোমার। একই সুরে বাঁধা হয়ে গেলে আমার সাথে।'

'একশো ছিয়াশি হাজার,' টেনে টেনে বললো সিলভিয়া। চোখের তারায় বিদ্যুতের চমক খেলে গেলো ওর। 'বাট দ্যাট ইজ এ ফরচুন, জিমি।'

'হ্যাঁ, তাই। স্রেফ জুয়া। জীবন নিয়ে জুয়া। যদি জিতে যাই, তুমিও জিতবে, হেরে গেলে তুমিও হারবে।'

'কি করতে চাও এখন ?'

'সেন্ট ডেভিস বে-তে পৌঁছে একটা বিউটি পারলারে ঢুকে তোমার চুলগুলো বয়কাট করে ফেলবে আগে। সোনালী রঙ পাল্টে পছন্দ মতো যে কোনো একটা রঙ করে নেবে। আমার দাড়িগুলোও কেটে ফেলবো। নতুন কিছু জামা কাপড়ও কিনতে হবে। আসল কথা দূর থেকে চেনার প্রাথমিক চিহ্নগুলোও দূর করে দিতে চাই আমি। টাকা পয়সার জন্য ভেবো না। আপাততঃ যা আছে দরকার হলে আরো ছ'মাস চলা যাবে। বে-তে গাড়িটা ছেড়ে দিয়ে ওখান থেকে ব্রুনসিক চলে যাবো বাসে করে। সেখান থেকেই যোগাযোগ করবো ইস্ট সিটিতে। গ্রীন সিগন্যাল না পাওয়া পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করবো।'

ন'টা পঞ্চাশে সেন্ট ডেভিস বে-তে পৌঁছলো ওরা। অসংখ্য গাড়ি আর ক্যারাভান পার্ক করা বীচে। অনেক খুঁজে পার্কিং লটে একটা স্পেস্ পেয়ে গাড়ি দাঁড় করালো জিমি। 'এখানেই ফেলে যাবো এটাকে। এরপর থেকে পায়ে হেঁটেই বাকি কাজগুলো সারতে হবে।'

হাঁটুর ওপর স্যুটকেসটা রেখে তালা খুললো জিমি। ৱবের টাকা-গুলো বের করে গুনলো। খরচের পর এখনও ছ'হাজার সাতশো দশ ডলার আছে। ওখান থেকে এক হাজার ডলার গুনে সিলভিয়ার হাতে দিয়ে বললো, 'এটা রাখো তোমার কাছে। বলা যায় না, আমার যদি কিছু হয়ে যায় তবে তোমার যেদিকে খুশি চলে যেয়ো। পারলে মনে রেখো, নইলে ভুলে যেয়ো। যাও, চুলগুলো ঠিক করে নাও আগে। কিছু জামা কাপড়ও কিনে এনো। বেশি খরচ করবে না, আর এমন কিছু কিনবে না যা সহজেই অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আরো একটা জিনিস বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাকে, মনে রাখবে। এখন থেকে আমাদের সম্পর্ক হবে স্বামী-স্ত্রীর। বাড়ি পিটসবার্গ। ব্রুনসিকে

গিয়ে সস্তা দরের একটা হোটেলে উঠে মিস্টার ও মিসেস মিল্টন নামে পরিচয় দেবো আমরা। হোটেলে থাকা যদিও নিরাপদ নয়, তবুও ঝুঁকিটা নিতে হবে এখন। আমার হার্টের অসুখ আছে বলে হোটেল মালিককে জানিয়ে দেবে তুমি। এজন্য বেশি বাইরে বের হবো না আমরা।'

টাকাগুলো পকেটে রেখে জিমির দিকে তাকালো সিলভিয়া। 'চুল ঠিক করতে গেলে তুমি চলে যাবেনা তো, জিমি?'

তীরের মতো কথাটা বুকে বিঁধলো জিমির। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো সিলভিয়ার মুখের দিকে, তারপর হাসলো।

'এখন একটা জিনিসই আমাদের প্রধান অবলম্বন, বিশ্বাস।'

স্যুটকেসটা বন্ধ করে গাড়ি থেকে নামলো জিমি।

সিলভিয়াও নেমে এলো ওর পেছনে পেছনে।

'দুঃখিত জিমি,' জিমির একটা হাত ধরে বললো সিলভিয়া। 'জীবনে বহু মানুষকে বিশ্বাস করে ঠকেছি। তাই কাকে যে বিশ্বাস করতে হবে, বুঝে উঠতে পারি না।'

'আমার ওপর আস্থা রাখতে পারো, সিলভিয়া। গান পয়েন্টে দাঁড়িয়ে আর কিছু না হোক অন্ততঃ এই আশ্বাসটুকু দিতে পারি তোমাকে।'

পায়ে হেঁটে বীচ থেকে শহরে এলো ওরা। মেইন রোড ধরে কিছু দূর আসার পর আঙুল তুলে সিলভিয়াকে বাস স্টেশন দেখালো জিমি।

'ওখানে আবার দেখা হবে আমাদের। খুব তাড়াতাড়ি ফেরার চেষ্টা করো।'

পা বাড়ালো জিমি।

পেছন থেকে ডাকলো সিলভিয়া। 'জিমি, একা যেতে খুব ভয় করছে আমার, সত্যি খুব ভয় পাচ্ছি আমি।'

ঘুরে সিলভিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসলো জিমি। এগিয়ে এসে সান্ত্বনার ভঙ্গীতে একটা হাত রাখলো ওর কাঁধে।

'ভয় নেই সিলভিয়া। আমাকে দেখছো না? আমি তো সারাটা জীবন একাই কাটিয়ে দিলাম। যাও, আর দেরি করো না। পারলে একটা হোল্ডঅল কিনে এনো। কিন্তু তোমার চুল ঠিক করে নেবে আগে।'

'হ্যাঁ।' জোর করে একটু হাসলো সিলভিয়া। 'আবার দেখা হবে তো জিমি?'

'অবশ্যই।'

তারপর আলাদা হয়ে গেলো দু'জন। জিমি সেলুনের আর সিলভিয়া বিউটি পার্লারের খোঁজে হারিয়ে গেলো মানুষের ভিড়ে।

হিসাবের কাগজপত্র নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত লরেন্স মরো। কোনো কিছুতেই খেয়াল নেই তার। ঠিক এগারোটা পাঁচে ডেস্কে রাখা ফোন বেজে উঠলো ঝন ঝন করে। বিরক্তির সাথে কাগজপত্র থেকে চোখ সরিয়ে রিসিভার তুললো সে।

জো ওয়াকারের ক্রুদ্ধ গলা ভেসে এলো ফোনে। 'কি ব্যাপার মরো? কি হচ্ছে ওখানে? বেশ্যাটার মুখ থেকে এখন পর্যন্ত সত্য কথাটা বের করতে পারলে না তোমরা?'

সত্যি ভুলে গিয়েছিলো মরো! একবার কাজে ডুবে গেলে দুনিয়াদারির কোনো খবর থাকে না তার।

'কোনো খবর পাইনি এখন পর্যন্ত, জো। অপেক্ষা করছি, পাওয়া মাত্রই জানিয়ে দেবো।'

'কি করছে ওরা বেশ্যাটার কাছে গিয়ে, জলদি খবর নাও। তাজ্জব ব্যাপার। একটা মেয়ের মুখ থেকে কথা বের করতে পারছো না তোমরা?' শব্দ করে রিসিভার রেখে দিলো ওয়াকার।

মরো নিজেও খুব চিন্তিত হয়ে পড়লো। ছ'টার সময় মেয়েটার কাছে যাবার কথা ওদের। পাঁচ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে ইতিমধ্যে। অথচ এখনও ফেরার নামগন্ধ নেই। নাহ্! আরো আগেই খোঁজ নেয়া উচিত ছিলো। রিসিভার তুলে কেরেলীর নাম্বারে ডায়াল করে সে।

'কি ব্যাপার লুই? ছ'টার সময় ডজ ও হ্যাডিকে পাঠিয়েছি মেয়েটার কাছে। কি করছে ওরা এতোক্ষণ?'

'আমি তো কিছুই জানি না সিনর মরো। ওদের সাথে দেখা হয়নি আমার।'

'পিটারকে পাঠাচ্ছি তোমার কাছে। এক্ষুণি হাউস বোটে যাও ওকে নিয়ে।'

পিটার আর লু কেরেলী যখন বোটে করে হ্যারিয়েটের হাউস বোটে পৌছলো লিটিল ক্রিকের গির্জার ঘড়িতে তখন কাটায় কাটায় বারোটা।

পিস্তল হাতে ডেকে উঠে এলো দু'জন। মুহূর্তেই বুঝে নিলো। বেডরুম, কিচেন, শাওয়ার চেক করে লিভিং রুমে ঢুকলো ওরা। হঠাৎ টেবিলের ওপর চোখ গেলো পিটারের। খাম খুলে চিঠিটা বের করে পড়লো। চোখ ছানাবড়া হয়ে গেলো ওর।

'দেখুন!' চিঠিটা লু কেরেলীর হাতে দিলো পিটার। 'শুওরটা বরাবরই এখানে ছিলো। একসাথে পালিয়েছে দু'জন।'

'কিন্তু ডজ ও হ্যাডি গেলো কোথায়?' হঠাৎ কার্পেটের কিছু অংশ ভেজা দেখে হাঁটু মুড়ে বসে ছুঁয়ে পরীক্ষা করলো লু কেরেলী। 'কিছু-

ক্ষণ আগে ধোয়া হয়েছে।' বোকার মতো তাকিয়ে রইলো দুজন দুজনের দিকে। হঠাৎ কি মনে করে ছুটে ডেকে এসে লেকের স্বচ্ছ পানির দিকে ঝুঁকে তাকালো কেরেলী। দেখাদেখি পিটারও।

'জিমি কি ওদের লাশ ফেলে দিয়েছে পানিতে?'

'আমি কি করে বলবো?' লিভিং রুমে ফিরে এলো কেরেলী। টেবিল চেয়ার সরিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলো কার্পেটটা। এক জায়গায় আঙুল দিয়ে দেখালো পিটারকে। 'দেখো, কি লেগে আছে এখানে।'

হাঁটুতে ভর দিয়ে ঝুঁকে কেরেলীর আঙুল বরাবর তাকালো পিটার। কয়েক ফোঁটা শুকনো রক্ত লেগে আছে কার্পেটে। তাড়াহুড়োয় লক্ষ্য করেনি জিমি।

'হ্যাঁ, আর কোনো সন্দেহ নেই,' সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে কর্কশ গলায় বললো পিটার। 'ও শেষ করে দিয়ে গেছে।'

'এবং ওদের গাড়িটাও নিয়ে গেছে,' উঠে দাঁড়িয়ে বললো লু কেরেলী। 'চলো, চলো, এক্ষুণি রিপোর্ট করতে হবে সিনর মরোকে।'

কুড়ি মিনিট পর লু কেরেলী রিপোর্ট করলো মরোকে, মরো পাঁচ মিনিট পর জো ওয়াকারকে।

এমনিতেই মরোর ওপর চটেছিলো ওয়াকার। তারপর এই খবর শুনে আগুন হয়ে গেলো। বললো, 'ছত্রিশ ঘন্টা সময় দেয়া হলো তোমাকে। এর মধ্যে বের করতে না পারলে বিগম্যানকে ইনফর্ম করবো আমি।' পিটারকে পাঠিয়ে দিতে বলে রিসিভার রেখে দিলো ওয়াকার।

বাস স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে সিলভিয়া। হাতে ছোট্ট

একটা হোল্ডঅল। প্রায় পঁচিশ মিনিট হ'লো দাঁড়িয়ে আছে। অথচ জিমির দেখা নেই। ডানে বাঁয়ে আরো একবার ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকালো। ধপ্ ধপ্ করে শব্দ বাড়ছে বুকের ভেতর।

'তুমি লোভী!' নিজেই নিজেকে তিরস্কার করলো সিলভিয়া। 'জিমি আর ফিরে আসবে না তোমার কাছে।'

ভেঙে পড়লো সিলভিয়া। কোথায় পালাবে ও। চারপাশে মাফিয়া আর ওয়াকারের ভাড়াটে খুনী। এই বুঝি কেউ হাত চেপে ধরলো খপ্ করে। আচমকা থর থর করে কেঁপে উঠলো। ধীরে ধীরে ভয়ের একটা জাল কুয়াশার মতো ঘিরে ধরলো ওকে। আপন মনে বিড় বিড় করলো, 'জিমি, তোমাকে ধরিয়ে দিতে পারতাম আমি। দেইনি। নিজের জীবন বিপন্ন করেও তোমাকে বাঁচিয়েছি। এই কি তার প্রতিদান?'

'সরি টু কিপ ইউ ওয়েটিং, ডার্লিং। পরীক্ষা করে দেখলাম।'

চমকে ঘুরে তাকালো সিলভিয়া। একটা হার্টবিট মিস হলো সাথে সাথে। ধ্রে কালারের ফ্লানেল স্ল্যাকস্, সাদা শার্ট আর গাঢ় নীল জ্যাকেট পরা মাঝারী গোছের একটা লোক হাসি হাসি মুখ করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ক্লিন সেভ আর ইয়ুল ব্রাইনারের স্টাইলে কামানো মাথা দেখে প্রথমে তাকে চিনতে পারলো না সিলভিয়া। কিন্তু পরক্ষণেই পরিচিত হাসি আর চোখের দৃষ্টি চিনিয়ে দিলো ওকে।

'ওহ্ জিমি!' জীবনে কাউকে দেখে বোধহয় এতো খুশি হয়নি সিলভিয়া। চিৎকার করে প্রায় কেঁদে ফেলতে যাচ্ছিলো।

'কখনো ভাবাবেগে এমন কিছু করবে না যা বিপদ ডেকে আনতে পারে। বহু কষ্টে দুটো টিকিট পেয়েছি। চলো উঠে পড়ি।'

বাসের পেছনের সিটে পাশাপাশি বসলো ওরা। নতুন পোষাকে

চমৎকার মানিয়েছে সিলভিয়াকে। চকোলেট রঙের সস্তা দরের ট্রাউজার স্যুট। কিন্তু ওর যা ফিগার, যা পরে, তাতেই মানায়। বড় একটা সান গ্লাসও কিনে এনেছে। মুখের অর্ধেকটা ঢাকা পড়ে গেছে তাতে। মনে মনে ওর বুদ্ধির তারিফ করলো জিমি।

শেষ দু'জন যাত্রী ওঠার পর ছেড়ে দিলো বাস।

সিলভিয়ার একটা হাত তুলে নিলো জিমি নিজের হাতে। আলতো একটু চাপ দিয়ে বললো, 'তোমাকে কিন্তু সাংঘাতিক লাগছে, ডার্লিং। সোনালী চুলে আরও বেশি ভালো লাগতো তোমাকে। যা যা দরকার সব কিনেছো তো?'

'হ্যাঁ, প্রায় একশো ডলার খরচ করে ফেলেছি আমি।'

'ও.কে, ও.কে,......ডোন্ট বদার।'

'জিমি, তোমার দেরি দেখে খুব নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম আমি। আরেকটু হলে কেঁদেই ফেলতাম ভয়ে। ভেবেছিলাম আর আসবে না।'

'ভয় শুধু তোমাকেই নয়, আমাকেও তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। শুধু ধৈর্য আর আত্মবিশ্বাস আছে বলেই ভেঙে পড়িনি এখনও। কপালে কি আছে জানি না, তবে শেষ চেষ্টা আমাকে করতেই হবে।'

কথা বললো না সিলভিয়া। এক লাখ ছিয়াশি হাজার ডলারের কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে ও।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে গলা খাটো করে আবার বললো জিমি, 'ভাবছি, আমার সাথে না এলেই তোমার ভালো হতো।'

বড় বড় চোখ করে তাকালো সিলভিয়া। 'কি বলতে চাও তুমি?'

'সৌভাগ্যবশতঃ টাকাটা যদি পেয়েও যাই, বোট কিনে যদি সাগরেও চলে যাই, তবুও বড়জোর এক বছরের জন্য নিশ্চিত হতে

পারবো আমি। আর যদি খুব বেশি ভাগ্যবান হই, তবে তিন বছর... কিন্তু এর বেশি নয়। একদিন ঠিকই ডালকুত্তার মতো গন্ধ শুঁকে শুঁকে হাজির হয়ে যাবে ওরা। ঠক ঠক করে দরজার টোকা দেবে যমদূত। আমার সাথে থাকলে একই করুণ পরিণতি হবে তোমার। তাই এখনও একটা সুযোগ আছে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই জ্যাকসনভ্যালী পৌঁছে যাবো। ওখানে নেমে যেয়ো তুমি। আবার ভেবোনা যে টাকার শেয়ার দিতে হবে বলে দূরে সরিয়ে দিতে চাইছি তোমাকে। তোমার ভালোর জন্যই আমার কাছ থেকে দূরে থাকতে বলছি।'

'এসব শুনতে চাই না আমি, জিমি, প্লিজ.........'

সাড়ে সাতটার সময় আড়মোড়া ভেঙে বিছানা ছাড়লো বব। রাতে ভালো ঘুম হয়নি ওর।

ছোট বড় নানা সমস্যা পাগল করে তুলেছে ওকে। এর মধ্যে লিজার ব্যাপারটাই বেশি ভাবাচ্ছে। আবার বাচ্চা এসেছে ওর পেটে। নিয়মিত পিল খাবার পরও কি করে এটা সম্ভব হলো বুঝে উঠতে পারছে না বব। জরুরী অ্যাবরশনের জন্য তিনশো ডলার চেয়ে গেছে লিজা।

কাল রাতে শুতে যাবে এমন সময় লিজা এসে হাজির। টাকা চাই। কিন্তু লিজাকে দেবার মতো টাকা ছিলো না ওর কাছে। সেভিংস যা কিছু ছিলো সবই নিয়ে গেছে জিমি।

'হঠাৎ অতোগুলো টাকা কোত্থেকে দেবো,' নিরাশ হয়ে বললো বব।

'ঠিক আছে, তুমি যখন পারছো না তখন অন্য কোথাও দেখতে হবে। গিনো নিশ্চয়ই নিরাশ করবে না আমাকে।'

খুব কষ্ট পেলো বব। করুণ ভাবে তাকালো লিজার দিকে। মেয়ে-

টাকে হারাতে চায় না ও। গিনোকে ও ভালোভাবে চেনে। একটা বুনো মোষ। অনেকদিন থেকে ঘুর ঘুর করছে লিজার পিছে। এমন সুযোগটা হারাবে না গিনো।

'কয়েকটা দিন সময় দাও আমাকে,' অনুনয় করে বললো বব। 'যেভাবেই হোক জোগাড় করে দেবো।'

'অলরাইট তিন দিন সময় দিতে পারি তোমাকে……এর বেশি নয়।' ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলো লিজা।

লিজার ব্যাপারটা ছাড়া আরো অনেক সমস্যা ববের। মায়ের চিঠি এসেছে। আবার পুলিশী ঝামেলায় পড়েছে ছোট ভাইটা। দেড়শো ডলার না পাঠালে জেলে যেতে হবে তাকে।

বাড়তি কিছু রোজগারের কথা চিন্তা করলো বব। কিন্তু সময় কই। জো ওয়াকারের অফিস আর তার স্ত্রীর মার্কেটিং এর পর দুপুরে যেটুকু সময় পায় তাতে লাঞ্চ সেরে নেয় কোনো রকমে। এরপর আবার অফিস। কখন বসের ডাক পড়বে কে জানে। সন্ধ্যায় মিস্টার এবং মিসেস ওয়াকারকে নাইট ক্লাবে পৌঁছে দিয়ে রাত এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় ওদের জন্য। টাকা কালেকশনের দিনগুলোর কথা মনে পড়লো ওর। ভয় থাকলেও সপ্তাহে একটা মাত্র দিন কাজ করতে হতো ওকে। মনে মনে ভাবলো, এর চেয়ে ওটাই বোধহয় ভালো ছিলো।

দ্রুত ইউনিফর্ম পরে নিলো। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে যেই কফির কাপ নিয়ে বসেছে অমনি বেজে উঠলো টেলিফোন। লিজা বোধহয় ঘ্যানর ঘ্যানর করতে চাচ্ছে আবার। বিরক্তির সাথে উঠে গিয়ে রিসিভার তুললো ও।

'বব ?'

সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ বয়ে গেলো ববের। ঘাম দেখা দিলো কপালে। 'হ্যাঁ।' ঢোক গিলে বললো বব।

'জিমি বলছি, শোনো। গ্রে হাউণ্ড বাস স্টেশনটা একবার চেক করে আসো। ওখানে কেউ আছে কিনা জানতে চাই আমি।'

'মাফ করবেন, আমি পারবো না। এমনিতেই খুব ঝামেলায় আছি। আবার সেই সমস্যায় পড়েছি লিজাকে নিয়ে। ছোট ভাইটার জন্য দেড়শো ডলার চেয়ে চিঠি লিখেছে মা। কি করবো আমি? আমার সবকিছু তো আপনিই নিয়ে গেছেন। প্লিজ আর কোনো ঝামেলায় ফেলবেন না আমাকে।'

'খুব জরুরী, বব! কাজটা করতেই হবে তোমাকে,' আদেশের সুরে বললো জিমি। 'তোমার টাকা সুদে আসলে দ্বিগুণ ফিরিয়ে দেবো আমি।'

মুখের ভাব আরো কঠিন হলো ববের। 'ঠাট্টা করছেন?'

'কখনও করেছি, বব? তুমি ওখানে গিয়ে শুধু একবার দেখে আসো। ইফ ইট ইজ ক্লিয়ার, ইউ উইল গেট সিক্স থাউজেণ্ড… প্রমিজ।'

একটু চিন্তা করলো বব।

'ধরুন, যদি ক্লিয়ার না থাকে?'

'দেন ইউ কিপ অন চেকিং। যখনই ক্লিয়ার হবে তখনই টাকাটা পাবে তুমি।'

দ্রুত চিন্তা করলো বব। সামান্য একটা ইনফরমেশনের জন্য ছ'হাজার ডলার! লিজার অ্যাবরশন হবে, তার ভাই মুক্ত হবে, স্টিলের বাক্সে আবার ফিরে আসবে টাকা। ক্ষতি কি?

'ঠিক আছে, দেখবো। কিন্তু আপনাকে জানাবো কি করে?'

'আগামীকাল ঠিক এসময়ে ফোন করবো আমি।'

অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে দ্রুত গ্যারেজে এলো বব। তার মাথায় কেবল বাস স্টেশনের চিন্তা। ওখানে গার্ড আছে কি নেই তা জানার জন্য এতো উদ্‌গ্রীব কেন জিমি, বুঝতে পারছে না ও। হয়তো কিছু একটা হবে, যা জিমির কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তা না হলে দু'হাজার ডলার দিতে যাবে কেন?

জো ওয়াকারকে অফিসে পৌঁছে দিলো বব।

'এক্ষুণি বাড়ি চলে যাও,' গাড়ি থেকে নেমে বললো ওয়াকার। 'একটা জরুরী কাজ আছে মিসেসের। গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছে সে।' হঠাৎ ববের ঘর্মাক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ ছোট হয়ে গেলো তার। দরদর করে ঘামছে বব। ইউনিফর্ম ভিজে লেপ্টে গেছে গায়ের সাথে।

'কি হয়েছে তোমার?' ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো ওয়াকার।

'কিছু না, বস্‌,' থতমত খেয়ে বললো বব। 'ভালো আছি।'

কিছু বললো না ওয়াকার। শুধু একটু শ্রাগ করে সাইড ওয়াক ধরে দ্রুত ঢুকে গেলো অফিস ভবনে।

ওয়াকারের চলে যাওয়া দেখলো বব। তারপর বাস স্টেশনের সামনে এসে এদিক ওদিক দেখে নিয়ে নেমে এলো গাড়ি থেকে।

ওয়াকার অফিসে ঢুকেই দেখলো জানালার পাশে দাঁড়ানো এন্‌ড্রু। গভীর মনোযোগ দিয়ে কি যেন দেখছে নিচে। রেগে গিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলো ওয়াকার। কিন্তু এন্‌ড্রু হাত তুলে নিচের দিকে কিছু দেখাতেই থেমে গেলো সে। দ্রুত জানালার পাশে এসে এন্‌ড্রুর দৃষ্টি বরাবর তাকিয়ে দেখলো, ডানে বাঁয়ে সতর্ক ভাবে কিছু দেখে নিয়ে স্টেশনের ভেতর ঢুকে গেলো বব।

'হারামজাদাটা কি করছে ওখানে?' মুখ বিকৃত করে ফেটে পড়লো ওয়াকার। 'ওকে তো এক্ষুণি বাড়ি যেতে বলেছি আমি। মিসেস বসে আছে গাড়ির জন্য।'

'দেখতে থাকুন,' শান্ত ভাবে বললো এন্‌ড্রু।

ওরা দুজনেই তাকিয়ে আছে স্টেশনের দিকে। একটু পরই বেরিয়ে এলো বব। চঞ্চল।

'এতে কি বুঝলে তুমি?' ডেস্কে বসে জানতে চাইলো ওয়াকার।

'খুব ভীত মনে হচ্ছিলো না ওকে?' ওয়াকারের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলো এন্‌ড্রু।

'হ্যাঁ। আমাকে যখন অফিসে পৌঁছে দেয় তখনও খুব অস্থির দেখাচ্ছিলো। তাতে কি?'

ওয়াকারের ডেস্কের সামনে বসলো এন্‌ড্রু।

'সবসময় আমি বলেছি, একা কিছুতেই এ কাজ করা সম্ভব নয় জিমির পক্ষে। কেউ না কেউ অবশ্যই আছে ওর সাথে।'

এন্‌ড্রুর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওয়াকার। চকচক করছে তার চোখ দুটো। এন্‌ড্রু বললো, 'বাজী রেখে বলতে পারি আমি, টাকাগুলো এখনও লকারেই আছে এবং জিমির সাথে যোগাযোগ আছে ববের। ওখানে কোনো গার্ড আছে কিনা চেক করার জন্য গিয়েছিলো বব।'

ক্রোধে ফেটে পড়লো ওয়াকার।

'পিটার আর হেনরীকে ডাকো। কুত্তার বাচ্চাটাকে ধরে আনুক। ওর কলজে টেনে বের করবো আমি।'

'না।' এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লো এন্‌ড্রু। 'ওকে কিছু বলতে গেলে জিমিও সতর্ক হয়ে যাবে সাথে সাথে। তার চেয়ে বরং কৌশলে

ওর মাধ্যমেই টোপ ফেলবো আমরা।'

'কি করে ?'

'বিকেলে আমরা গাড়িতে ঘুরতে বেরোবো একসাথে। আমাদের কথাবার্তা নিশ্চয়ই শুনতে পাবে বব। আপনি আমাকে বলবেন যে সিনর মরো জানিয়েছে, জিমি হাভানা চলে গেছে। সুতরাং টাকাগুলো পাবার আর কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই লকার থেকে গার্ড তুলে আনবেন। আমাদের কথা শুনে নিশ্চয়ই চেক করতে যাবে বব। গিয়ে যখন দেখবে কেউ নেই ওখানে সাথে সাথে জানিয়ে দেবে জিমিকে। আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি সিগন্যাল পাবার পরপরই লকারে পৌঁছে যাবে জিমি। গার্ড তুলে নেবার সঙ্গে সঙ্গে পিটারকে একটা সাইলেন্সারঅলা টার্গেট রাইফেল দিয়ে প্রস্তুত রাখতে হবে এখানে।'

'আমি ওকে জ্যান্ত ধরতে চাই।' ওয়াকারের সেই পুরোনো কথা।

'এটা একটা রিস্ক। ভুলে যাচ্ছেন কেন, এককালে আপনার সেরা গানম্যান ছিলো ও। তাছাড়া টাকাটা পাওয়াই আমাদের মুখ্য। ওকে নিয়ে না ভাবলেও চলবে। এখানে আরো একটা ব্যাপারে ভাববান হচ্ছেন আপনি। আমরা নিজেরাই ব্যাপারটা ডিল করতে পারলে একটা পয়সাও দিতে হবে না বিগম্যানকে। বেশ কয়েক হাজার ডলার বেঁচে যাবে আপনার।'

এনড্রুর পুরো প্ল্যানটা আগাগোড়া ভেবে দেখলো ওয়াকার। তারপর উঠে গিয়ে কাঁধ চাপড়ে দিলো তার।

এগারো

ক্রনসিক স্টেশনে বাস থেকে নামলো জিমি আর সিলভিয়া। কাউন্টারে বসা সুন্দরী মেয়েটার কাছ থেকে সস্তা একটা হোটেলের নাম ঠিকানা নিয়ে পায়ে হেঁটেই চলে এলো ওরা।

হোটেল পাইন ভিউ। রেজিস্টারে কাল্পনিক নাম ঠিকানা এন্ট্রি করে চাবি দিয়ে নিজেই দরজা খুললো জিমি। দোতালায় কোণের দিকে রুমটা। একটা ডবল বেড, দুটো গদিমোড়া চেয়ার, একটা কালার টিভি, ড্রেসিং টেবিল। অ্যাটাচড বাথ। দু'জনের থাকা খাওয়ার জন্য রোজ চল্লিশ ডলার। মনে মনে একটু ঘাবড়ে গেলো জিমি। হিসেব করে চলতে হবে। কতোদিন থাকতে হয় এখানে কে জানে।

গোসল সেরে ঘড়ি দেখলো জিমি। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। ভিড় হবার আগেই নিচের রেঁস্তোরা থেকে রাতের খাবার খেয়ে এলো দু'জন। সকালের খুন খারাবী আর সারাদিনের জার্নিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ওরা। রুমে এসে কাপড় ছেড়েই ঢলে পড়লো বিছানায়।

সারাটা রাত অঘোরে ঘুমিয়েছে দু'জন। ভোরে ঘুম ভাঙতেই ঘড়ির দিকে তাকালো জিমি। আটটা দশ। ববের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। উঠে গিয়ে ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখা টেলিফোনের সামনে বসলো। কথা বললো ববের সাথে। শুয়ে শুয়ে সবই শুনলো সিলভিয়া। লাইন কেটে দিয়ে ওর দিকে তাকালো জিমি। 'আগামী কাল ঠিক এই সময় জানা যাবে সবকিছু।'

'কি মনে হয়, ক্লিয়ার থাকবে ?'

'কি করে বলি, বলো।' একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার বিছানায় এসে শুয়ে পড়লো জিমি।

দ্রুত কেটে গেলো আরো একটা দিন। শুধু শুয়ে বসে সময় কাটানো ছাড়া আর কোনো কাজ নেই ওদের। ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ আর ডিনারের জন্য তিনবার মাত্র নিচে নেমেছে। বাকি সময়টা ঘরে বসেই কাটিয়েছে। ডিনারের পর অনেক সময় পর্যন্ত টিভি দেখেছে। ইচ্ছা করেই ভুলে থাকতে চাইছে সবকিছু।

পরদিন সকালে আড়মোড়া ভেঙে ঘড়ির দিকে তাকালো জিমি। পৌনে আটটা। রাতে মোটেও ঘুম হয়নি ওর। যতোই দিন এগিয়ে আসছে টেনশনও ততো বেড়ে যাচ্ছে। বব আজ কি খবর জানবে কে জানে। একটা সিগারেট ধরিয়ে সিলভিয়ার দিকে তাকালো। তখনও ঘুমোচ্ছে সিলভিয়া। গভীর ঘুম। মাথাটা পড়ে গেছে বালিশ থেকে। কাত হয়ে আছে একদিকে। আলতো ভাবে মাথাটা একটু উঁচু করে বালিশটা গুঁজে দিলো জিমি। একটু নড়েচড়ে পাশ ফিরে শুলো সিলভিয়া। ওরও ঘুম দরকার। রাতে দু'বার ঘুমের ঘোরে চিৎকার করে উঠেছে ও। দুঃস্বপ্ন দেখেছিলো হয়তো।

ঠিক আটটায় চুপচাপ বিছানা থেকে নেমে ববের কাছে টেলিফোন করলো জিমি। 'কি খবর বব ?'

'দারুণ খবর আছে।' খুব উত্তেজিত গলায় বললো বব। 'বস্ সেন্ট পার্সে স্ট শিওর আপনি হাভানায় চলে গেছেন।

কলজেটা লাফ দিয়ে উঠলো জিমির।

'কি ভাবে জানলে ?'

'কাল বিকেলে বস্ এবং মিঃ এনড্রুকে নিয়ে আপটাউন যাচ্ছি-

লাম। তখন শুনলাম, এনড্রুকে বলছিলেন বস্, লিটিল ক্রিক থেকে লরেন্স মরো জানিয়েছেন, আপনি নাকি দু'জন লোক খুন করে হাভানায় পালিয়ে গেছেন।' কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বললো, 'আপনি তো সত্যিই হাভানা চলে যাননি, তাই না ?'

'তা তোমার জানার দরকার নেই। তোমাকে যে কাজ দিয়েছিলাম তার কি করেছো তাই বলো।'

'গতকাল গিয়েছিলাম ওখানে, কিন্তু বসের স্ত্রীর কাজের তাড়া থাকায় ভালোমতো দেখতে পারিনি। আজ দেখে রাখবো।'

'কখন জানতে পারবো আমি ?'

'পাঁচটার পর ফোন করবেন। আজ নাইট ডিউটি নেই আমার।' একটু বিরতি নিয়ে পুনরায় বললো, 'দু'হাজার ডলারের কথা মনে আছে তো ?'

'অবশ্যই পাবে, বব,' বাধা দিয়ে বললো জিমি।

লাইন কেটে দিতেই সিলভিয়ার কণ্ঠ শুনতে পেলো জিমি।

'কি কথা হলো ?' বালিশে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে বসে আছে সিলভিয়া।

এক পা সরে বেডের পাশে এসে দাঁড়ালো জিমি। একচিলতে হাসি লেগে আছে ওর ঠোঁটে।

'তুমিই আমাকে এ যাত্রা বাঁচালে সিলভিয়া। তোমার কথা মতো ওরা সত্যিই ধরে নিয়েছে আমি হাভানা চলে গেছি। হাল ছেড়ে দিয়েছে ওয়াকার। ওদের চোখ এখন হাভানার দিকে। এটাই আমাদের মোক্ষম সময়। যা কিছু করার এখনই করতে হবে। পাঁচটার পর ফোন করবো আবার। গার্ড না থাকলে আজ রাতেই নিতে হবে সুযোগটা।'

খুশিতে চকচক করে উঠলো সিলভিয়ার চোখ। সিধে হয়ে বসলো। 'ওহ্, গড, জিমি। গতকাল আমি প্রার্থনা করেছি। বিধাতা শুনেছে আমার কথা। কি ভাবে এগোতে চাও এখন?'

'গ্রীন সিগন্যাল পাওয়া গেলে একটা গাড়ি ভাড়া করে চলে যাবো ওখানে। রাত এগারোটার পর গেলেই ভালো। ঐ সময় আলো কম থাকে স্টেশনে। দ্রুত ব্যাগ দুটো বের করে ঐ গাড়িতেই ফিরে আসবো আবার।' সারা শরীর রোমাঞ্চিত হলো জিমির। গ্রীন সিগ-ন্যাল পাওয়া গেলে আজই হবে সেই স্মরণীয় দিন। চোখের সামনে ভেসে উঠলো টাকা ভর্তি দুটো ব্যাগ, তার পাশাপাশি একটা ঝকঝকে ফরটি ফাইভ ফুটার ও দিগন্ত বিস্তৃত সুনীল সাগর।

এলিভেটর থেকে বেরিয়ে ওয়াকারের রুমের দিকে যাচ্ছিলো বব। চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ। এনড্রুর দৃষ্টি পড়লো ওর ওপর।

'কোথায় যাচ্ছো ওদিকে?'

থেমে এনড্রুকে বো করলো বব।

'বসের কাছে। আজ নাইট ডিউটি নেই আমার। তবুও কোনো কাজ আছে কিনা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম।'

এনড্রু জানে, এসময় ওকে সামনে পেলে চিবিয়ে খাবে ওয়াকার। টেলিফোন একচেঞ্জে ঘুষ দিয়ে ববের নাম্বারে প্রত্যেকটা কল টেপ করা হয়েছিলো। একটু আগেই টেপ বাজিয়ে ওদের কথাবার্তা শুনেছে সে। ববকে দেখলে মাথা ঠিক থাকবে না তার। ফলে ভেস্তে যাবে সব পরিকল্পনা।

'না, দরকার নেই। মিঃ জো ব্যস্ত আছেন এখন।'

বো করে বেরিয়ে গেলো বব। ও চলে যেতেই ওয়াকারের রুমে ঢুকলো এনড্রু।

ওয়াকার ডেস্কে বসা। সামনে পাশাপাশি বসা পিটার, হেনরী, রবিন ও মার্টিন। ডেস্কের ওপর টেলিস্কোপিক সাইট ও সাইলেন্সার-অলা একটা পয়েন্ট টুয়েন্টি টু টার্গেট রাইফেল।

'পিটার, রাইফেলটা নিয়ে একটু এদিকে এসো,' বলতে বলতে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো এনড্রু।

উসখুস করে ওয়াকারের দিকে তাকালো পিটার। মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিলো ওয়াকার। রাইফেল হাতে এনড্রুর পাশে খোলা জানালায় গিয়ে দাঁড়ালো পিটার। একটা চেয়ার টেনে ওকে বসতে বললো এনড্রু।

'এখন বাস স্টেশনের প্রবেশ পথের দিকে তাকাও। ফোকাস এনি ওয়ান।'

রাইফেল তুলে এক চোখ বন্ধ করে অপর চোখটা কুচকে টেলি-স্কোপের ভেতর দিয়ে তাকাল পিটার। রোদ ঝলমল দূরের বাস স্টেশনটা এক লাফে চলে এলো দৃষ্টি পথে। ব্যারেলটা একটু সরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটা মেয়েকে টেলিস্কোপিক সাইটে আনলো পিটার। টেলিস্কোপের ভেতর দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মেয়েটাকে। এতো কাছে চলে এসেছে যে, পিটারের মনে হলো যেন ইচ্ছা করলেই হাত বাড়িয়ে ওর গালের তিলটা ছুঁতে পারবে।

'খাসা জিনিস।' সন্তুষ্ট হয়ে রাইফেলটার তারিফ করলো পিটার।

'কিপ ওয়াচিং,' এনড্রু বললো, 'ববকেও দেখতে পাবে একটু পর। ওকেও ফোকাসে আনো।'

আরাম করে বসে ওদের কথা-বার্তা শুনছিলো ওয়াকার। কিন্তু ববের প্রসঙ্গ উঠতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ও। যোগ দিলো ওদের সাথে। একটু পর তারা তিনজনেই দেখলো, রাস্তা পেরিয়ে

দ্রুত স্টেশনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বব।

'কি, পেলে ওকে?'

'হ্যাঁ, ওর ঘাড়ের চামড়ার ভাজগুলো পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি আমি,' টেলিস্কোপিক সাইটে চোখ রেখে বললো পিটার।

স্টেশনের ভেতর ঢোকার পর আর দেখা গেলো না ববকে।

অধীর হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো ওরা। প্রায় দশ মিনিট পর বেরিয়ে এলো বব। সতর্ক দৃষ্টিতে এদিক ওদিক দেখে হারিয়ে গেলো মানুষের ভিড়ে।

'ওকে মারতে পারবে এখান থেকে?' জানতে চাইলো এনড্রু।

রাইফেলটা কোলের ওপর আড়া আড়ি রাখলো পিটার। সশব্দে বাট চাপড়ে বললো, 'এই চমৎকার জিনিস দিয়ে একটা পাঁচ বছরের বাচ্চাও ফেলে দিতে পারবে ওকে।'

ওয়াকারের দিকে তাকালো এনড্রু।

'আমিই সবকিছু দেখবো, মিঃ জো। আপনার না থাকলেও চলবে। আরো ভালো হয় আপনি যদি কয়েক দিনের জন্য বাইরে থেকে ঘুরে আসেন।'

ওপরে নিচে মাথা দোলালো ওয়াকার। 'অলরাইট।'

'অতএব, এখন অপারেশনটা সেট আপ করতে পারি আমরা,' ঘোষণা করলো এনড্রু। 'এখন থেকে যে কোনো মুহূর্তে আবির্ভাব ঘটতে পারে জিমির।' পিটারের দিকে তাকালো সে। 'ওকে দেখা মাত্রই সোজা মাথা লক্ষ্য করে গুলি করবে এখান থেকে, পারবে না?'

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো পিটার। জিমির সাথে মুখোমুখি গানফাইটে অবতীর্ণ হবার সাহস কোনোদিনও ছিলো না ওর। আড়াল থেকে টার্গেট রাইফেল দিয়ে হিট করতে হবে জেনে হাফ ছেড়ে বাঁচলো সে।

'দ্যাট উইল বি এ প্লেজার।' কুৎসিত একটা হাসি দিলো পিটার।

এবার হেনরী, মার্টিন ও রবিনকে বললো এনড্রু, 'তোমরা তিনজন থাকবে নিচে, সিঁড়ির কাছে। জিমি পড়ে যাবার সাথে সাথেই দৌড়ে গিয়ে ব্যাগ দুটো নিয়েই চলে আসবে এখানে। কেউ কিছু বোঝার আগেই দ্রুত সারতে হবে কাজটা। পুলিশের জন্য ভেবো না। মিঃ জো সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন।' ওয়াকারের দিকে তাকালো এনড্রু। 'কি বলেন মিঃ জো?'

'ব্যাপারটার দায়িত্ব আগেই দেয়া হয়েছে তোমাকে। এক সপ্তাহের জন্য মিয়ামী চলে যাচ্ছি আমি। যা ভালো মনে হয় করো। শুধু টাকাগুলো দেখতে চাই আমি ফিরে এসে। যাবার আগে পুলিশের ব্যবস্থাটা করে যাবো।' একটু বিরতি নিয়ে হেনরীর দিকে ফিরলো ওয়াকার। 'ববের ভারটা দিয়ে যাচ্ছি তোমাকে। ব্যাগ দুটো পাবার পরই ওর অ্যাপার্টমেন্টে যাবে। পারবে না?'

দাঁত বের করে হাসলো হেনরী।

'শিওর, বস্।'

এবার পিটারের দিকে ফিরলো ওয়াকার।

'বেশ্যাটার কথা নিশ্চয়ই মনে আছে তোমার। একমাত্র তুমিই চেনো ওকে। ওর দায়িত্বটা তোমার ওপরেই থাকলো। শেষ করার দরকার নেই। শুধু এমন একটা শিক্ষা দেবে ওকে যাতে রাস্তার নেড়ি কুকুরও যেন ফিরে না তাকায় ওর দিকে। আমি চাই মৃত্যু পর্যন্ত তিলে তিলে কষ্ট পেয়ে মরুক ও। হয়তো পালিয়ে যাবে। সময় দেয়া হলো তোমাকে। যতোদিন খুঁজে না পাও ততোদিন আর কোনো কাজ নেই তোমার।'

মাথা নিচু করে বো করলো পিটার।

'দ্যাট উইল বি অ্যানাদার প্লেজার, বস্।'

'কারো কোনো প্রশ্ন আছে এ ব্যাপারে?' একে একে সবার মুখের দিকে তাকালো ওয়াকার। কেউ কোনো কথা বললো না।

'ওয়েল, উইশ ইউ গুডলাক।' গটগট করে বেরিয়ে গেলো ওয়াকার।

ওয়াকার বেরিয়ে যেতেই দ্রুত সবার ওপর একবার চোখ বুলালো এন্ড্রু।

'পরবর্তী ঘটনাগুলো সম্পর্কে একটু আগেই আলোচনা করেছি আমরা। এতে কার কি ভূমিকা থাকবে তাও ঠিক করে দেয়া হয়েছে। শুধু কখন থেকে আমাদের অপারেশন শুরু হবে এই একটা ব্যাপারে এখনও নিশ্চিত হতে পারিনি আমরা।' তার কথার দিকে সবার মনোযোগ আছে কিনা দেখে নিয়ে আবার শুরু করলো, 'একটু আগে ববকে স্টেশন থেকে বেরোতে দেখেছি আমরা। অর্থাৎ স্টেশনে যে গার্ড নেই সে খবর এতোক্ষণে পৌঁছে গেছে জিমির কাছে। কিন্তু জিমির কার্যকলাপ সম্পর্কে আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে। তাতে দেখা যায়, তাড়াহুড়ো করে কোনো কাজ করার পক্ষপাতি নয় সে। যা কিছু করে খুব ঠাণ্ডা মাথায় ধীরে সুস্থে করে। তাই কখন আসবে ঠিক বলা যায় না। হয়তো এক সপ্তাহ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে। সুতরাং তার সাথে সাথে আমাদেরও অপেক্ষা করতে হবে, রাইট?'

মাথা দুলিয়ে এন্ড্রুর যুক্তি সমর্থন করলো সবাই।

অপেক্ষা করা এদের কাছে কিছুই না। জীবনের তিন ভাগ সময় এরা অপেক্ষা করেই কাটায়।

ব্রা আর প্যান্টি পরে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে সিলভিয়া। চোখ

ঢেকে রেখেছে দু'হাত দিয়ে। জিমি টেলিফোনের সামনে বসা। হাত তুলে ঘড়ি দেখছে বারবার।

'ওকে পাবে না এখন?' চোখ থেকে হাত সরিয়ে বললো সিলভিয়া। 'আর কতো অপেক্ষা করবে। চেষ্টা করে দেখো একবার।'

'তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি সিলভিয়া!' আদেশের সুরে বললো জিমি। 'এটা একটা ধৈর্যের খেলা। নার্ভ যার বেশি শক্ত তারই জয় হবে এ খেলায়।'

'আর অপেক্ষা করতে হলে পাগল হয়ে যাবো আমি। সারাটা জীবনই কিছু না কিছুর জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে আমাকে।'

'কার না করতে হয়,' রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে বললো জিমি। 'সকলেই কিছু না কিছুর জন্য অপেক্ষা করছে। আমার কথাই ভেবে দেখো।'

আবার হাত দিয়ে চোখ ঢাকলো সিলভিয়া।

'দুঃখিত জিমি। ভুল বুঝো না। আসলে এমন একটা ঝড় বইছে আমার মধ্যে যে, সব কথা গুছিয়ে বলতে পারি না আমি। কি যে বলতে চাই তা নিজেও জানি না।'

সিলভিয়ার জন্য দুঃখ হলো জিমির। কিন্তু কি করবে ও। ওর নিজের জীবনই যেখানে বিপন্ন সেখানে ওকে কি সান্ত্বনা দেবে।

হাত তুলে ঘড়ি দেখলো আবার। পাঁচটা পাঁচ। দ্রুত রিসিভার তুলে ডায়াল করলো ববের নাম্বারে। শান্ত হয়ে বসে আছে ও। কোনো উত্তেজনা নেই, অস্থিরতা নেই।

ববের পরিচিত গলা ভেসে এলো একটু পর।

'কে?'

'বব? জিমি বলছি। গিয়েছিলে ওখানে?'

'হ্যাঁ, কেউ নেই।'

হঠাৎ হার্টবিট বেড়ে গেলো জিমির। কিছুটা অস্থিরতা ফুটে উঠলো ওর চেহারায়।

'ভালোভাবে দেখেছো তো?'

'হ্যাঁ।'

'পিটার কোথায়?' অন্য কাউকে পাত্তা না দিলেও পিটারকে সবসময় হিসেবের মধ্যে রাখে জিমি। ও জানে, ওর মুখোমুখি যদি কারো দাঁড়াবার সাহস থাকে, তা একমাত্র পিটারেরই আছে।

'ঠিক বলতে পারছি না। দেখা হয়নি আমার সাথে। বস্ বোধ-হয় সাউথে পাঠিয়েছেন ওকে।'

'ঠিক আছে। তুমি ঘরে থেকো। রাত বারোটার পর যে কোনো সময় তোমার সাথে দেখা করবো আমি।'

'পুরো ছ'হাজার। মনে আছে তো জিমি?'

'আছে।' রিসিভার রেখে সিলভিয়ার দিকে ফিরলো জিমি। 'শোনো, ঠিক সাড়ে সাতটায় এখান থেকে বেরোবো আমরা। জিনিস-পত্রগুলো গুছিয়ে নাও।'

'টাকাগুলো তাহলে সত্যিই পাচ্ছি আমরা, জিমি?'

'জানি না।'

হঠাৎ খেয়ালের বসে শার্টের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে মেডেলটা স্পর্শ করতে গেলো জিমি। ঘামে ভেজা কুঞ্চিত লোম ছাড়া আর কিছুই ঠেকলো না আঙুলে। সাথে সাথে স্নেহময়ী মায়ের করুণ মুখটা ভেসে উঠলো চোখের সামনে। কানে ভেসে এলো অবিকল সেই কণ্ঠ: 'যতোদিন এটা তোমার সাথে থাকবে ততোদিন কোনো অমঙ্গল হতে পারবে না তোমার। অশুভ কোনো কিছু স্পর্শ করতে

পারবে না তোমাকে।' মনটা খারাপ হয়ে গেলো ওর। একটা দীর্ঘ-শ্বাস বেরিয়ে এলো বুক চিরে।

'আমরা শুধু চেষ্টা করতে যাচ্ছি, সিলভিয়া। কিছুই নিরাপদ নয় জীবনে। তবু চেষ্টা করতে যাচ্ছি।'

ফোন গাইডটা তুলে নিলো জিমি। রেন্ট-এ-কার সার্ভিসে ফোন করে সাতটার সময় একটা গাড়ি পাঠিয়ে দিতে বললো হোটেলে।

'সাতটার সময় গাড়ি এসে যাবে,' সিলভিয়ার দিকে ঘুরে বললো, 'তুমি তৈরী হয়ে নাও এই ফাঁকে। আমি স্যুটকেসটা গুছিয়ে নিচ্ছি।'

বাথরুম থেকে হাতমুখ ধুয়ে এলো সিলভিয়া। ট্রাউজার স্যুটটা পরার সময় দেখলো, পিস্তল পরীক্ষা করছে জিমি।

'ওটার কি দরকার?' একটা পা ট্রাউজারে গলিয়ে থমকে দাঁড়ালো সিলভিয়া।

'কিছু না। একটু সাবধান হচ্ছি এই আর কি,' হেসে বললো জিমি। 'মনে হয় না কোনো কাজে লাগবে, তবুও সাবধান থাকা ভালো।'

'তুমি আগেই আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছো, জিমি।'

পিস্তলটা হোলস্টারে রেখে সিলভিয়ার দিকে তাকালো জিমি।

'ভয়ের সময় নয় এখন······এখন শুধু সামনে তাকাবার সময়।'

স্যুটকেসটা বন্ধ করে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো জিমি। পড়ন্ত বিকেল। একটু পরই ঘনিয়ে আসবে সন্ধ্যা। ওর নিজের জীবনের দিকে তাকালো ও। টুকরো টুকরো কতো স্মৃতি, কতো পরিচিত মুখ ভেসে উঠলো চোখের সামনে। ধীরে ধীরে অতীতে চলে গেলো মনটা। মনে পড়লো মায়ের কথা, বাবার কথা, ডীনার কথা। জীবনের কতো বিচিত্র ঘটনার কথা। প্রবল এক স্রোতের টানে ভেসে

যাচ্ছে ও। কোথায় এর শেষ কে জানে। হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেলো বুকের ভেতরটা। ওরও কি সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে? মৃত্যুর কথা ভাবলো জিমি। মৃত্যুটা কি? শুধুই কি মুক্তি, নাকি আর কিছু। হবে হয়তো। এসব ওর মাথায় ঢোকে না কখনও। ও জানে না, হয়তো একটা পাতা ফাঁদে পা দিতে যাচ্ছে ও। ববও বিট্রে করতে পারে। কিন্তু এছাড়া আর কিইবা করার আছে ওর। টাকা ছাড়াও যদি পালিয়ে যায় তবুও খুঁজে বের করবে ওরা। সুতরাং চেষ্টা করে দেখাই ভালো। বলা যায় না, একটা ইতিহাসও সৃষ্টি করে ফেলতে পারে। মাফিয়াকে বিট দেয়ার মতো প্রথম ব্যক্তি। অন্যমনস্ক ভাবে আবার শার্টের ভেতর আঙুল চলে গেলো ওর। পানিতে টুপ করে কিছু একটা পড়ার শব্দ ভেসে এলো ওর কানে। মনে হলো পানির ছোট্ট ঢেউটা ক্রমশঃ বড় হতে হতে আতঙ্কের মতো ছড়িয়ে পড়লো ওর মনের ভেতর। জোর করে দূর করে দিলো মেডেলের চিন্তাটা। ওটা কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই না। ভাগ্য বলতে সত্যিই কিছু আছে কিনা আগামী সাত ঘন্টার মধ্যেই জানতে পারবে ও।

রুমের লাইট অফ করে জানালার পাশে বসে আছে এনড্রু ও পিটার। শুধু টয়লেটের এক চিলতে আলো এসে পড়েছে রুমে দরজার ফাঁক দিয়ে।

রাত এগারোটা। দ্রুত বয়ে যাচ্ছে সময়। ক্রমে ফাঁকা হয়ে আসছে স্টেশন।

'আমাকে একবার কুলি করতে হবে,' বললো পিটার। 'আবার রক্ত বেরোচ্ছে মাড়ির দাঁতটা থেকে।'

'জলদি করো,' চাপা গলায় বললো এনড্রু।

রাইফেলটা চেয়ারের ওপর রেখে দ্রুত ওয়াকারের টয়লেটে ঢুকলো পিটার।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা গাড়ি এসে থামলো স্টেশনের পার্কিং-এ।

'এসে গেছি,' ইঞ্জিন বন্ধ করে বললো জিমি। 'এখানেই অপেক্ষা করবে আমার জন্য। সময় খুব কম। যা বলছি মন দিয়ে শোনো। যদি এখনও কিছু ঘটেই যায়, দ্রুত সরে পড়বে এখান থেকে। একটা সেকেণ্ডও দেরি করবে না। বুঝেছো? ডোন্ট ওয়েট......জাস্ট গো।' হিপ পকেট থেকে ববের বাকি টাকাগুলো বের করে ছুঁড়ে দিলো সিলভিয়ার কোলের ওপর। 'হয়তো কিছু ঘটবে না, তবুও সাবধান করে দিচ্ছি তোমাকে। একটা মুহূর্তও দেরি করবে না এখানে। সোজা ফিরে যাবে হোটেলে।'

কেঁপে উঠলো সিলভিয়া।

'খারাপ কিছু ঘটবে না, জিমি। আমার মন বলছে নিরাপদেই ফিরে আসবে তুমি।'

সিলভিয়ার কাঁধে একটা হাত রাখালো জিমি।

'শেষ মুহূর্তে এসে ঘাবড়ে যেয়ো না, সিলভিয়া। ব্যাগ দুটো নিজেই চলে আসবো আমি। ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে রাখবে। ওঠার সাথে সাথেই ছেড়ে দেবে।'

সব বুঝে নিয়ে মাথা দোলালো সিলভিয়া। আরো একটু ঘেঁষে বসলো জিমির সাথে। একটা হাতে পেঁচিয়ে ধরলো জিমির গলা। সিলভিয়ার চিবুকটা ধরে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে রইলো জিমি ওর মুখের দিকে। আলতো করে ঠোঁট ছোঁয়ালো কপালে, তারপর ঝট করে নেমে গেলো। দ্রুত চলে গেলো স্টেশনের গেটের দিকে।

পিটার বাথরুমে যাবার পর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্টেশনের দিকে তাকিয়েছিলো এনড্রু। জিমির হাঁটার স্টাইল আর চৌকো কাঁধ দেখে দূর থেকেও তাকে চিনে ফেললো সে। জিমির কামানো মাথা ধোঁকা

দিতে পারলো না এনড্রুকে।

'পিটার !!' টয়লেটের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় ডাকলো এনড্রু।

সরে এসে ড্রাইভিং সীটে বসলো সিলভিয়া। উইণ্ডশিল্ডের ভেতর দিয়ে দেখলো, দ্রুত গেট দিয়ে ঢুকে স্টেশনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেলো জিমি।

সময় গড়িয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। স্টিয়ারিং ধরে টান টান হয়ে বসে আছে সিলভিয়া। চোখ স্টেশনের গেটের দিকে। এই বুঝি ফিরে এলো জিমি। হাতে দুটো ব্যাগ।

লকারের সামনে গিয়ে ডানে বাঁয়ে একবার তাকালো জিমি। কেউ নেই। শুধু একটা গুরু গম্ভীর ঘোষণা ভেসে এলো স্টেশনের লাউড স্পিকারে : লাস্ট বাস ফর মিয়ামী। মিয়ামীর শেষ বাসটা স্টার্ট নিলো। দ্রুত চাবি ঢুকিয়ে বের করে আনলো ব্যাগ দুটো। বিজয়ের গর্বে ফুলে উঠলো ওর বুক। আজীবনের স্বপ্ন ও সাধনা ওর হাতের মুঠোয়। এ গৌরব, এ আনন্দ ওর একার। সুখের একটা ধারা জোয়ারের পানির মতো কুল কুল করে বয়ে গেলো ওর মনের ভেতর। চোখের সামনে ভেসে উঠলো চকচকে ব্রাসের কাজ করা একটা ফরটি ফাইভ ফুটারের ব্রিজ, হাতে হুইল, সামনে দিগন্ত বিস্তৃত সুনীল সাগর।

ব্যাগ দুটো হাতে করে স্টেশনের গেট দিয়ে বেরিয়ে এলো জিমি। পার্কিং লটে ঠিক সেই জায়গাতেই বসে আছে সিলভিয়া। দুটো হাত হুইলে। দ্রুত এগোলো জিমি গাড়ির দিকে। প্রায় এসে গেছে, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সিলভিয়ার মুখটা। আর মাত্র কয়েক গজ বাকি। ঠিক সেই মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে গেলো সবকিছু।

অস্থির ভাবে গেটের দিকে তাকিয়ে আছে সিলভিয়া। ব্যাগ হাতে জিমিকে আসতে দেখে উত্তেজনায় ছটফট করে উঠলো। গলা ফাটিয়ে বলতে ইচ্ছা হলো, দৌড়ে চলে এসো, জিমি। কেন এতো

দেরি করছো, জলদি।

প্রায় এসে গেছে, এমন সময় দেখলো, হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো জিমি। ওর কামানো মাথায়, কপালের ঠিক ওপরে একটা লাল গর্ত।

ব্যাগ দু'টা পড়ে গেলো জিমির হাত থেকে। ডান হাতটা দ্রুত উঠে গেলো মাথায়। তারপর শরীরটা ভাঁজ হয়ে পড়ে গেলো ফ্লোরে।

ঘটনার আকস্মিকতায় স্তব্ধ হয়ে গেলো সিলভিয়া। বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে আছে জিমির দিকে। মুখ থুবড়ে পড়ে আছে জিমি। মাথা বেয়ে রক্তের একটা ধারা গড়িয়ে পড়ছে ফ্লোরে। উচ্চ স্বরে বিলাপ করে উঠলো এক বৃদ্ধা। হঠাৎ দেখলো, তিনজন লোক উড়ে এলো কোত্থেকে। চিলের মতো ছোঁ মেরে উধাও হয়ে গেলো ব্যাগ দুটো নিয়ে।

একটা সহজাত প্রবৃত্তি দ্রুত পালিয়ে যাবার তাড়া দিলো সিলভিয়াকে। কিন্তু বাকশক্তি যেন লোপ পেয়েছে ওর। মনে হলো, এক্ষুণি জ্ঞান হারাবে। জগতের সবকিছু ভুলে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা জিমির নিঃসাড় দেহটার দিকে। ধীরে ধীরে একটা জটলার সৃষ্টি হলো মৃত দেহটা ঘিরে। ওদের ভেতরেই কেউ পুলিশ, কেউ অ্যাম্বুলেন্স বলে চিৎকার করে উঠলো জোরে। হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেলো সিলভিয়া। মনে পড়লো শেষ কথা, 'ডোন্ট ওয়েট, জাস্ট গো।'

দ্রুত পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে গেলো সিলভিয়া।

নিজের ছোট্ট রুমটায় পায়চারি করছে বব। উৎকণ্ঠায় স্থির থাকতে পারছে না ও। আবার তাকালো ঘড়ির দিকে। একটা বাজে—অথচ এখনও দেখা নেই জিমির। আজও টেলিফোন করেছিলো লিজা। তিনদিন পেরিয়ে যাবার পরও আগামী কাল সকাল দশটা পর্যন্ত সময় চেয়েছে বব। ভেবেছিলো, রাতে টাকাটা পেয়ে গেলে সকালেই লিজাকে নিয়ে ক্লিনিকে যাবে। কিন্তু এখনও কেন আসছে না

জিমি ? আবার তাকালো ঘড়ির দিকে। কথা মতো এতোক্ষণে তার চলে আসা উচিত। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারেন না জিমি। কি হলো তার ?

হঠাৎ সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সে। খুশিতে ভরে গেলো মন। নিশ্চয়ই জিমি আসছে। লজ্জায় নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা হলো তার। ছি! ছি! কি ভাবে জিমিকে সন্দেহ করতে পারলো সে। অন্য কেউ হলে কথা ছিলো। কিন্তু জিমির প্রমিজ তো প্রমিজ। এর তো অন্যথা হবার কথা নয়। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো এমন ভুল কখনও করবে না আর।

ঠক ঠক শব্দ হলো দরজায়।

ছ'হাজার ডলার! লিজা ডাক্তারের কাছে যাবে, তার ভাই মুক্ত হবে, মায়ের মুখে হাসি ফুটবে।

আনন্দে ধেই করে এক পাক নেচে দরজা খুলে দিলো বব।

সিলভিয়ার দিকে তাকিয়ে অশ্লীল একটা ইঙ্গিত করলো নেশাগ্রস্ত বয়স্ক লোকটা। তার দিকে একনজর দেখেই ক্রোধে ফেটে পড়লো সিলভিয়া। নিশ্চয় পারভার্ট।

'যাও ভাগো। অন্য কোথাও দেখো।'

কুৎসিৎ হাসি হেসে দাঁড়িয়ে থাকা অন্যান্য মেয়েদের দিকে চলে গেলো লোকটা।

ছ'মাস হলো জিমি মারা গেছে। টাকা পয়সা যা ছিলো সব ফুরিয়ে গেছে এতোদিনে। বেঁচে থাকার জন্য কিছু একটা করা দরকার কিন্তু কি করবে, কি যোগ্যতা আছে ওর। অগত্যা বাধ্য হয়ে আবার মেতে উঠেছে সেই পুরোনো খেলায়। কি ক্লাসিক তেমন লাভজনক নয়। এখানকার বেশিরভাগ লোকই হোমো আর পারভার্ট। এদের ভীষণ ঘৃণা করে ও। ওদের কুরুচিপূর্ণ লালসা পরিতৃপ্ত করার মানসিকতা এখনও গড়ে ওঠেনি সিলভিয়ার। মনে মনে ঠিক করেছে, কিছু টাকাপয়সা জমিয়ে ভালো একটা শহরে চলে যাবে। যেখানে

পুরুষেরা দাম দেবে ওর।

দরজার সিঁড়িতে বসে জিমির কথা মনে হলো। বেচারা। কি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন ছিলো, বোট। কতো বিচিত্র খেয়াল মানুষের। অথচ এটাই সত্য। সকলের জীবনেই একটা না একটা স্বপ্ন থাকে। জিমিরও ছিলো। কিন্তু হলো না। অতো টাকা। কতো কাছে, কতো দূরে।

হঠাৎ বৃষ্টি এলো ঝম ঝম করে। মুহূর্তে জনশূন্য হয়ে পড়ে গলিটা। ধুপধাপ করে মেয়েরা উঠে গেলো যে যার ঘরে। সিলভিয়াও উঠে দাঁড়ালো। উঁকি মেরে গলির দুটো দিকই দেখলো একবার। কেউ নেই কোথাও। পাশের ঘরের মেয়েটার দরজা এখনও বন্ধ। পিনআপ ম্যাগাজিনের জন্য নগ্ন পোজ দিচ্ছে বোধহয়। ও নিজেও একবার একটা অফার পেয়েছিলো। কিন্তু রাজি হয়নি। ছবি তুলতে ওর ভীষণ ভয়। জিমির নৃশংস হত্যার কথা এখনও ভুলে যায়নি ও।

দরজা বন্ধ করে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে কাপড় খুললো সিলভিয়া। আয়নায় ঘুরে ফিরে দেখলো নগ্ন শরীরট।। ছ'মাসে অনেক শুকিয়ে গেছে ও।

বিকেল থেকেই পিটার অপেক্ষা করছিলো সিলভিয়ার পাশের মেয়েটার ঘরে। সিলভিয়ার ঘরের দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনতেই ছায়ার মতো নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো ও। একটা হাত ওভার কোটের পকেটে, অ্যাসিডের বোতল ধরা সে হাতে।

তোয়ালেটা হাতে নিয়ে যেই শাওয়ার রুমের দিকে পা বাড়িয়েছে সিলভিয়া, অমনি ঠক ঠক শব্দ হলো দরজায়। মনে মনে ভীষণ খুশি হলো ও। নিশ্চয়ই কোনো রাতের অতিথি এসেছে। অনেক টাকার দরকার ওর। তোয়ালেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্যান্টি আর ব্রা পরে নিলো।

আবার ঠক ঠক শব্দ হলো দরজায়। নিশ্চিন্ত মনে দ্রুত দরজার দিকে এগিয়ে গেলো সিলভিয়া।

শেষ

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে। ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস। আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী',তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি।তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি,সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি। ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম,কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি। মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয়।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি।

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,তবে টাকা দিয়ে নয়। আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর বিজ্ঞাপন আছে,যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ,মাসে একবারই,তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন,তাহলে আমি একটু উপকৃত হই। আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন। আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার। যদি সফটওয়্যার দরকার হয়,তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায়। সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্রাক/কিজেন যুক্ত। কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার।

মোবাইল: ০১৭৩৪৫৫৫৫৪১
ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com